চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

না খেললেও আইপিএলে চুক্তির পুরো টাকা পাবেন পন্থ

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 40 Monday, 9 January, 2023 * ২৮ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা * ২৪ পৌষ, ১৪২৯, সোমবার, ৯ জানুয়ারি, ২০২৩ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

পার্থর কেন্দ্রে 'দিদির সুরক্ষাকবচ' প্রচারে দেবাশিস কুমার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি ঃ নতুন প্রকল্প নিয়ে জনসংযোগে জোর দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। 'দিদির সুরক্ষাকবচ' প্রকল্প এবং তার প্রচারে তৈরি 'দিদির দূত'। দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সেই প্রকল্পের প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা। রবিবার বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে নতুন কর্মসূচির এলেন রাসবিহারির বিধায়ক তথা কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার। কিন্তু ওই কেন্দ্র থেকে একাধিকবার জিতে আসা বিধায়ক, রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম একবারও তিনি মুখে আনলেন না। এই সংক্রান্ত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাশে নেই দল। তাঁকে বাদ দিয়েই উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তৃণমূল। বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, যিনি এসএসসি দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়ে এই মুহূর্তে জেলে। তাই তাঁর কেন্দ্রে কাজের দায়িত্ব ভাগ দেওয়া হয়েছে অন্যদের। 'দিদির সুরক্ষাকবচ' প্রচারের দায়িত্বে যেমন দেবাশিস কুমার। রবিবার তাঁকে সামনে পেয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিষয়ে প্রশ্ন করলে দেবাশিসবাবুর জবাব, "কেউ বেহালা পশ্চিম থেকে জিতেছেন। বেহালা পূর্ব থেকে রত্না চট্টোপাধ্যায় জিতেছেন। আমি রাসবিহারী কেন্দ্র থেকে জিতেছি। প্রত্যেকটি জয়ের ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যক্তিগত কোনও ক্যারিশমা নেই। সব জয় এসেছে ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নের প্রতীক দেখে।

কথা রাখেনি মোদি সরকার! বিস্ফোরক বরুণ গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন ধরেই বিরুন গান্ধী বিজেপি বিরোধি কথাবার্তা বলছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বারবার আক্রমণাত্মক হতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। বিজয় মালিয়ার মতো শিল্পপতিদের দেশ ছাড়াই হোক কিংবা ঋণের চাপে কৃষকদের আত্মহত্যার মতো ইস্যু বারবার মোদি সরকারকে কটাক্ষ করেছেন বরুণ গান্ধী। এবার বিরল রোগে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার খরচ দেওয়ার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও তা না করার অভিযোগে ফের বিস্ফোরক বরুণ গান্ধী। বিজেপি নেতার দাবি, বিরল রোগে ভুগতে থাকা শিশুদের প্রত্যেককে ৫০ লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা কেন্দ্রের। কিন্তু একজনও সাহায্য পাননি। নিজের টুইটার হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেছেন বরুণ। তিনি লিখেছেন, 'গত বছর সরকার আশ্বাস দিয়েছিল বিরল রোগে আক্রান্ত রোগীদের ৫০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করার। এখনও পর্যন্ত কোনও রোগীই উপকৃত হননি এই প্রকল্প থেকে। চিকিৎসার অপেক্ষা করতে করতে মারা গিয়েছে ১০টি শিশু। আমি মনসুখ মাণ্ডব্যকে অনুরোধ জানিয়েছি, দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ করে টাকাগুলি দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য।' সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিটিও তিনি জুড়ে দিয়েছেন। সেখানে বরুণকে উল্লেখ করতে দেখা গিয়েছে, দেশে বিরল রোগে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা ৪৩২ জন। কিন্তু তারা কেউই সরকারি আর্থিক সাহায্য পায়নি।

আজ থেকেই শুরু হচ্ছে জি-২০-র বিশেষ সম্মেলন

বৈঠকে অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতাও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি ঃ আজ সোমবার থেকে কলকাতা মহানগরে শুরু হতে চলেছে জি-২০ বৈঠক। আগামী তিনদিন অর্থাৎ সোম, মঙ্গল এবং বুধবার এই বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। আর এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকবেন কেন্দ্রের প্রতিনিধিরাও। গত কয়েকদিন আগেই জি-২০ বৈঠক নিয়ে কয়েক দফাতে কেন্দ্রে বিশেষ বৈঠক হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। আর শহরে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ঘিরেই এখন সাজো সাজো রব। আজ রবিবার থেকেই দেশবিদেশের অতিথিরা কলকাতায় চলে আসবেন। থাকবেন বাইপাশের একটি বিলাসবহুল হোটেলে। অন্যদিকে কলকাতার বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে এই বৈঠক। মূলত ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সিস্টেমের উপর এই তিনদিন আলোচনা হবে বলে জানা যাচ্ছে। মূলত প্রান্তিক মানুষকে আরও বেশি করে যাতে একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসা যায় সেই লক্ষ্যেই এই আলোচনা হবে বলে জানানো হয়েছে। তিনদিনের মধ্যে ১০ এবং ১১ জানুয়ারি জি-২০ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বাইপাসের ধারে জে ডব্লিউ ম্যারিয়ট হোটেলে। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে জি-২০ অন্তভুক্ত দেশগুলি অংশ নেবে। এছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য দেশগুলির সদস্যরাও এই বৈঠকে থাকবেন বলে খবর। থাকছেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, নাবার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলির সদস্যরাও। এছাড়াও আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের মতো বড় সংস্থাগুলির সদস্যরাও এই বৈঠকে থাকবেন বলে জানা যাচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠক ঘিরেই গোটা কলকাতা সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। শেষ বৈঠকে জি-২০ সম্মেলন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সবরকম ভাবে সাহায্যের কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি এই বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে বলেও জানিয়েছিলেন। এই বৈঠকের আয়োজন নিয়ে বিশেষ চিন্তা না করারও পরামর্শ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে বিদেশী প্রতিনিধিদের কলকাতায় আসা থেকে সমস্ত রকম ব্যবস্থাপনা সুন্দর ভাবে থাকছে। গোটা রাস্তাজুড়ে একদিকে যেমন বাংলার সংস্কৃতি তুলে ধরা হবে অন্যদিকে গঙ্গা বক্ষে ক্রুজে নৈশভোজের ব্যবস্থাও থাকছে সম্মেলনে আসা বিদেশী অতিথিদের জন্য। সেই সময়ে গঙ্গার দুপাড়ের ইতিহাস তুলে ধরা হবে। এছাড়াও থাকবে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অন্যদিকে নিউটাউনের পালকুটিরেও করা হবে দ্বিতীয় দিনের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। সেখানেও বিভিন্ন নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হবে বলে খবর মিলেছে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন, এই জি-২০ বৈঠক সফল হবে। আর এতে রাজ্যের লাভ হওয়ার কিছু বিষয় থাকবে। কারণ যে সমস্ত দেশী-বিদেশী অতিথিরা আসবেন তারা এই রাজ্যের সম্পর্কে আগে সুনেছেন ঠিকই বর্তমানে সেই সমস্ত নিজে চোখে পরখ করে দেখবেন।

রাহুলের জনপ্রিয়তা মেনে নিতে পারছে না বিজেপি ঃ কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি ঃ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী গোটা দেশকে একসুতোয় বাঁধতে চেয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। তাই তিনি সারা দেশ জুড়ে শুরু করেছিলেন 'ভারত জোড়ো যাত্রা'। হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যেও ট্রেডমার্ক সাদা টি শার্ট পরেই দিনের পর দিন হেঁটে চলেছেন তিনি। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন, কী করে তিনি এই শীতে সুস্থ রয়েছেন। দলীয় কর্মীদের অধিকাংশ জানালেন, রাহুল গান্ধী একজন তপস্বী, তাই প্রবল শীতেও তাঁর ঠাণ্ডা লাগছে না। এবার পালটা দিয়ে রাহুলের একটি ছবি পোস্ট করল বিজেপি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, টি শার্টের নীচে আসলে শীতবস্ত্র পরেছেন কংগ্রেস সাংসদ। দিল্লির প্রাক্তন বিধায়ক বিজেপি নেতা মঞ্জিন্দর সিং সিরসা রাহুলের একটি ছবি টুইট করেছেন। ভারত জোড়ো যাত্রায় সাদা টি শার্ট পরিহিত রাহুলের গলার একটি অংশ জুম করে দেখানো হয়েছে ওই ছবিতে। সেখানেই ধরা পড়েছে, টি শার্টের নীচে থার্মাল পরে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। এই ছবি টুইট করে সিরসা লিখেছেন, ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়ল। থার্মাল পরে তার উপর টি শার্ট চাপিয়ে মিথ্যা কথা বলছেন রাহুল গান্ধী। শীতকালে ঠাণ্ডা লাগাটাই স্বাভাবিক। জনপ্রিয়তা পেতে মিথ্যা প্রচার করছেন রাহুল। বিজেপি কর্মীদের অনেকেই এই টুইটটি শেয়ার করেছেন। এই টুইটের পালটা দিয়েছে কংগ্রেসও। দলের নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনাতে টুইট করে লিখেছেন, ভক্তরা আসলে রাহুলের জনপ্রিয়তা মেনে নিতে পারছে না। তাই সকলে মিলে রাহুলের ছবি তুলছে, সেই ছবিতে তাঁর পোশাক জুম করেও দেখছে। টি শার্টে একটা ভাঁজ পড়েছে, তা নিয়েও আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আসলে রাহুলকে ছোট করতে উঠে পড়ে লেগেছে বিরোধিরা। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকেও প্রশ্ন করা হয়েছিল, রাহুলের কি ঠাণ্ডা লাগে না? জবাবে তিনি বলেন, মানুষের ভালবাসায় ওর ঠাণ্ডার অনুভূতি হারিয়ে গিয়েছে। একই ধরনের মন্তব্য করে টুইট করেছে কংগ্রেস সেবা দল। রাহুল গান্ধীকে জড়িয়ে ধরে রয়েছেন অসংখ্য মানুষ, এমন একটি ছবি প্রকাশ করা হয়েছে তাদের তরফে। টুইটে লেখা হয়েছে, দেশের মানুষের কাছে আমরা ঋণী। তাঁদের ভালবাসার উত্তাপেই শীতের মধ্যেও রাহুলের ঠাণ্ডা লাগছে না। অন্যদিকে, হরিয়ানায় প্রচণ্ড কুয়াশার মধ্যেও খালি গায়ে নাচলেন একদল ভারত জোড়ো যাত্রী। একটি বাসের ছাদে পাগড়ি পরে তাঁদের নাচের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

তদন্ত শুরুর ৭২ দিনের মাথায় মোমিনপুর কাণ্ডে চার্জশিট পেশ এনআইএর, তালিকায় ১৬ জন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি ঃ তদন্ত শুরু করার ৭২ দিনের মধ্যেই মোমিনপুর কাণ্ডে চার্জশিট জমা করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। শনিবার বিশেষ এনআইএ আদালতে এই চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালতে জমা পড়া প্রায় ৪০০ পাতার চার্জশিটে ১৬ জনের নাম রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির হিংসা ছড়ানো, পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, খুনের চেষ্টা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনের একাধিক ধারার অভিযোগ আনা হয়েছে। চার্জশিটে তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, এই ১৬ জনের মধ্যে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৬ জন ফেরার রয়েছে। বাকি ২ জনের বিরুদ্ধে এখনও তদন্ত চলছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এছাড়াও ৭০ জন সাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পলাতকদের খুঁজতে এবং এই মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া আরও

এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এদিন এনআইএয়ের তরফে আবেদন করা হয়েছে। মোমিনপুরে ঝামেলার ঘটনায় এনআইএ তদন্তের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেয় হাই কোর্ট। সেই মতো গত ২৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে তদন্তভার নেয় এনআইএ। দুমাসের বেশি সময় তদন্তে পরপর বেশ কয়েকবারই মোমিনপুরে যায় এনআইএ। ঘুরে দেখে মোমিনপুর এলাকা। ১৭টি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা ও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও উদ্ধার হয়। লালবাজারেও যায় তারা। তবে সূত্রের খবর, উল্লেখযোগ্য ভাবে এই মামলায় কলকাতা পুলিশের হাতে ধৃত ২০ জনকে হেফাজতে নিয়েছিল এনআইএ। পরে তাঁদের মধ্যে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই ৮ জনেরই নাম রয়েছে চার্জশিটে। বাকিদের সঙ্গে এই মামলায় যোগসূত্র পাওয়া যায়নি বলে দাবি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে। তাঁদেরকে এই মামলা থেকে মুক্ত করার জন্য আবেদনও জানানো হয়। উল্লেখ্য , এই মামলায় কলকাতা পুলিশও পৃথক তদন্ত চালাচ্ছে।

হাম-রুবেলার টিকাকরণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি ঃ আগামীকাল ৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে হাম রুবেলের টিকাকরণ। চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তবে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত হাম রুবেলার টিকাকরণ চলবে। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, অনেকের মধ্যেই এই প্রতিষেধক নিয়ে সংশয় রয়েছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবক বা 'রুরাল মেডিক্যাল প্র্যাক্টিশনার' (আরএমপি)দের গ্রামের প্রতিটি স্তরে যোগাযোগ থাকে। সেই যোগাযোগকে কাজে লাগাতে চাইছে স্বাস্থ্য দফতর। আগামীকাল সোমবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়ে যাচ্ছে হাম ও রুবেলার প্রতিষেধক। তাই এ নিয়ে মানুষকে সচেতনতার জন্য তাদের কাজে লাগাতে চাইছে স্বাস্থ্য দফতর। এ বিষয়ে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, আপত্তি বা বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস এই প্রতিষেধক প্রদানে যাতে বাধা তৈরি না করে তার জন্য প্রচার চালাবেন এই পরিষেবকরা।

হিমাচল প্রদেশে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, মন্ত্রী পদে শপথ নিলেন ৭ বিধায়ক

সিমলা (হিমাচল প্রদেশ), ৮ জানুয়ারি ঃ রবিবার হিমাচল প্রদেশে সুখবিন্দর সিং সুখুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হল। সাতজন বিধায়ক শপথবাক্য পাঠ করান। রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার রাজভবনে একটি মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে নতুন মন্ত্রীদের পদ ও গোপনীয়তার শপথ পাঠ করান। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণে আধিপত্য ছিল সিমলা জেলায়। সর্বোচ্চ তিনজন মন্ত্রী করা হয়েছে সিমলা জেলা থেকে। কাংড়া জেলায় সর্বোচ্চ ১৫টি আসন পেয়েছেন একজন মন্ত্রী। প্রথমে শপথবাক্য পাঠ করেন সোলানের বিধায়ক ধনীরাম শাণ্ডিল। তার পরে ছিলেন জাওয়ালির বিধায়ক চন্দ্র কুমার, শিলাইয়ের বিধায়ক হর্ষবর্ধন চৌহান, কিন্নর বিধায়ক জগৎ সিং নেগি, জুব্বল কোটখাই বিধায়ক রোহিত ঠাকুর, কাসুম্পতির বিধায়ক অনিরুধ সিং এবং সর্বশেষে সিমলা গ্রামীণ বিধায়ক বিক্রমাদিত্য সিং। বিক্রমাদিত্য সিং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিং এবং রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি প্রতিভা সিংয়ের ছেলে। এর আগে শনিবার হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু বলেছিলেন, দলের হাইকমান্ডে ১০ জনের একটি তালিকা জমা দেওয়া হয়েছে এবং হিমাচল প্রদেশ সরকার প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরেই রাজ্যে ওল্ড পেনশন স্কিম বাস্তবায়ন করা হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে নীতীশের মন্তব্যে বিতর্ক

পাটনা, ৮ জানুয়ারি ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের একটি জনসভায় তাঁর এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে সরব হয়েছে বিহারের বিজেপি নেতৃত্ব। তিনি বলেছিলেন, মহিলারা অশিক্ষিত আর পুরুষরা বেলাগাম হয়ে যৌন সংগম করছেন সেই জন্যই বিহারের জনসংখ্যা ব্যাপক ভাবে বাড়ছে। মুখ্যমন্ত্রীর বেলাগাম মন্তব্যের জেরে বিহারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে, বলেছেন বিহারের বিরোধী দলনেতা সম্রাট চৌধুরী। বৈশালীতে একটি জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি বলেন, মহিলারা যদি পড়াশোনা করেন তাহলে জন্মহার অনেকটা কমবে। এটাই সত্যি। আজকালকার মহিলারা একেবারে অশিক্ষিত। পুরুষরাও মনে রাখেন না যে প্রতিদিন সন্তানের জন্ম দেওয়া তাঁদের কাজ নয়। জনসমক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই কথা শুনে স্বভাবতই অসন্তুষ্ট বিরোধীরা। এখানেই না থেমে নীতীশ কুমার বলেন, মহিলারা তো পড়াশোনা করেন না। আর পুরুষরা প্রতিদিন যৌন সংগম করতে থাকেন। অতিরিক্ত সন্তানের জন্ম দেওয়া ঠিক নয়, সেই বিষয়টি তাঁদের মাথায় থাকে না। মহিলারা যদি পড়াশোনা করতেন তাহলে জানতেন, কীভাবে তাঁরা বাঁচতে পারেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সাধারণ মানুষেরই সচেতনতা নেই, এই বলেই দায় এড়াতে চেয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। জনসভায় আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, এই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন বিহারের বিরোধী দলনেতা সম্রাট চৌধুরী। নীতীশের বক্তৃতার ভিডিও টুইট করে তিনি বলেছেন, অত্যন্ত রুক্ষ ও অসংবেদনশীল মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। এই রকম ভাষা প্রয়োগ করে তাঁর পদের অসম্মান করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, জাতির ভিত্তিতে জনগণনা শুরু করেছে বিহার সরকার। সমাধান যাত্রা নামে এই কর্মসূচির প্রচারে গিয়েই বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন নীতীশ কুমার। তার পরেই এই বিতর্ক শুরু হয়েছে।

অভিষেককে গুরুতর অভিযোগ করল সিউড়ির কাউন্সিলরা

দুরন্ত বার্তা, বীরভীম, ৮ জানুয়ারি ঃ অনুব্রত বিহীন বীরভূমে আবার তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ প্রকাশ্যে চলে এলো। এবার সিউড়ি পৌরসভার তৃণমূলের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অবৈধ প্ল্যান বানিয়ে সরকারি জায়গায় দোকান তৈরি করে বিক্রির চেষ্টার অভিযোগ তুললেন সিউড়ির অন্যান্য ১৯ কাউন্সিলর। সেই মর্মে চিঠি গেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও। জেলা রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন, তাহলে কি অনুব্রত বিহীন বীরভূমে সিউড়ি পুরসভায় ভাঙ্গন শুরু হল। অভিযোগ, বীরভূমের সিউড়ির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের রবীন্দ্রপল্লী এলাকায় ডিসট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সামনে একটি মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করা হচ্ছে। এই ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হলেন বিদ্যাসাগর সাউ। তিনি সিউড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান। সিউড়ি পৌরসভার অন্যান্য কাউন্সিলরদের অভিযোগ তিনি অবৈধভাবেই প্ল্যান পাস করিয়ে সেখানে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করার চেষ্টা করছেন। তাকে সহযোগিতা করছে সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান। আর এই অভিযোগকে সামনে এনেই সিউড়ি পৌরসভার ১৯ জন কাউন্সিলর তৃণমূল নেতৃত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। পাশাপাশি বীরভূমের জেলাশাসককেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। কাউন্সিলরদের দাবি, নিয়ম মোতাবেক তাদের সঙ্গে কোনও কথা না বলে বা কোন রকম আলোচনা না করেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন সিউড়ি পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাসাগর সাউ। সিউড়ি পৌরসভার প্রকাশ্যে তৃণমূলের দুই দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বীরভূম জেলার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল না থাকতেই কি দলের কলহ আবারও সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পর্যায় চলে গেল। পাশাপাশি, পৌরসভার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যানের সঙ্গে অন্য কাউন্সিলরদের এই যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্বের পর সিউড়ি পৌরসভা আদৌ কি ধরে রাখা সম্ভব হবে। এমন প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করেছে তাই নিয়ে।

আত্মঘাতী হামলার ছক ছিল, ধৃত ২ 'আইএস জঙ্গি'র স্বীকারোক্তি

হাওড়া, ৮ জানুয়ারি ঃ টিকিয়াপাড়া থেকে ধৃত ২ সন্দেহভাজন জঙ্গিকে জেরায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য। পর্যাপ্ত অস্ত্র আর বিস্ফোরক জোগার করে হামলার ছক ছিল টিকিয়াপাড়া থেকে ধৃত দুই জঙ্গি মহম্মদ সাদ্দাম ও সঈদ হোসেনের। নিশানায় ছিল দুই মুরুব্বি। সেই উদ্দেশে সুইসাইডল স্কোয়াড বা আত্মঘাতী জঙ্গি সম্পর্কে খোঁজখবর চালাচ্ছিল সাদ্দাম। নিজেদের ফিঁদায়ে জেহাদি হিসেবে তৈরির করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল তারা। জেরায় এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বলে খবর কলকাতা এসটিএফ সূত্রে। পুলিশের তরফে আরও জানা গিয়েছে, পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যের জেহাদিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত সাদ্দাম। টেলিগ্রাম সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সাংকেতিক ভাষা বা গোপন কোডে চলত তথ্য আদানপ্রদান। গত ২ বছর ধরে আইসিস বা ইসলামিক স্টেট জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সাদ্দামের দহরম মহরম তৈরি হয়েছিল তার। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম টেকের পড়ুয়া সাদ্দামের ফোন ও ল্যাপটপেও মিলেছে বিস্ফোরক ছবি ভিডিও। জেহাদিদের হত্যার নৃশংস ভিডিও রাখা ছিল দুই ডিভাইসে। সেগুলির ফরেনসিক পরীক্ষা করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বাংলা থেকে সদস্য সংগ্রহ করতে সাদ্দামকে কাজে লাগিয়েছিল ইসলামিক স্টেট। শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়কে টার্গেট করেছিল ধৃত জেহাদি। উদ্দেশ্য ছিল, তরুণ শিক্ষিতদের নিয়োগ করে বিদেশে পাঠানোর ছক ছিল তার। সঈদ হোসেনকেও নিয়োগ করেছিল সে। পরে কাজ শেষ করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল সাদ্দামও। এসটিএফ সূত্রে খবর, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেশবিরোধী, কট্টরপন্থার প্রচার করত ধৃতরা। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মগজধোলাই করে জেহাদি কার্যকলাপে যুক্ত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। দেশবিরোধী কাজে উসকানি দিতে বিস্ফোরণ, নারকীয় হত্যার ভিডিও ছড়িয়ে দিত তারা। বহু যুবকই তাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। মনে করা হচ্ছে, মহম্মদ সাদ্দাম ও সঈদ হোসেনের পিছনে বড় কোনও মাথা রয়েছে। পাকিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্যের হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগযোগ থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর আগেও হাওড়া থেকে এক শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। যার সঙ্গে ইসলামিক স্টেটের যোগ মিলেছিল। গতকাল হাওড়া থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হযেছিল। তার পর থেকে ধাপে ধাপে তাদের জেরা করার কাজ চাসাচ্ছিলেন গোয়েন্দারা। সেকানেই তারা মুখ খুলে দেয়। তার পরেই জানতে পারা যায় তারা প্রকৃতই সন্ত্রাসবাদী।

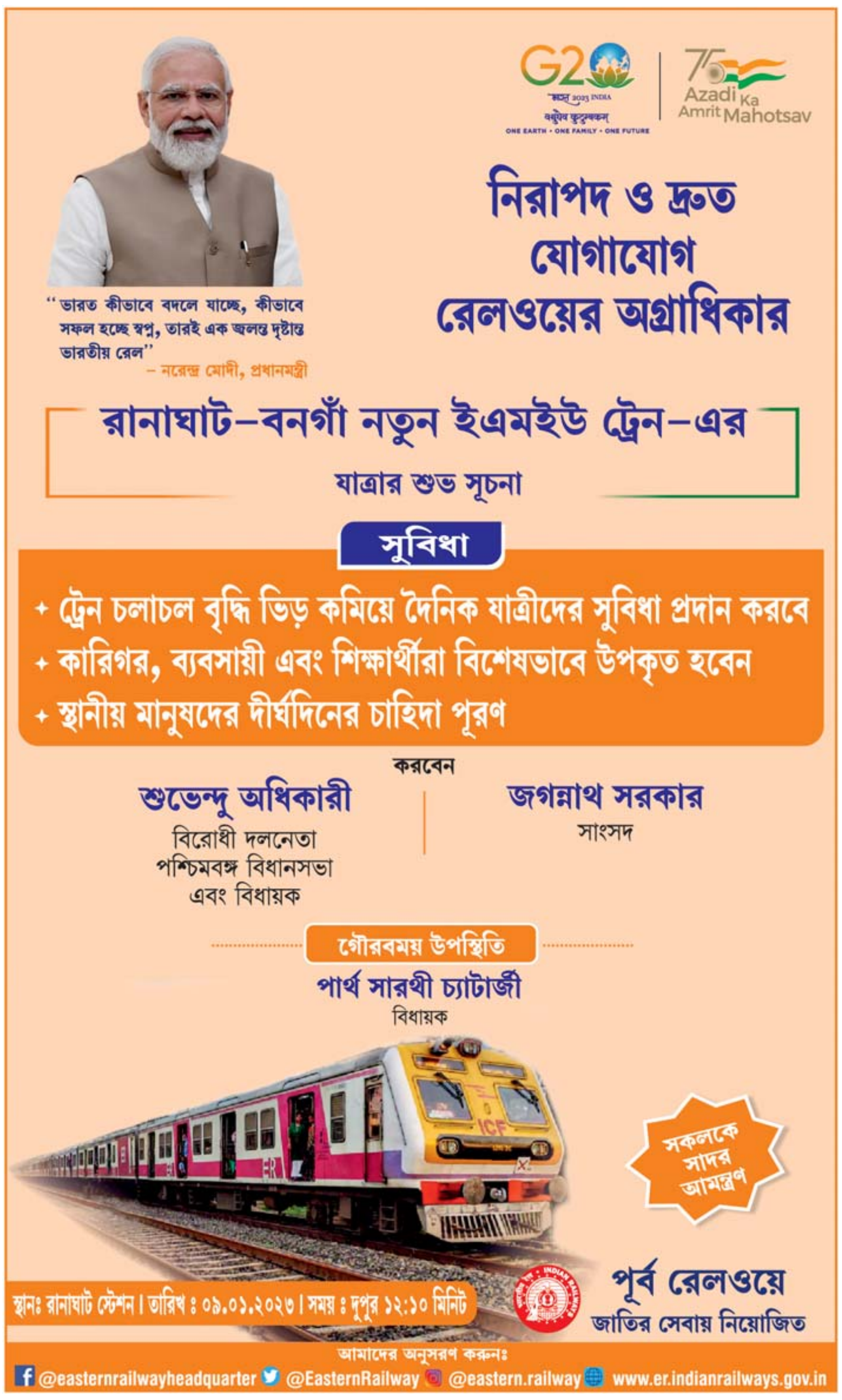

রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম হয়েছে

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় আটমাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে

কুকুরের এনকাউন্টারে আপত্তি সাংসদ মানেকা গান্ধীর

বেগুসরাই, ৮ জানুয়ারি ঃ বিহারের বেগুসরাইয়ে কুকুরের কামড়ে দশ জন মারা যাওয়া এবং ৪০ জনেরও বেশি লোক আহত হওয়ার পরে দেশে প্রথমবারের মতো কুকুরের মুখোমুখি অভিযান চালানো হয়েছিল। বন ও পরিবেশ দফতরের এনকাউন্টারে তাকে খতম করা হয়। কিন্তু এখন এই এনকাউন্টার প্রশাসনের জন্য ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে।তেঘরা মহকুমার বাচওয়াদা এবং ভগবানপুর দিয়ারা এলাকায় কুকুরের এই এনকাউন্টার নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন জাতীয় পশু অধিকার রক্ষাকর্মী তথা বিজেপি সাংসদ মানেকা গান্ধী। বেগুসরাইয়ের জেলা শাসক রোশন কুশওয়াহা এবং তেঘরা মহকুমা শাসক রাকেশ কুমারকে ডেকে কুকুরের এনকাউন্টারে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেকা গান্ধী।মানেকা গান্ধী অ্যাকশনে আসার সঙ্গে সঙ্গে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে কুকুরের এনকাউন্টার অভিযান আপাতত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মানুষ ভক্ষক কুকুরের দেখা বন্ধ হওয়ায় এলাকায় ফের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তেঘরা মহকুমা শাসক রাকেশ কুমার জানিয়েছেন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ মানেকা গান্ধী ফোন করেছেন এবং কুকুরের এনকাউন্টার প্রচারে জড়িত অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং তাকে সাসপেন্ড করতে বলেছেন। মানেকা গান্ধী বলেছেন, কুকুররা গ্রামবাসীদের উপর প্রাণঘাতী হামলা করলেও বোবা কুকুরকে নির্দয়ভাবে গুলি করে হত্যা করার অধিকার প্রশাসনের নেই, এর প্রতিকার হওয়া উচিত। মানেকা গান্ধীর পদক্ষেপ আসার পর প্রশাসনিক আধিকারিকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতে এলেন গুয়ানার রাষ্ট্রপতি ডঃ ইরফান, যাবেন ইন্দোরে

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি ঃপ্রবাসী ভারতীয় দিবসে যোগ দিতে রবিবার ভারতে পৌঁছেছেন গুয়ানার রাষ্ট্রপতি ডঃ মহম্মদ ইরফান আলি। তিনি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী ভারতীয় দিবসে যোগ দেবেন। সকাল সাড়ে ১০টায় তিনি ইন্দোরের উদ্দেশে রওনা দেবেন। ৮ থেকে ১০জানুয়ারী ভারত সফরের সময় তিনি দিল্লি, ইন্দোর, বেঙ্গালুরু, কানপুর, আগ্রা এবং মুম্বই সফর করবেন।বিদেশ মন্ত্রকের মতে, ইন্দোরে ১৭তম প্রবাসী ভারতীয় দিবসের প্রধান অতিথি মহম্মদ ইরফান আলি। রাষ্ট্রপতি ইরফান আলি এই সময়ের মধ্যে ইন্দোরে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সাথে বৈঠক করবেন। তিনি ৯ জানুয়ারি ১৭তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস কনভেনশনের উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশ নেবেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নবম বিশ্ব আয়ুর্বেদ কংগ্রেসের সমাপ্তি অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য

নয়াদিল্লি,৮ জানুয়ারিঃসম্প্রতি গোয়ার রাজ্যপাল শ্রী পি এস শ্রীধরন পিল্লাইজি, জনপ্রিয় নবীন মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্য প্রমোদ সাওয়ান্তজি, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালজি, শ্রীপদ নায়েকজি, ডঃ মহেন্দ্রভাই মুঞ্জাপারাজি, শ্রী শেখরজি, বিশ্ব আয়ুর্বেদ কংগ্রেসে উপস্থিত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিশেষজ্ঞগণ, অন্যান্য বিশিষ্টজন, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ! গোয়ার এই মনোরম রাজ্যটিতে বিশ্ব আয়ুর্বেদ কংগ্রেস উপলক্ষে যাঁরা ভারত এবং বিদেশ থেকে সমবেত হয়েছেন তাঁদের সকলকেই বিশ্ব আয়ুর্বেদ কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করে আমি অভিনন্দন জানাই। সম্প্রতি এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে এমন একটি সময়ে যখন এ দেশে স্বাধীনতার অমৃতকালের উদ্দেশ্যে আমরা যাত্রা শুরু করেছি। আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চা এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিশ্ব কল্যাণে আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ। আমাদের অমৃতকালের মূল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যও তাই। আমাদের এই লক্ষ্য পূরণে আয়ুর্বেদ হল একটি বিশেষ কার্যকর মাধ্যম। এ বছর জি-২০ গোষ্ঠীর সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে ভারতের ওপর। এই সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু হল - ' কুটুম্বকম' অর্থাৎ, ' অভিন্ন পৃথিবী, এক অভিন্ন পরিবার তথা এক অভিন্ন ভবিষ্য'! বিশ্ব আয়ুর্বেদ কংগ্রেসে বিশ্ববাসীর সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে এই ধরনের অনেকগুলি বিষয়ই এখানে আলোচিত হয়েছে। আমি খুবই আনন্দিত যে বিশ্বের ৩০টিরও বেশি দেশ আয়ুর্বেদকে চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যবস্থার একটি পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আয়ুর্বেদ যাতে আরও বহু দেশে এইভাবেই স্বীকৃত একটি চিকিৎসা পদ্ধতি হয়ে উঠতে পারে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাব।বন্ধুগণ, এখন আমার সামনে আরও একটি সুযোগ এসেছে আয়ুষ সম্পর্কিত তিনটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করার। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ - গোয়া, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইউনানি মেডিসিন - গাজিয়াবাদ এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি - দিল্লি আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে বলেই আমার বিশ্বাস।বন্ধুগণ,আয়ুর্বেদ হল এমন একটি বিজ্ঞান যার মূলমন্ত্র তথা দর্শন হল ' ভবন্তু সুখিন্দ, সর্বে সন্তু নিরাময়ঃ'। অর্থাৎ, সকলেই সুখী থাকুন, সকলেরই রোগমুক্তি ঘটুক। অন্যভাবে বলতে গেলে, মানুষ যখন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হন তখন তাঁর চিকিসা করার থেকে কোনও মানুষ যাতে অসুস্থ হয়ে না পড়েন সেইভাবেই আমাদের জীবনশৈলী গড়ে উঠুক, এটাই আমাদের কাছে কাম্য। সাধারণের মধ্যে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে আপাত দৃষ্টিতে কেউ যদি অসুখে আক্রান্ত না হন তাহলেই তাঁকে আমরা স্বাস্থ্যবান বলে মনে করি। কিন্তু আয়ুর্বেদ মতে স্বাস্থ্যবান থাকার সংজ্ঞা কিন্তু ভিন্ন রকমের। আপনারা হয়তো সকলেই জানেন যে আয়ুর্বেদে একটি কথা রয়েছে যার মর্মার্থ হল - ' দেহে ভারসাম্যের কোনও অভাব হয় না, যাঁর সমস্ত কাজকর্মই ভারসাম্য বজায় রেখে চলে এবং মনেপ্রাণে যিনি সুখী, তিনিই হলেন প্রকৃত স্বাস্থ্যবান।' তাই, আয়ুর্বেদের কাজ হল চিকিসার বাইরে গিয়েও মানুষের ভালো থাকা এবং ভালো থাকার উপায় বাতলে দেওয়ার দিকে নজর দেওয়া। সমস্ত রকম পরিবর্তন এবং ধারা বা প্রবণতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এখন প্রাচীন

জীবন দর্শনকে আবার নতুন করে অবলম্বন করতে শুরু করেছে। খুবই আনন্দের বিষয় যে এই ক্ষেত্রটিতে ভারতে কাজ শুরু হয়েছে অনেক অনেক আগেই। এক সময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আয়ুর্বেদের প্রসার ও উন্নয়নে আমি নানাভাবে সচেষ্ট ছিলাম। আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আমরা আরও উন্নত করে তুলেছি এবং অত্যাধুনিক করে গড়ে তুলেছি গুজরাট আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে। আমাদের সেই প্রচেষ্টার সূত্র ধরেই বিশ্বের প্রথম এবং একমাত্র চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যবস্থার কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু-এর উদ্যোগে জামনগরে। আয়ুষ মন্ত্রক নামে একটি পৃথক মন্ত্রকও আমরা গঠন করেছি। আয়ুর্বেদ চর্চায় উৎসাহদান এবং আয়ুর্বেদের ওপর সাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করাই এই মন্ত্রকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এইমস-এর ধাঁচে সর্বভারতীয় আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠানও বর্তমানে স্থাপিত হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। আবার বর্তমান বছরেই সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে ' আয়ুষ উদ্ভাবন ও বিনিয়োগ' সম্পর্কিত একটি শীর্ষ সম্মেলনও। ভারতের এই প্রচেষ্টা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায়। সুস্থ ও রোগমুক্ত থাকার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস সারা বিশ্বেই বর্তমানে এক বিশেষ উৎসব রূপে পালিত হচ্ছে। যোগ এবং আয়ুর্বেদ এক সময় যথেষ্ট অবহেলিত ছিল। কিন্তু তা এখন সমগ্র মানবজাতির কাছে এক আশার আলো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বন্ধুগণ,এই প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদের আরও একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমি এই বিশ্ব আয়ুর্বেদ কংগ্রেসে উল্লেখ করতে আগ্রহী। আগামী শতকগুলিতে আয়ুর্বেদের উজ্জ্বল ভবিষ্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যা সমানভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধুগণ,আয়ুর্বেদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বিশ্ববাসীর সহমত স্থাপন এবং এক অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর কাজটি বিলম্বিত হয়েছে সত্য, তবে আধুনিক বিজ্ঞানের সবক'টি বৈশিষ্ট্যই যে আয়ুর্বেদের মধ্যে রয়েছে তার নিরিখেই এই সহমত তৈরি হয়েছে। আয়ুর্বেদের কার্যকারিতা ও তার ফলাফল সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম ঠিক কথা, কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ ঠিকমতো প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণে পুরো প্রক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ফলাফল সকলের সামনে তুলে ধরার বিষয়টি আজ একান্তভাবে জরুরি হয়ে উঠেছে। এজন্য আমাদের নিরন্তরভাবে কাজ করে যেতে হবে দীর্ঘদিন ধরে। আধুনিক বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার কার্যকারিতা সম্পর্কে আমাদের দাবি ও মতামতকে তুলে ধরার জন্য চিকিৎসা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান, গবেষণা এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। গত কয়েক বছর ধরে এই লক্ষ্যে ভারতে বেশ ভালো রকম প্রচেষ্টাই চালানো হচ্ছে। সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান তুলে ধরতে আমরা আয়ুষ রিসার্চ পোর্টালও তৈরি করেছি। সেখানে সমীক্ষা ও গবেষণার ৪০ হাজারের মতো তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে। এমনকি করোনাকালেও ১৫০টির মতো সুনির্দিষ্ট গবেষণা-ভিত্তিক প্রমাণপত্র রয়েছে আমাদের কাছে। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি জাতীয় আয়ুষ গবেষণা কনসর্টিয়াম গড়ে তুলতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। এইমস-এর সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মেডিসিন্স-এর মতো প্রতিষ্ঠান গুলিতে যোগ ও আয়ুর্বেদ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজও শুরু হয়েছে। আনন্দের বিষয়, এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আয়ুর্বেদ এবং যোগচর্চার যে সমস্ত গবেষণাপত্র তৈরি করা হয়েছে তা প্রকাশিত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায়। সাম্প্রতিককালে ' অফ দ্য অ্যামেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি' এবং ' জার্নাল'-এও সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বে আয়ুর্বেদের মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশ্ব আয়ুর্বেদ কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী সকলকেই আমি আহ্বান জানাচ্ছি।ভাই ও বোনেরা,আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির আরও একটি বৈশিষ্ট্যও রয়েছে যা সচরাচর আলোচিত হয় না। অনেকেই ভেবে থাকেন যে আয়ুর্বেদ হল একটি চিকিৎসা পদ্ধতিমাত্র। কিন্তু, জীবনকে কিভাবে উপভোগ্য করে তোলা যায়, তার শিক্ষাও আমরা পেয়ে থাকি আয়ুর্বেদ থেকেই। বিষয়টির একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার সবচেয়ে ভালো গাড়িটি হয়তো আপনি কিনতে আগ্রহী। সেই গাড়ির সঙ্গে তার সঠিক ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে একটি ম্যানুয়াল বুকও আপনার হাতে চলে আসবে। সেটি পা আপনাকে জানতে হবে যে গাড়ি চালানোর জন্য ঠিক কি ধরনের জ্বালানির প্রয়োজন, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কখন এবং কিভাবে উপযুক্ত সার্ভিসিং-এর ব্যবস্থা করা দরকার সে সম্পর্কে। ডিজেল ইঞ্জিন-চালিত গাড়িতে যদি পেট্রোল ভরা হয় তাহলে বিপত্তি তো ঘটবেই। কিংবা ধরুন, আপনি যখন একটি কম্পিউটারে বসে কাজ করছেন তখন তার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের কাজ ঠিকমতো হওয়া উচিত। আমরা যখন কোনও যন্ত্রের সামনে বসে কাজ করি তখন আমাদের নিজেদের শরীরের দিকে লক্ষ্য দিই না। কিন্তু কি ধরনের খাবার আমাদের খাওয়া উচিত, কাজের রুটিন আমরা কিভাবে তৈরি করব বা মেনে চলব কিংবা কোন কোন বিষয়গুলি আপাতত এ।য়ে চলা প্রয়োজন তা আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে এবং শিখতে হবে। সেই হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মতোই আয়ুর্বেদ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে শরীর আর মন দুইয়েরই একসঙ্গে সুস্থ থাকা জরুরি এবং দুইয়ের মধ্যে যেন কোনরকম বিরোধ না ঘটে। বর্তমান যুগে ঘুমের সঠিক সময় সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহু বিতর্ক ও আলোচনা চলছে। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে বহু শতাব্দী আগেই মহর্ষি চরকের মতো আচার্যরা এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। আর আয়ুর্বেদের এটাই হল সবচেয়ে ব। গুণ।বন্ধুগণ, আমাদের দেশে একটি প্রবাদ বাক্য চালু রয়েছে - ' পরমার্থ সাধনম'। অর্থা, স্বাস্থ্য হল এমন একটি বিষয় যা অসম্ভবকে সম্ভব করে আমাদের আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের ব্যক্তি জীবনে এই মন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেও তার সঠিক প্রয়োগ প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে আয়ুষ হল অনন্ত সম্ভাবনার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। আয়ুর্বেদিক ভেষজের উৎপাদনই হোক কিংবা আয়ুষ ওষুধের উৎপাদন অথবা তার ডিজিটাল পরিষেবা, আয়ুষ স্টার্ট-আপগুলির ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা এখন অফুরন্ত।ভাই ও বোনেরা,আয়ুষ শিল্পের সবচেয়ে বড় শক্তি হল এই যে, প্রত্যেকের জন্যই পৃথক পৃথক সুযোগ-সুবিধার দ্বার সেখানে উন্মুক্ত। ৪০ হাজারের মতো ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অণু শিল্প এবং সেইসঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি আয়ুষ সম্পর্কিত নানা ধরনের উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে যা স্থানীয়ভাবে অর্থনীতিকে বিশেষভাবে মজবুত করে তুলতে সাহায্য করে। প্রায় আট বছর আগে দেশের আয়ুষ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২০ হাজার কোটি টাকার মতো। কিন্তু বর্তমানে তা পৌঁছে গেছে প্রায় দে। লক্ষ কোটি টাকায়। অর্থাৎ, গত ৭-৮ বছরে বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে সাতগুণ। আয়ুষ বর্তমানে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বড় ধরনের শিল্প ও অর্থনীতি হয়ে উঠতে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ব বাজারে তার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে। আপনারা হয়তো জানেন যে সারা বিশ্বে ভেষজ ওষুধ ও মশলাপাতির বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকার মতো। চিরাচরিত চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত এই ওষুধের উৎপাদন ও বিপণন ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাই, এর সুযোগ ও সম্ভাবনার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার প্রয়োজন বলেই আমি মনে করি। গ্রামীণ অর্থনীতিতে কৃষি ব্যবস্থার একটি নতুন ক্ষেত্র গড়ে উঠতে চলেছে যা থেকে আমাদের কৃষক বন্ধুরা ভালো দাম পেতে পারেন। এই ক্ষেত্রটিতেই আবার দেশের যুব সমাজের জন্য লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পথ আজ সুপ্রশস্ত।বন্ধুগণ,আয়ুর্বেদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আয়ুর্বেদ ও যোগ পর্যটন। গোয়ার মতো একটি পর্যটন কেন্দ্রে আয়ুর্বেদ এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসারের মাধ্যমে পর্যটনকে এক নতুন মাত্রায় উন্নীত করা সম্ভব। এই লক্ষ্যে গোয়ায় ' ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ' প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বন্ধুগণ,ভারত বর্তমানে বিশ্বের সামনে ভবিষ্যতের আরও একটি লক্ষ্যকেও তুলে ধরেছে, তা হল ' অভিন্ন পৃথিবী, একই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা'। এর অর্থ হল, স্বাস্থ্য সম্পর্কে এক বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। জলচর প্রাণী, বন্যপ্রাণী এবং মানবজাতি ও গাছপালা স্বাস্থ্যের দিক থেকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তাই, তাদের বিচ্ছিন্নভাবে দেখা কখনই উচিত নয়। কারণ, তাদের সবক'টিকে নিয়েই একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে পারে। ভারতের ঐতিহ্য ও জীবনশৈলীর যে ব্যাখ্যা আমরা আয়ুর্বেদ চর্চার মধ্য দিয়ে পেতে পারি, তাই হল এক অর্থে আয়ুর্বেদের এক সার্বিক জীবন দর্শন। গোয়ায় আয়োজিত বিশ্ব স্বাস্থ্য কংগ্রেসে আয়ুর্বেদের এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য আলোচ্যসূচিতে রয়েছে বলেই আমি মনে করি। আয়ুর্বেদ এবং আয়ুষকে আমরা সার্বিকভাবে আরও কিভাবে উন্নত করে তুলতে পারি সেই লক্ষ্যে একটি রোডম্যাপও প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টা যে নিশ্চিতভাবেই সফল হয়ে উঠবে, সে সম্পর্কে আমি আশাবাদী। এই বিশ্বাস নিয়ে এবং আপনাদের সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। একইসঙ্গে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল আয়ুষ ও আয়ুর্বেদের প্রসার ও উন্নয়নে।

ঋণের মামলায় ভিডিওকন গ্রুপের চেয়ারম্যান বেণুগোপাল ধূতের আবেদন খারিজ

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি ঃ ভিডিওকন-আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ঋণের মামলায় সিবিআইয়ের গ্রেফতাররকে চ্যালেঞ্জ করে ভিডিওকন গ্রুপের চেয়ারম্যান ভেনুগোপাল ধূতের দায়ের করা আবেদন গত বৃহস্পতিবার খারিজ করল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) এর বিশেষ আদালত। গত বছরের ২৬ ডিসেম্বর মুম্বই থেকে ধূতকে গ্রেফতার করা হয়। এরআগে এই মামলার ২৩ ডিসেম্বর সিবিআই চন্দা কোচার ও দীপক কোচারকে গ্রেফতার করেছিল।এর আগে গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর সিবিআই-এর বিশেষ আদালত আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক-ভিডিওকন ঋণ জালিয়াতির মামলায় তিন অভিযুক্ত - চন্দা কোচার, দীপক কোচার এবং ভেনুগোপাল ধূতকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠিয়েছিল।সিবিআই গত সোমবার আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সহ-অভিযুক্ত চন্দ, দীপক এবং ভিডিওকন গ্রুপের চেয়ারম্যান ভেনুগোপাল ধূতের তিন দিনের হেফাজত পেয়েও ২৯ ডিসেম্বর আরও দুই দিনের জন্য বাড়ানো হয়েছিল।প্রসঙ্গত, ২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ভিডিওকন গ্রুপকে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক থেকে ১,৮৭৫

দেশ প্রবাসী ভারতীয়দের ভালোবাসে এবং তাদের কৃতিত্বের জন্য গর্বিতঃঅনুরাগ ঠাকুর

ইন্দোর, ৮ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যতের ধারণা দিয়েছেন। সমগ্র দেশ প্রবাসী ভারতীয়দের ভালবাসে এবং সম্মান করে এবং তাদের কৃতিত্বের জন্য গর্বিত। রবিবার ইন্দোরে যুব প্রবাসী ভারতীয় দিবসের উদ্বোধনী অধিবেশনে একথা বললেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেন, যারা ২০০ বছর ধরে আমাদের শাসন করেছে, তাদের হারিয়ে আমরা বিশ্বের পাঁচটি বৃহত্তম অর্থনীতিতে পৌঁছেছি। ভারতীয় যুবকরা ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ রাষ্ট্রতে

পরিণত করেছে।এদিন তিনি প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলন আয়োজনে সম্মতি ও সহযোগিতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, তরুণ প্রবাসীরা তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে, কিন্তু তাদের হৃদয়ে দেশ বাস করে।সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী ড. জয়শঙ্কর বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য 'হামারা তো খুন কা রিশতা হ্যায়-পাসপোর্ট কা না' প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনের ধারণাকে শক্তিশালী করেছে। আমরা প্রতি ২ বছর পর একটি পরিবার হিসাবে দেখা করি। স্বাধীনতার স্বর্ণযুগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে আসুন স্বাধীনতার ১০০ বছর অর্থা ২০৪৭ সাল পর্যন্ত রোড ম্যাপ তৈরি করা যাক।কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী রাজ্যে প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনকে সর্বোত্তম শুভেচ্ছা ও সর্বোত্তম আতিথেয়তার সাথে স্বাগত জানানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী চৌহানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভারতে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রবাসী রয়েছে। করোনার সময় ভারত ভ্যাকসিন ফ্রেন্ডশিপ এবং বন্দে ভারত মিশনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে সম্ভাব বিস্তার করেছে। দেশে ইতিবাচক পরিবেশ বিরাজ করছে।

কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি-র

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারিঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় রবিবার পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠীর মৃত্যুতে গভীর দু ঃখ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি স্বল্প মেয়াদের জন্য বিহার, মেঘালয় এবং মিজোরামের রাজ্যপালের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।এদিন রাষ্ট্রপতি মুর্মু এক টুইট বার্তায় বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল এবং উত্তরপ্রদেশের প্রবীণ নেতা কেশরী নাথ ত্রিপাঠির মৃত্যুতে জেনে দু ঃখিত। তিনি একজন মহান আইনজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁর জনসেবার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।অন্যদিকে উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ। এক টুইট বার্তায় বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠীর মৃত্যুর খবর পেয়ে দু ঃখিত। তিনি সর্বদা তাঁর বৃত্তির জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, যা সর্বোত্তম স্তরের প্রতিশ্রুতি এবং জনসেবার জন্য উৎসর্গের উদাহরণ। তাঁর পরিবার এবং ভক্তদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা।

ইন্দোরে শুরু হচ্ছে প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন

ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ), ৮ জানুয়ারি ঃ তিন দিনব্যাপী ১৭তম 'প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন' রবিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শুরু হয়েছে। এবারের সম্মেলনের থিম হল 'প্রবাসীঃঅমৃতকালের যুগে ভারতের অগ্রগতির জন্য নির্ভরযোগ্য অংশীদার'। সম্মেলনে ৭০টি দেশের সাড়ে তিন হাজারের বেশি প্রবাসী অংশ নিয়েছেন।বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এই অনুষ্ঠানে বলেন, এটি এমন একটি যুগ যেখানে আমরা আমাদের সম্ভাবনা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই। বিশ্বে ভারতে প্রবাসীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ভারতীয়দের মধ্যে যা সবচেয়ে অনন্য তা হল বিদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের বন্ধন বজায় রাখতে সক্ষম।সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রবাসী অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, ভারতীয়রা তাদের প্রতিভার ভিত্তিতে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা প্রমাণ করেছে। অনেক জায়গায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে যদি কোনো ভারতীয় .না থাকলে কোম্পানিগুলোর কাজ বন্ধ হয়ে যেত। ডেভেলপমেন্ট ল্যাব থেকে শুরু করে বোর্ড রুম পর্যন্ত গুগল, অ্যাপল, মাইক্রোসফট, অ্যাডোবি, আইবিএম, মাস্টারকার্ডের মতো কোম্পানিতে ভারতীয়দের উপস্থিত, তারই প্রমাণ করে।

উত্তরাখণ্ডঃজোশীমঠ ভূমিধসের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে তথ্য নিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

দেহরাদুন, ৮ জানুয়ারি ঃ উত্তরাখণ্ডের জোশিমঠ ভূমিধসে শহরটিকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীকে সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।রবিবার মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এ তথ্য জানান। এ সময় মুখ্যমন্ত্রী জানান, জোশীমঠ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জোশীমঠে ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানের প্রতিটি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নেন।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে জোশীমঠকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে। সেখানে জনগণকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য কী কাজ করা হচ্ছে এবং তারা কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ক্যাম্পে বসবাসরত মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার খবর নেন। এর পাশাপাশি ফাটল নিয়েও আলোচনা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতার কথাও বলেছেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘটনার দিন থেকেই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তথ্য নেওয়া হচ্ছে। তিনি জোশীমঠে ফাটলের কারণে ক্ষতির তথ্য এবং পরিবারগুলির পুনর্বাসনের মূল্যায়ন চেয়েছেন। এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জোশীমঠের ঘটনার পর পাহাড়ে চলাচলকারী সিটি বাসের নিরাপত্তা নিয়ে সরকার চিন্তা করছে।

তুনিশা মৃত্যু মামলায় ফের জামিন অধরা শিজানের

মুম্বই, ৮জানুয়ারিঃআরও দু-দিন থানে সেন্ট্রাল জেলের কুঠুরিতেই থাকতে হবে অভিনেতা শিজান খানকে। গত ২৪ ডিসেম্বর 'আলিবাবা-দাস্তান-এ-কবুল' এর'- সেটে অভিনেত্রী তুনিশ শর্মার আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে ছিল মায়ানগরীতে। পরদিনই অভিনেত্রীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন প্রাক্তন প্রেমিক তথা সহ-অভিনেতা শিজান খান। শনিবার ভাসি কোর্টের তরফে শিজান খানের জামিনের আর্জির শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হয় আগামী ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। ২০ বছর বয়সী তুনিশাকে আত্মহত্যায় প্ররোচণা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে শিজানের বিরুদ্ধে।অন্যদিকে, শিজানের আইনজীবীর দাবি, পুলিশের নিষ্ক্রতার জেরে 'নির্দোষ শিজান ও তাঁর পরিবার চরম ভোগান্তির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যদিও বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রয়েছে, বলে জানান তিনি। শিজানের গ্রেফতার ' অনৈতিক এবং বেআইনি' ফের দাবি করেন অভিযুক্তর আইনজীবী।অন্যদিকে, পুলিশ জানিয়েছে, শিজানের সঙ্গে তাঁর 'সিক্রেট গার্লফ্রেন্ড'-এর মুছে ফেলা চ্যাট ইতিমধ্যেই উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বহু মেয়ের সঙ্গেই ফোনে কথা হত শিজানের।

'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পকে কেন্দ্রের বিশেষ সম্মান, টুইট উচ্ছ্বসিত অভিষেকের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা পথ দেখাচ্ছে। কেন্দ্র সরকারের দেওয়া প্ল্যাটিনাম ডিজিটাল পুরস্কারে সম্মানিত রাজ্য সরকারের ' দুয়ারে সরকার' প্রকল্প । নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে রাজ্যের হাতে এই পুরস্কার তুলে দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু । দুয়ারে সরকারের মুকুটে নয়া পালক যুক্ত হতেই টুইটে এভাবেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।এদিন টুইটেউচ্ছ্বসিত অভিষেক লিখেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলা পথ দেখাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুয়ারে সরকার প্রকল্প আজ ডিজিটাল ইন্ডিয়া ২০২২ সম্মানের প্ল্যাটিনাম পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের হাতে এই পুরস্কার তুলে দিয়েছেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

হীরা বেনের অস্থিভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন

হরিদ্বার, ৮ জানুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাই পঙ্কজ মোদী প্রয়াত মা হীরা বেনের অস্থিভস্মের কলস নিয়ে গত শনিবার উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে পৌঁছে পূর্ণ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সাথে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে মোক্ষদায়িনী গঙ্গায় মায়ের অস্থিভস্ম বিসর্জন করেন।পুরোহিত প্রয়াত হীরা বেনের অস্থি বিসর্জনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। পঙ্কজ মোদী এদিন দুপুরে ভিআইপি ঘাটে পৌঁছে সম্পূর্ণ আচার এবং মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁর মায়ের ভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন করেন। অস্থি বিসর্জনের পর প্রচণ্ড ঠান্ডা সত্ত্বেও গঙ্গায় স্নান করেন পঙ্কজ মোদী। অস্থি বিসর্জনের অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসেন পঙ্কজ মোদী।হরিদ্বারে পঙ্কজ মোদীর আসার খবর বিজেপির কোনও নেতা বা মন্ত্রীকে দেওয়া হয়নি, না পুলিশ বা প্রশাসনকে, যার কারণে হরিদ্বার গঙ্গা ঘাটে কোনও ঝগড়া বা প্রটোকল দেখা যায়নি।

তিনদিন ব্যাপী অসমী মেলা

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ জানুয়ারিঃ করিমগঞ্জে আগামী মঙ্গলবার থেকে তিনদিন ব্যাপী অসমী মেলা অনুষ্ঠিত হবে। করিমগঞ্জের জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার প্রকল্প অধিকর্তা জানিয়েছেন, অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনস্থ করিমগঞ্জ জেলার আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের উপাদিত সামগ্রীর প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং সামগ্রীর প্রচার করতে ১০, ১১ এবং ১২ জানুয়ারি তিনদিন ব্যাপী করিমগঞ্জ

হিঙ্গোলিতে মৃদু ভূমিকম্প

মুম্বই, ৮ জানুয়ারিঃ রবিবার ভোরে হিঙ্গোলি জেলায় ভূমিকম্পের মৃদু কম্পন অনুভূত হয়। জেলার ১৬ থেকে ১৮টি গ্রামে মৃদু কম্পনের খবর পাওয়া গেছে। এই তথ্য জানিয়েছে জেলা প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগ। এছাড়াও, ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি অনুসারে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ৩.৬ বলা হয়েছে।এদিন ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ সোলা থেকে আথারা গ্রামের আশেপাশে হিঙ্গোলি জেলার বাসমত, আউন্ধা এবং কালামানুরি

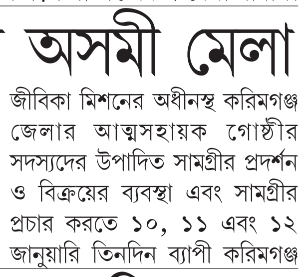

তালুকের এলাকায় ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়। ভোর সাড়ে ৪টার দিকে বসমত তালুকের ওয়াপাটি, কুপ্তি, পাংরা শিন্ডে, কালামানুরি তালুক, বোলদা, আউন্ধা তালুক, পিম্পলদারি, জালালদাভা, দুধলা প্রভৃতি গ্রামে ভূমিকম্পের খবর দিয়েছে প্রশাসন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৯জানুয়ারি ঃসোমববার, ২৪পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৯জানুয়রিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৪ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২৪ পৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ পৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হতেপারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২১.০৬ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১১.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে৯২শতকরা এবং ৪৮শতকরা। বৃষ্টিহওয়ার রবিবার। জোয়ার-সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট।ভাটা-সকাল-১১টা২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজও ৬ টা ১৭মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজও ৫ টা -০৫মিনিটের মধ্যে হবেই আজকের দিনে আবহাওয়া।

রাশিফল

মেষ রাশিঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আর্থিক লেনদেন অবিচ্ছিন্নভাবে সারা দিন চলবে
বৃষ রাশিঃআপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। আজকে করা বিনিয়োগ আপনার সমৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলবে। শুভ
মিথুন রাশিঃসংসারে শান্তি বিরাজ করতে পারে। বিবাহের যোগ রবে
কর্কট রাশিঃআপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আর্থিক লেনদেন অবিচ্ছিন্নভাবে সারা দিন চলবে
সিংহ রাশিঃআপনার ঝগড়াটে ব্যবহার জন্য আপনার শত্রুর তালিকা বৃদ্ধি পাবে। শুভদিনরবে
কন্যা রাশিঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চায় লেগে থাকুন। শুভ
তুলা রাশিঃবিশেষ করে খোলা খাবার খাওয়ার সময় বিশেষ সাবধানতা নেওয়া উচিত। কিন্তু অহেতুক চাপ নেবেন না যেহেতু এটি কেবলমাত্র আপনাকে মানসিক উত্তেজনা দেবে আজ
বৃশ্চিক রাশিঃস্বাস্থ্য ভালো যাবে।সংসারে শান্তি বিরাজ করতে পারে।
ধনু রাশিঃযদি আপনি যথেষ্ট বিশ্রাম না নেন তাহলে আপনার অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ এবং অতিরিক্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হবে।শুভদিন
মকর রাশিঃস্ত্রীর স্বাস্থ্যের সঠিক দেখভাল এবং নজরের প্রয়োজন। যদিও আজ আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকবে। আর্থিক সংকট হবেই না
কুম্ভ রাশিঃআজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা।
মীন রাশিঃআপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। এটি ভালভাবে বোঝা উচিত যে শোকের মুহূর্তে, আপনার জমে থাকা সম্পদ

হাওড়ায় দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি উপলক্ষে সাংবাদিক বৈঠক করলেন মন্ত্রী অরূপ রায় ও মনোজ তিওয়ারি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জানুয়ারি ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ সারা রাজ্যে করেছেন তার ফল আমরা নির্বাচনে পেয়েছি। এখন আমরা মানুষের কাছে বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে যাব এই দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিকে সামনে রেখে। সেই লক্ষ্যমাত্রা দল থেকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। আমরা দলের নির্দেশেই সেই কাজ করব। রবিবার সকালে হাওড়ার মন্দিরতলায় দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে রাজ্যের সমবায়. মন্ত্রী তথা মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অরূপ রায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন। উত্তর বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর সাম্প্রতিক মন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে অরূপ রায় বলেন, গৌতম চৌধুরীর কথার সঙ্গে আমরা একমত নই। উনি যে কথা বলেছেন সেটা কখনোই সঠিক নয়। তৃণমূল কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক দল। তার একটা নীতি আদর্শ আছে। তা নিয়েই আমরা দল করছি। ১৯৯৮ সালে আমরা জাতীয় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের সভানেত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি ছিলেন সুব্রত বক্সী। পরে আমরা জাতীয় নির্বাচন কমিশন থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের স্বীকৃতি পেয়েছি। আমাদের দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন আছে। যুব, মহিলা, ছাত্র, শ্রমিক, সংখ্যালঘু, এসসি, এসটি, ওবিসি, জয়হিন্দ, বঙ্গজননী প্রমুখ আমাদের বিভিন্ন সংগঠন আছে। যা বুথ, ব্লক, অঞ্চল স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করি। আমরা দক্ষিণপন্থী মনোভাবে বিশ্বাস করি। সুতরাং ওনার কথার সঙ্গে আমরা একমত নই। আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়ে শনিবার শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল যে অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে অরূপ রায় বলেন, আবাস যোজনায় যদি কোনও অনিয়ম হয়ে থাকে তাহলে দল নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে। কালীপদবাবু নিশ্চয়ই কোনও জায়গা থেকে অভিযোগ পেয়েছেন তাই উনি বলেছেন। তবে আমার কাছে এসডিও, ডিএম বা কারও বিরুদ্ধেই কোনও অভিযোগ নেই। সুতরাং কালীপদবাবু যদি কোনও অভিযোগ পেয়ে থাকেন বিডিও'র বিরুদ্ধে উনি দলের কাছে সেটা জানাবেন। রাজ্য সরকারের কাছে সেটা জানাবেন। রাজ্য সরকার

নিশ্চয়ই সেই ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবে। কিভাবে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি বাড়িতে বাড়িতে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে তারও বিশদ ব্যাখ্যা এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে করেন অরূপবাবু। এদিনের দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে অংশ নিয়েছিলেন বিভিন্ন শাখা সংগঠনের মধ্য হাওড়ার নেতৃবৃন্দ। অন্যদিকে, এদিনই হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে কদমতলা বাজারে দলীয় কার্যালয়ে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে যোগ দেন রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী তথা ওই কেন্দ্রের বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি। তিনি বলেন, সারা বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে। অথচ বিজেপির মতো কিছু রাজনৈতিক দল তারা এই উন্নয়ন সহ্য করতে পারছে না। তারা তাই নানাভাবে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে অপদস্ত করছে। তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করছে। তাই এই বিজেপির মতো দলের নজর থেকে বাঁচতে আমাদের দলের এই সুরক্ষা কবচ তো লাগবেই। আমরা সাধারণ মানুষের পাশে আছি। সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই সমস্ত প্রকল্প আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। তার জন্যই দিদির সুরক্ষা কবচ এই কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। শিবপুর কেন্দ্রেও আমি যতটা সময় পাবো মানুষের বাড়িতে গিয়ে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করব। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে গৌতম চৌধুরীর বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে মনোজ তিওয়ারি বলেন, বিজেপির হয়ে প্রচার করে এমন কিছু সংবাদমাধ্যমের এটাই কাজ। তাদের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন কথার ভুল খুঁত খুঁজে বের করা। আসলে গৌতম চৌধুরী এভাবে দলকে নিয়ে কিছু বলতে চাননি। উনি যেটা আসলে বলতে চেয়েছিলেন সেটা বলতে না পেরে ভুল করে অন্য উদাহরণ দিয়ে ফেলেছেন। সেটাই বিজেপি'র কিছু মিডিয়া হাউস প্রচার করছে বলে এদিন মনোজ দাবি করেন।

তৃণমূল কর্মীকে 'খুন', অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জানুয়ারি ঃ পুকুর থেকে তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল আমতায়। শনিবার রাত থেকে নিখোঁজ থাকার পর রবিবার সকালে পুকুর থেকে তৃণমূল কর্মীর দেহ উদ্ধার হয়। পরিবার ও সমর্থকদের অভিযোগ, সিপিএম এবং বিজেপিআশ্রিত দুস্কৃতীরা তৃণমূল কর্মীকে খুন করেছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে আমতা রানিহাটি রোডে টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তৃণমূল কর্মীরা। বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে। নিহত তৃণমূল কর্মীর নাম লাল্টু মিদ্দে (৩৮)। এলাকায় সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। শনিবার বাড়ি ফিরে গাড়ি রেখে আবার বের হন লাল্টু। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে বন্ধুর সঙ্গে আগুন পোহাচ্ছিলেন তিনি। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়া পরও বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তাঁর খোঁজ শুরু করে। রাত কেটে গেলেও তৃণমূল কর্মীর খোঁজ মেলেনি। রবিবার সকালে বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরে একটি পুকুর থেকে লাল্টু মিদ্দের দেহ উদ্ধার হয়। এরপর উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়।

৩১ তম রিষড়া মেলার উদ্বোধন করলেন সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি

বনস্পতি দে, রিষড়া, ৮ জানুয়ারি ঃ প্রদীপ জ্বালিয়ে ৩১ তম রিষড়া মেলা উদ্বোধন করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ শ্রী কল্যাণ ব্যানার্জি, সম্মানীয় অতিথি ছিলেন বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়, সভাপতি শ্রী বিজয় সাগর মিশ্রা পৌর প্রধান রিষড়া পৌরসভা। উপ পৌর প্রধান জনাব জাহিদ হাসান খান প্রমুখ ও বিশিষ্টজনেরা। রিষড়া স্টেশন সংলগ্ন মৈত্রী পথ ময়দানে মূল ভাবনা শান্তি সৌভ্রাতৃত্ব ও সংহতি মূল প্রবেশদ্বার রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম সার্ধ দ্বিশত বর্ষ স্মরণে। মূল সংস্কৃতিক মঞ্চ লতা মঙ্গেশকার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র স্মরণে। মেলা কার্যালয়.

সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শত বর্ষ স্মরণে। পৌর প্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা বলেন মেলায় থাকছে আকর্ষণীয় দামে নানাবিধ পণ্যের পসরা, শিশু-কিশোরদের জন্য বিনোদনের উপকরণ, হরেক রকম খাবার, আকর্ষণীয় প্রদর্শনী প্রতিদিন আলোচনা সভা সহ প্রখ্যাত শিল্পীদের মনজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলায় প্রবেশের জন্য সাধারণ ফি চার্জ করা হয়, মেলায় ৩০০ টি স্টল রয়েছে। ৫ থেকে ৫০ লাখ টাকার আইটেম পাওয়া যাবে। শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে ।মেলা কমপ্লেক্স ওয়াইফাই ফ্রি জোন করা হয়। কলিং প্রোগ্রাম এর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে রিষড়ার বাসিন্দারা তাদের জন প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করে যে কোন বিষয়ে তথ্য পেতে এবং তাদের পরামর্শ দিতে পারে। মেলা চলাকালে কবিতা আবৃত্তি, মুশায়রা, কাওয়ালী গানের অনুষ্ঠানসহ দেশের স্বর্ণামধন্য শিল্পীরা অংশ নিচ্ছে। বাংলা জগতের বিখ্যাত শিল্পী লোপামুদ্রা ২১ টি ভাষায় গান গাওয়া মুম্বাইয়ের শিল্পী কল্পনা পাটোয়ারী থাকছেন। ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান খান, পৌরসভার কাউন্সিলর উষা দেবী সাউ, মনোজ সাউ প্রমুখ ও সকল বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

আজ হাওড়া দাশনগর আলামোহনদাস ইন্ডোর স্টেডিয়ামে খেলো ইন্ডিয়া ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় মাননীয় ডেপুটি পুলিশ কমিশনার আইপিএস প্রশান্ত কুমার চৌধুরি মহাশয়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হয়।

স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতির অপসারণ চাইলো সাংসদ সহ অভিভাবকরা দক্ষিন বারাসাতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৮ জানুয়ারি ঃ স্কুল সভাপতির অপসারণ দাবি উঠলো জয়নগরের দক্ষিণ বারাশত শিবদাস আচার্য্য হাই স্কুলের।এই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতির অপসারণ চেয়ে এলাকায় পোস্টার মারলেন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও অভিভাবকদের একাংশ। সম্প্রতি দক্ষিণ বারাশতের বিভিন্ন জায়গায় এই ফ্লেক্স পোস্টার দেখা যায়। অভিযোগ, অন্য একটি স্কুলে কর্মরত হয়েও নিয়মবিরুদ্ধ ভাবে এই স্কুলে পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে রয়েছেন দীপককুমার হালদার নামে ওই ব্যক্তি। সভাপতি পদে তাঁকে সমর্থন করার জন্য প্রধান শিক্ষককেও বদলির দাবি তোলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক দেবদীপ ভট্টাচার্য্য বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওঁকে নিয়োগ করেছেন। এখানে আমার কোনও ভূমিকা নেই। আর এ ব্যাপারে স্কুলের সভাপতি দীপক হালদার বলেন, আমি চাকরি লুকিয়ে সভাপতির দায়িত্ব নিইনি। যদি আইনবিরুদ্ধ হয়, কর্তৃপক্ষ যা সিদ্ধান্ত নেবেন, মেনে নেব।শুক্রবার থেকে এই স্কুলের

৭৫ তম বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রে স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের নাম না রাখা নিয়ে পোস্টারে প্রতিবাদ জানিয়েছেন প্রাক্তন ছাত্ররা। প্রধান শিক্ষক বলেন, বিধায়ক নিজেই নাম দিতে বারণ করেছেন। সাংসদকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।তবে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে দেখা যায় নি স্থানীয় সাংসদ প্রতিমা মন্ডলকে।এব্যাপারে রবিবার সাংসদ

তৃনমূল কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য আমতায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জানুয়ারি ঃ প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আমতা রানিহাটির রাজ্য সড়কের উপর টাওয়ার জ্বালিযে. অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে স্থানীয় গ্রামবাসীরা। জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম লালটু মিদ্দে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে লালটু মিদ্দে কে। তাদের আরোও অভিযোগ এই খুনের পিছনে সি পি আই এম ও বিজেপি জড়িত আছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন আমতা থানার পুলিশ, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেড়িয়া হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং এবিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে আমতা থানার পুলিশ। কাউকে অবশ্য পুলিস এখনও ধরতে পারে নি।

লেকটাউনের কাছে বিএসএফের গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত জওয়ান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি ঃ লেকটাউনের কাছে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বিএসএফের গাড়ি। তাতে ২ জওয়ানের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে ভিআইপি রোডের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি ট্যাক্সিকে ধাক্কা দেয় বিএসএফের গাড়িটি। ট্যাক্সিতে থাকার ৩ যাত্রীও আহত হয়েছেন বলে খবর। জখম পাঁচ জনকেই চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। লেকটাউন ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ ভিআইপি রোডের উপর লেকটাউন মোড়ের কাছে একটি যাত্রীবাহী ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। ইউ টার্ন নেওয়ার জন্য সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিল ট্যাক্সিটি। এমন সময়ে পিছন থেকে একটি বিএসএফের গাড়ি এসে ট্যাক্সিতে ধাক্কা দেয় বলে অভিযোগ।

আগামী পঞ্চায়েতে হাওড়ায় সব আসনে জয়ের ডাক কল্যাণের

দুরন্ত বার্তা, ডোমজুড়, ৮ জানুয়ারি ঃ আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাওড়ার সব আসনে দলকে জয়ী করার ডাক দিলেন ডোমজুড়ের বিধায়ক তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্যাণ ঘোষ। রবিবার বিকেলে হাওড়া ডোমজুড় কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। ওই সভায় কল্যাণ ঘোষ বলেন, হাওড়ায়.আমরা সব আসনে জয়ী হব। শুধু তাই নয়, আগের লোকসভায় যা ভোট পেয়েছিলাম তার থেকে বেশি ভোট পেযে.আমরা মমতাকে ২০২৪এ দিল্লির মসনদে পাঠাবো। এদিন তিনি বলেন, মমতা বঃদ্যোপাধ্যাযের নেতৃত্বে অভিষেক বঃদ্যোপাধ্যাযের সেনাপতিত্বে আমরা পঞ্চাযেত নির্বাচনে লড়াই করব এবং আমাদের জয.হবেই। বিরোধীরা যদি সব আসনে প্রার্থী দিতে না পারে তাতে আমাদের কিছু করার নেই। দিল্লি থেকে যত পর্যবেক্ষকই রাজ্যে আসুক বাংলায়.মানুষ আমাদেরই আশীর্বাদ করবেন।

বগির কাপলিং খুলে বিপত্তি। বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ালো ইস্পাত এক্সপ্রেস

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জানুয়ারি ঃ বগির কাপলিং খুলে বিপত্তি। বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ালো ইস্পাত এক্সপ্রেস। বিঘ্ন হলো ট্রেন চলাচলেও। ঘটনার তদন্তে নেমেছে রেল। রবিবার সকালে হাওড়া ছাড়ার পর ইস্পাত এক্সপ্রেসের বগির কাপলিং খুলে যায়। বগি থেকে কিছুটা এগিয়ে যায় ইঞ্জিন। সেসময় ট্রেনের গতি কম থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়। জানা গেছে, ওড়িশাগামী ইস্পাত এক্সপ্রেস রবিবার সকাল ৮টা ৪৩ মিনিট নাগাদ হাওড়া ছাড়ে। এরপর ট্রেনটি হাওড়ার বাকসাড়া গেট পেরানোর সময.আচমকাই ৩ ও ৪ নম্বর বগির মাঝের কাপলিং খুলে যায়। ফলে ওই ট্রেনটির ইঞ্জিন ট্রেনের মাত্র দুটি কামরা নিযে.বেরিযে.যায়। বাকি কামরা লাইনের ওপরেই দাঁড়িযে.পড়ে। ঘটনার সময় ট্রেনের গতি কম

থাকায. কোনও বড়ো বিপদ ঘটেনি। গতি বেশি থাকলে বাকি কামরাগুলি লাইনের বাইরে উল্টে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এদিন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সকাল ৯টা ৫ নাগাদ। এরপরে ট্রেনের বাকি কামরাগুলিকে সাঁতরাগাছি স্টেশনে টেনে আনা হয। নতুন বগি এনে জোড়ার কাজ শুরু হয় এরপর। এদিকে, দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। কেন এই দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে রেল। এদিকে, ঘটনার পর ট্রেনটিকে হাওড়ার সাঁতরাগাছি স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ওই বগি পরীক্ষা করে দেখা হয়। এদিনের ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। ঘটনার জেরে ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হয়। পরে পুরনো কোচ পালটে নয়া কোচ দেওয়া হয়। এরপর হাওড়াতিতলাগড় ইস্পাত এক্সপ্রেস সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে ফের রওনা হয়। ওই ঘটনায় কাদের গাফিলতি ছিল, এমনকি রক্ষণাবেক্ষণের গাফিলতি ছিল কিনা, সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব দেয় ঃ জো বাইডেন

শ্যামল সান্যাল ঢাকা, বাংলাদেশ, ৮ জানুয়ারি ঃ ২০২৩ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, তার দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের স্থায়ী অংশীদারিত্বের সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়। ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তিনি একটি 'উল্লেখযোগ্য ঘটনা' বলে অভিহিত করেছেন।ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসে যুক্তরাষ্ট্রে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরানের পরিচয়পত্র গ্রহণের সময় তিনি এ কথা বলেন। ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্কের ৫০ তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাইডেন ঢাকার সাথে তাদের স্থায়ী অংশীদারিত্বকে স্বাগত জানান। আজ ৮ জানুয়ারি রবিবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান এক বার্তায় এ খবর জানান । মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়পত্র পেশ করার সময় রাষ্ট্রদূত ইমরান তাকে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা জানান।বাইডেন রাষ্ট্রদূত ইমরানকে বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবিক, শরণার্থী, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা,সন্ত্রাস দমন, সামুদ্রিক এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, বাংলাদেশ তার বৃহত্তর কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে একটি আঞ্চলিক অর্থনৈতিক শক্তিতে সম্প্রসারিত করেছে, যা বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে একটি প্রধান অংশগ্রহণকারী হতে প্রস্তুত। বাইডেন বলেন, আমি আশা করি আমাদের দেশগুলো গণতান্ত্রিক শাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, শরণার্থী এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবে। আমরা আপনার সাফল্যে বিনিয়োগ করছি এবং সমস্ত বাংলাদেশিদের স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণে তাদের দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার ক্ষমতাকে সমর্থন করি। প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, তারা এই শরণার্থীদের এবং তাদের আশ্রয়দাতা সম্প্রদায়কে সহায়তা করতে এবং তাদের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে।তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এই মানবিক সংকটের টেকসই এবং কার্যকর সমাধান খুঁজতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।কোভিড-১৯ মহামারী প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন যে, কোভিড-১৯ গ্লোবাল অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় বৈশ্বিক মহামারী মোকাবেলায় বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করতে পেরে যুক্তরাষ্ট্র গর্বিত।বাইডেন বলেণ, আমরা সামনের মাস এবং বছরগুলিতে আমাদের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব প্রসারিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে বাইডেন বলেন, তার প্রশাসন দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের জন্য রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।রাষ্ট্রদূতকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেন, 'আমার প্রশাসন আমাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করার জন্য আপনার সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ, কারণ আমরা সামনের সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করব। আপনাকে ওয়াশিংটনে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত।'বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। করোনভাইরাস মহামারীর পরে এই প্রথমবারের মতো হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্প্রতি সদ্য নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের ব্যক্তিগত পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন।রাষ্ট্রদূত ইমরান ১০ জন রাষ্ট্রদূতের একটি দলের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি পরিচয়পত্র পেশ করেন। হোয়াইট হাউস থেকে ফেরার পর রাষ্ট্রদূত ইমরান বাংলাদেশ দূতাবাসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উত্তর পূর্ব রেলের বিভাগগুলির বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করছে

গোরখপুর, ০৮ জানুয়ারী ঃ উত্তর পূর্ব রেলওয়ের বৈদ্যুতিক বিভাগ ক্রমাগত শক্তি সাশ্রয়, পরিবেশ সুরক্ষা এবং রেলওয়ে বিভাগগুলির বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করছে। এই ক্রমানুসারে, ২৬ ডিসেম্বর, ২০২২-এ, বারাণসী বিভাগের হাথুয়া.পাঁচদেওরি সেকশনের (৩২ রুট কিমি) বিদ্যুতাযনের পাশাপাশি, বারাণসী বিভাগের সমস্ত রেলওয়ে সেকশনের বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। বর্তমানে, বারাণসী সার্কেলে মোট ১২৭২.৩৩ রুট কিমি। এবং ২২৫০.৭২ ট্র্যাক কিমি। রেল সেকশন বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে। ছাপড়াসিওয়ান (ডাবল লাইন), সিওয়ানথাভে (একক লাইন) এবং সিওয়ানভাটনি (ডাবল লাইন) ২০১৪-১৫ সালে বারাণসী বিভাগে, ভাটনি-গোরখপুর ক্যান্ট (ডাবল লাইন) ২০১৫-১৬, ২০১৭ সালে-১৮ বালিয়াআন্দিহার (একক লাইন), আন্দিহার-সারনাথ (ডাবল লাইন) এবং গোরখপুর ক্যান্ট-কাপ্তানগঞ্জ (একক লাইন), ২০১৮-১৯ সালে সারনাথবারাণসী সিটি (ডাবল লাইন), বারাণসী সিটিবারাণসী জংশনে। (একক লাইন), কাপ্তানগঞ্জ-বাল্মীকিনগর (একক লাইন), বারাণসী সিটিবারানসী (ডাবল লাইন), ছাপড়া-বালিয়া (একক লাইন), বারাণসীপ্রয়াগরাজ (একক লাইন), আউন্ডিহারজৌনপুর (একক লাইন), কাপ্তানগঞ্জজালালপুর (একক লাইন) একক লাইন) একক লাইন), ২০১৯-২০ সালে জালালপুরথাভে (একক লাইন), বেনারসহরদত্তপুরকাচওয়া সড়ক (ডাবল লাইন), লোহতা-বেনারস (বাই পাস), থাভেছাপড়া কাছাড়ি (একক লাইন), খয়রা-ছাপড়া গ্রামীণ (বাইপাস), কাছোযা. রোডজ্ঞানপুর রোড (ডাবল লাইন), ভাটনি-আউন্ড্রিহার (সিঙ্গেল লাইন), আউন্দ্রিহারগাজিপুর সিটি (ডাবল লাইন), দুরুন্ধামাসরাখ (সিঙ্গেল লাইন), বালিয়া-ফেফনা (ডাবল লাইন) ২০২০-২১ সালে), সালেমপুর-বারহাজ বাজার (একক লাইন), ইন্দারা-ফাফনা (একক লাইন), মৌআজমগড়-শাহগঞ্জ (একক লাইন), আউন্ডিহারধোধাডিহ (ডাবল লাইন), জ্ঞানপুর রোডহান্ডিয়া খাস (ডাবল লাইন) লাইন) ২০২১-২২ সালে।), বালিয়া-সাহাতওয়ার (ডাবল লাইন), ফেফনা-করিমউদ্দিনপুর (ডাবল লাইন), ২০২২-২৩ সালে ডোবি হাল্টমুফতিগঞ্জ (ডাবল লাইন), হান্ডিয়া খাসরামনাথপুর (ডাবল লাইন) , করিমুদ্দিনপুরগাজিপুর সিটি (ডাবল লাইন), শাহবাজকুলি-গাজিপুর সিটি (ডাবল লাইন), ফেফনা-রাসদা (ডাবল লাইন), সাথিয়ানভ-আজমগড় (ডাবল লাইন) এবং হাথুয়া-পাঁচদেওরি (একক লাইন) রেলওয়ে স্টেশন। বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। বারাণসী বিভাগের রেলপথের বিদ্যুতায়নের কাজ শেষ হলে কার্বন নিঃসরণ যথেষ্ট হ্রাস পাবে।

এই বছরের মে মাস থেকে সপ্তাহে চার দিন করে চলবে ভারতের দীর্ঘতম ট্রেন বিবেক এক্সপ্রেস

মালিগাঁও, ০৮ জানুয়ারিঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ভারতের দীর্ঘতম ট্রেন ১৫৯০৬১৫৯০৫ (ডিব্রুগড়-কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড়) বিবেক এক্সপ্রেসের চলাচল বিদ্যমান দ্বি-সাপ্তাহিক থেকে সপ্তাহে চার দিন করে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ১৫৯০৬ নং (ডিব্রুগড়কন্যাকুমারী) বিবেক এক্সপ্রেস ট্রেনটি যা এখন শনিবার ও মঙ্গলবার করে চলাচল করছে, ৭ মে, ২০২৩ তারিখ থেকে এই ট্রেনটি সপ্তাহে প্রত্যেক শনি, রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার চলাচল করবে। একইভাবে ১৫৯০৫ (কন্যাকুমারী-ডিব্রুগড়) বিবেক এক্সপ্রেস ট্রেনটি যা এখন বৃহস্পতি ও রবিবার করে চলাচল করছে, ১১ মে, ২০২৩ তারিখ থেকে এই ট্রেনটি সপ্তাহে প্রত্যেক বুধ, বৃহস্পতি, শনি ও সোমবার করে চলাচল করবে। ১৫৯০৬ নং (ডিব্রুগড়কন্যাকুমারী) বিবেক এক্সপ্রেস ট্রেনটি ডিব্রুগড় থেকে ১৯.২৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে যাত্রার চতুর্থ দিনে ২২.০০ ঘণ্টায় কন্যাকুমারী পৌঁছায়। ফেরত যাত্রার সময় ১৫৯০৫

(কন্যাকুমারীডিব্রুগড়) বিবেক এক্সপ্রেস ট্রেনটি কন্যাকুমারী থেকে ১৭.২০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে যাত্রার চতুর্থ দিনে ২০.৫০ ঘণ্টায় ডিব্রুগড় পৌঁছায়। এই ট্রেনে ০১টি এসি টু টিয়ার, ০৪টি এসি থ্রি টিয়ার, ১১টি স্লিপার ক্লাস, ০৩টি জেনারেল সিটিং, ০১টি প্যান্ট্রি কার ও ০২টি পাওয়ার কাম লাগেজ রেক সহ মোট ২২টি কোচ রয়েছে। ভারতীয় রেলওয়ের দীর্ঘতম ট্রেন ডিব্রুগড়কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য অসমের ডিব্রুগড় থেকে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের কন্যাকুমারী পর্যন্ত চলাচল করে। যাত্রার সময় ট্রেনটি ৪১৮৯ কিলোমিটার দূরত্ব ভারতের নয়টি রাজ্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। দূরত্ব ও সময়সীমার ভিত্তিতে ভারতের মধ্যে বর্তমানে এই ট্রেনটি দীর্ঘতম ট্রেন। সমগ্র রুটে ট্রেনটি ৫৯টি হল্ট রয়েছে। বিবেক এক্সপ্রেসের প্রথম পরিষেবা শুরু হয় ২০১১ সালের ১৯ নভেম্বর। বিগত ১১ বছর ধরে এই ট্রেনটি নিরলসভাবে জনগণকে পরিষেবা দিয়ে চলেছে। ট্রেনটির বিদ্যমান সময় ও স্টপেজ অপরিবর্তিত থাকবে। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট ও এনটিইএস-এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৪০ সংখ্যা, সোমবার, ২৪ পৌষ, ১৪২৯

বেপরোয়া চিন

বিশ্ব জুড়ে সমস্ত অনুষ্ঠানেই থাবা বসিয়েছিল কোভিড অতিমারী। করোনায় কোণঠাসা চিন। দেশটির 'জিরো কোভিড' নীতি ব্যর্থ করে দিয়েছে ওমিক্রন বিএফ ৭। লাগামছাড়া সংক্রমণে রীতিমতো বেকায়দায় পড়েছে শি জিনপিংয়ের প্রশাসন। এহেন পরিস্থিতি নিয়ে ফের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রস আধানম ঘেব্রিয়েসুস। এদিকে, সংক্রমণের আশঙ্কায় চিন ফেরত যাত্রীদের নিয়ে কড়াকড়ি শুরু করেছে বহু দেশ। বিপুল জনরোষের মুখে পড়ে অবশেষে দেশ থেকে কোভিড বিধি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে চিন সরকার। বিদেশি পর্যটকদের জন্য বিধিনিষেধও শিথিল করা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে চিন প্রশাসনের অনুমান, আগামী ৪০ দিনে অন্তত ২০০ কোটি মানুষ চিনে যাতায়াত করবেন। চিনা নববর্ষ উদযাপন করতে প্রতি বছরই প্রচুর সংখ্যক মানুষ সেদেশে উপস্থিত হন। চিনের 'গ্রেট মাইগ্রেশন' নামে অভিহিত করা হয় এই বিষয়টিকে। অতিমারী পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের উৎসাহ আরও অনেক বেশি থাকবে বলেই অনুমান। প্রসঙ্গত, গত শনিবার থেকেই ৪০ দিন ব্যাপী চিনা নববর্ষের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে।

অতিমারীর আগে এই সময়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ চিনে ফিরে আসতেন। বিশ্বের নানা প্রান্তে বসবাসকারী চিনা নাগরিকরা দেশে ফিরে নতুন বছর উদযাপন করেন। চিনের পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, চিনে আসা বিদেশি পর্যটক ও দেশের অন্দরে থাকা নাগরিক সব মিলিয়ে ২০০ কোটি মানুষ নববর্ষ উদযাপনে মেতে উঠবেন। আগামী চল্লিশ দিনের এই পরিসংখ্যান ছাপিয়ে যেতে পারে ২০১৯ সালের হিসাবকেও। গত দুই বছরের তুলনায় প্রায় একশো শতাংশ বাড়বে চিনের পর্যটক সংখ্যা। তার ফলে দেশের অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি হবে বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। সোমবার জানুয়ারি থেকে আন্তর্জাতিক উড়ানে থেকে সমস্ত রকম বিধিনিষেধ তুলে নিতে শুরু করেছে সরকার। হংকংয়ের সঙ্গে সীমান্ত খুলে দেওয়া হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য। তবে চিন সরকারের এই সিদ্ধান্তে উদ্বিগ্ন বিশ্বের একাধিক দেশ। এমনকি, বিদেশে বসবাসকারী চিনাদের অনেকেই উৎসবের মরশুমে দেশে আসার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। কারণ সেদেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই সময়ে শহর থেকে গ্রামে ফিরে যাবেন বিশাল সংখ্যক মানুষ। ফলে একাধিক গ্রামে ব্যাপক করোনা সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই চিনের করোনা সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।সূত্রে জানা গিয়েছে, চিনে কোভিড আক্রান্তদের মধ্যে অধিকাংশই বয়স্ক। তাঁদের যথাযথ চিকিৎসার আশায় হাসপাতালে নিয়ে আসছেন পরিবারের সদস্যরা। তার জেরেই হাসপাতালগুলিতে উপচে পড়ছে কোভিড রোগীদের ভিড়। কাজের চাপ বাড়ছে হাসপাতালের কর্মীদের উপরে। একই অবস্থা চিনের একাধিক শ্মশানেও। সময়ের অভাবে সৎকার করা যাচ্ছে না কোভিড রোগীদের মৃতদেহ। তবে কোভিড সংক্রান্ত সঠিক তথ্য প্রকাশ করছে না চিনের প্রশাসন, এমনটাই অভিযোগ উঠছে। বিশ্বে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে রীতিমতো উদ্বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এই বিষয়ে হু প্রধান ঘেব্রিয়েসুস বলেন, চিনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের বিশেষজ্ঞ দল ভারচুয়ালি আলোচনা করেছে। ফের করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তাদের মধ্যে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তিনি আরও বলেন, করোনা পরিস্থিতির সঠিক ছবি পেতে এবং সেইমতো যাতে তৈরি থাকা যায়, তার জন্য হু বারবার তথ্য ও পরিসংখ্যানে স্বচ্ছতা বজায় রাখার উপর জোর দিয়েছে। লক্ষণীয়ভাবে, কয়েকদিন আগেই ঘেব্রিয়েসুস বলেছিলেন, চিনে ফের করোনার প্রকোপ নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। আশা করছি, চিন এই সংক্রান্ত তথ্য দেবে এবং আমাদের সুপারিশগুলি পর্যালোচনা করে দেখবে। টিকাকরণ অভিযান আরও দ্রুত চালেতে চিনের পাশে থাকব আমরা। বেজিংকে একহাত নিয়ে এদিন কোভিড সংক্রমণের উৎস সম্পর্কে অনেক তথ্যই এখনও পর্যন্ত সামনে আসেনি বলে জানিয়েছিলেন তিনি। এবার ফের পরিসংখ্যানে স্বচ্ছতা বজায় রাখার দাবি জানিয়ে বেজিংকে একহাত নিলেন তিনি। এদিকে, সংক্রমণের আশঙ্কায় চিন ফেরত যাত্রীদের নিয়ে কড়াকড়ি শুরু করেছে বহু দেশ। কোভিড নিগেটিভ রিপোর্ট চাইছে আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনসহ বহু দেশ। এই প্রসঙ্গে হুপ্রধান বলেন, নিষেধাজ্ঞা জারি করাই স্বাভাবিক। চিন থেকে পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্বের একাধিক দেশ যে পদক্ষেপ করছে, তা নিজেদের জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষিত রাখতেই করছে। এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। চীনে সম্প্রতি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েছে। তবে ঠিক কী পরিমাণ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন, তা নিয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না। দেশটির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বরাত দিয়ে তারা বলেছে, গত ১ মাসে চীনের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এক খবরে বলা হয়েছে, চীনের রোগতত্ত্ববিদ জেং গুয়াং বলেছেন, চীনে যাঁরা করোনা পরীক্ষা করছেন, তাঁদের প্রায় ৫০ শতাংশের করোনা শনাক্ত হচ্ছে। এটা থেকে অনুমান করা যায়, দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হতে পারেন। চীনের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলেছে। দেশটির আরেক রোগতত্ত্ববিদ লিয়াং ওয়াননিয়ান বলেন, দেশে করোনায় ঠিক কতজন মারা গেছেন, তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। লিয়াং চীনের স্বাস্থ্য কমিশনের প্রধান ছিলেন। এই বিশেষজ্ঞ বলেন, যখন এই মহামারি শেষ হবে, তখন জানা যাবে ঠিক কতজন মারা গেলেন এতে। চীনের রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থার (সিডিসি) মুখ্য বিজ্ঞানী ছিলেন জেং গুয়াং। তিনি বলেন, যেটা ধারণা করা হচ্ছিল, তার চেয়ে দ্রুত ছড়াচ্ছে করোনা। চীন সরকার করোনাভাইরাসের সংক্রমণের সঠিক চিত্র প্রকাশ করছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি এসংক্রান্ত নথি প্রকাশের তাগিদ দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তবে এরপরও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। সম্প্রতি চীনের সিডিসির নথি সূত্রে জানা গেছে, শুধু ১ থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে ২৪ কোটি ৮০ লাখ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। চীনের নথি থেকে এমন সময়ে এই তথ্য জানা গেল যখন বিশ্বজুড়ে করোনায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৬৬ কোটির বেশি। চীন করোনার সংক্রমণসংক্রান্ত যে তথ্য প্রকাশ করছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারণ, সেখানে সংক্রমণ ও মৃত্যু কম হলেও কিছু হাসপাতাল ও মর্গে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ডব্লিউএইচওর প্রতিনিধিদের সঙ্গে চীনের প্রতিনিধিদের বৈঠক হলো। এ বৈঠকের পর ডব্লিউএইচওর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চীনের করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে চীনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসা হয়েছিল। এ ছাড়া করোনা পরিস্থিতি সামাল দিতে চীনকে আরও সহযোগিতা দিতে চাওয়া হয়েছিল। এই বৈঠকে চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন এবং জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থার পক্ষ থেকে বেশ কিছু বিষয় ডব্লিউএইচওকে জানানো হয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সর্ব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ময়নাগড় রাজাদের ভূমিকা

ভারতের ইংরেজ শাসক ওয়ারেন হেস্টিংস্ রাজা জগদানন্দকে বন্দি করতে চেয়েছিলেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের স্বাধীনতা ময়নাগড় রাজাদের ভূমিকার কথাকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না। বাংলায় প্রথম ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ময়নাগড়ের রাজা জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা রাজা। ইংরেজ শাসক হিসাবে বাংলায় উপস্থিত ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনি মেদিনীপুরকে দখল করতে গিয়ে অনুভব করলেন যে ময়নাগড় রাজা জগদানন্দকে তাদের আনুকূল্যে নিয়ে আসতে না পারলে কিন্তু ইংজেদের মেদিনীপুরে আধিপত্য বিস্তার করা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু জগদানন্দকে ওয়ারেন হেস্টিংস তাদের পক্ষে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেই সময়ে ময়নাগড়ের রাজা জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র যা বলতেন তাই সেখানকার প্রজারা মানতেন। ইংরজেদের কথায় প্রজারা কর্ণপাত করতো না। ফলে ইংরেজ শাসকেরা বুঝতে পারলেন যে মেদিনীপুরে শাসন বিস্তার করতে গেলে ময়নাগড়ের রাজাকে বশ্যতায় নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র ইংরেজ শাসকদের অধীনে থাকার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। ইংরেজরা তাঁকে ধরলে এলে তিনি দুর্গের মধ্যে অবস্থিত গুপ্ত স্থানে অবস্থান করে সেখান থেকেই শাসন ব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন। ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেননি রাজা গজদানন্দ বাহুবলীন্দ্র। ইংরেজরা বহু প্রলোভন দেখিয়েছিল। বহু প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজদের ফাঁদে পা দেওয়ার কোনও ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। দূর্গের চারদিকে ইংরেজ সেনারা অবস্থান করে কোনও লাভ করতে পারেনি। স্থানীয় বাসিন্দারা রাজা গজদানন্দের পক্ষে ছিল। স্থানীয় প্রজাদের সঙ্গে ইংরেজ শাসকেরা প্রাদ্মজরে তাদের পক্ষে নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রজাদের বহু প্রলোভন দেখিয়েও কোনও লাভ হয়নি। প্রজারা ইংরেজদের পক্ষে ছিল না। হিন্দু মুসলমান সহ সব ধর্মের প্রজারা রাজার গুণগান গাইতে থাকে। তখন ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল যে ময়নাগড়কে তাদের অধীনে ধরে রাখা একেবারে অসম্ভব। ওয়ারেন হেস্টিংস ব্যর্থ হয়েছিলেন ময়নাগড়কে তাদের পক্ষে নিয়ে আসা। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পেলাম যে গোটা মেদিনীপুর ইংরেজ বিরোধী অবস্থান। এই মেদিনীপুরে স্বাধীন তাম্রলিপ্ত সরকার গড়ে ওঠে। বিপ্লবীদের আর্থিক সাহায্য এবং তাদেরকে আস্তানা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে শুরু করে মেদিনীপুরের রাজা এবং জমিদাররা। বিপ্লবীদের প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত লাভ করে মেদিনীপুর। তার কারণ ময়নাগড়ের রাজাসহ বহু মেদিনীপুরের রাজা এবং জমিদাররা ইংরেজ শাসকদের বিদেশি শাসক বলে গ্রহণ করতেন। বাংলার বিভিন্ন জেলা ইংরেজ শাসকদের পক্ষে থাকলে মেদিনীপর বরাবরই ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ছিল না। তারা চিরকালই ইংরেজদের বিপক্ষে অবস্থান করেছিল। তার ফলে আমরা দেখতে পাই বিপ্লবী অরবিন্দ যখন বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলছেন তখন বোমা তৈরি প্রশিক্ষণ নিতে মেদিনীপুরের ছেলে হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর নিজের জমিজমা বিক্রি করে চলে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে। কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে প্রথম শহিদ হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বোস তিনিও মেদিনীপুরের সন্তান। মেদিনীপুরে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা। তার ফলে ভয়ে কেউ মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হতে চাইতেন না। ইংরেজ বিরোধিতার প্রথম জমিটি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন ময়নাগড়ের রাজা জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র।

তমলুক থেকে প্রায় ষোল কিলোমিটার দূরে পশ্চিমে কেলেঘাই, কংসাবতী এবং চান্দিয়া নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল এই ময়নাগড় দ্বীপটি। ময়নাগড়ের আর একটি নাম হচ্ছে 'ময়না চৌরা'। 'ময়না চৌরা' স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে খুই পরিচিত। ওড়িশা ভাষায় চৌরী শব্দের অর্থ হল সুনিষ্কাশিত জমি। এই জমিটি পরবর্তীকালে 'ময়না চৌরা' নামেই পরিচিতি লাভ করে। ময়নাগড়ের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে। বাংলার এই কাব্যের সঙ্গে যারা পরিচিত আছেন তাঁদের কাছে ময়নাগড়ের ইতিহাস একেবারে অজানা নয়। তবুও বলতে হয় যে ময়নাগড় সম্পর্কে জানতে আরও বেশি করে ইতিহাস চর্চার প্রয়োজন রয়েছে। একদল ইতিহাসবিদের মনে করে থাকেন যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেন ময়নাগড় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার অন্য দলটি মত প্রকাশ করেছেন যে দ্বিতীয় মহীপাল (৯৮৮-১০০৮ খ্রীঃ) একাধিক নদী দ্বারা বেষ্টিত এই দ্বীপে ময়নাগড় রাজবাড়ি বা দুর্গ নির্মাণ করেন। তবে লাউসেন সম্পর্কিত ইতিহাস অনেক বেশি শক্তিশালী। তবে সবাই মনে করেন যে পাল রাজবংশের অবসানের পর এই দুর্গটি বহু দিন ধরে পরিত্যক্ত ছিল। একটি সময়ে জলদস্যুদের হাতে চলে গিয়েছিল এই জলবেষ্টিত দুর্গটি। শ্রীধর ছিলেন তখন কুখ্যাত দস্যু। সে এই দুর্গটি দখল করেছিল। এখান থেকে আশপাশের অঞ্চলে ওপরে জলদস্যুবৃত্তি করে বেড়াতো। জানা যায় যে মগ এবং পর্তুগিজ দস্যুরা তাকে সাহায্য করতো। পরে উৎকলের রাজা শ্রীধরকে ধরে সাজা দেন। উৎকল রাজা তারপরেই রাজা গোবর্ধননান্দকে 'বাহুবলীন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। জানা গিয়েছে যে গোবর্ধনানন্দ খুবই শক্তিশালী এবং অসীম সাহসী রাজা ছিলেন। তাঁর পরবর্তী পুরুষেরা এখনও পর্যন্ত এই গড়ে বসবাস করছেন মর্যাদার সঙ্গে। বাহুবলীন্দ্র পরিবারের প্রতিটি সদস্যরাই সর্ব ধর্মমতে বিশ্বাসী। সেই কারণে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সেখানকার হিন্দু এবং মুসলিম বৌদ্ধসহ বিভিন্ম ধর্ম মতে বিশ্বাসী প্রজারা পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে থাকে। কিছুকাল পরে রাজা গোবর্ধনানন্দ ময়নাগড়ে রাজধানি প্রতিষ্ঠা করেন এবং রাজবাড়িকে সুরক্ষিত করতে তিনি গভীর খাল নির্মাণ করেন। ৩০টি ছোট দ্বীপ এবং ৩৫টি ছোট বড় খাল নিয়ে বাহুবলীন্দ্র ইন্দ্র রাজবংশের দুর্গটি একটি পৃথক বিশ্বে পরিণত হয়। দুর্গে পৌঁছতে গেলে গভীর খাল অতিক্রম করতে হয়। এই খালের প্রথম কালিদহ পাল বংশের সময়ে তৈরি বলে অনেকেই মনে করেন। গোবর্ধনানন্দ (১৫৬১-১৬০৭ খ্রী) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খালটি তৈরি করেন। তৃতীয় খালটি নেই। দ্বিতীয় খালটি নাম মকরদহ। সেটিও প্রায় লুপ্ত হয়ে যাওয়ার পথে। একটি সময়ে কালিদহ এবং মকরদহ খাল না অতিক্রম করতে পারলে দুর্গে প্রবেশ করা একেবারে অসম্ভব ছিল। খালগুলিকে আরও বেশি করে দুর্গম করতে সেই সময়ে বাহুবলীন্দ্র রাজ পারিবারের রাজারা বন্য কুমির নিয়ে এসে খালে ছেড়ে দিয়েছিলেন। জঙ্গলের কাঁটাযুক্ত বাঁশবনও ছিল। জানতে পারা গিয়েছে যে শত্রুর মোকাবিলা করতে সেখানকার ছোট বড় ঢিবির ওপরে ২৪ ঘন্টা ধরে কামান বসানো থাকতো।

রাজা লাউসেন, শিব মন্দির এবং রাজা জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভ, ময়নাগড়।

ইংরেজ বিরোধিতার প্রথম জমিটি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন ময়নাগড়ের রাজা জগদানন্দ বাহুবলীন্দ্র। তমলুক থেকে প্রায় ষোল কিলোমিটার দূরে পশ্চিমে কেলেঘাই, কংসাবতী এবং চান্দিয়া নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল এই ময়নাগড় দ্বীপটি। ময়নাগড়ের আর একটি নাম হচ্ছে 'ময়না চৌরা'।

১৭৭৩ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে রাজা জগদানন্দের মত বিরোধ হয়। ইংরেজ শাসন কালে রাজা জগদানন্দকে বন্দী করতে এই দুর্গে পৌঁছতে পেরেছিল। কিন্তু রাজা জগানন্দকে বন্দি করতে ইংরেজ শাসকেরা ব্যর্থ হয়। রাজা জগদানন্দকে তাঁর অনুগামীরা দূর্গের মধ্যে ভূগর্ভস্থের গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখে। রাজা জগদানন্দ একজন শক্তিশালী, ধনী এবং প্রজাদের খুব প্রিয় রাজা ছিলেন। হেস্টিংস তাঁকে বন্দি করতে পারেননি। দুর্গের গোপন স্থান থেকে শাসন পরিচালনা করতেন রাজা জগদানন্দ। তাঁকে রোখার মতো শক্তি ইংরেজদের ছিল না। ইংরেজরা তাঁর কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। সেই ইতিহাসের কথাকে উল্লেখ করে একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করে লেখা হয়েছে "Monument of Dignity Raja Jagadanan Bahulindra. Warren Hastings ordered and British Army invaded Moynagarh on 20 February,1773 but could not imprison the king. Struggle against foriegn rule flashed from the fort."

আরও জানতে পারা গিয়েছে যে একটি সময়ে যারা রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে অংশ গ্রহণকারীদের ধরে এই খালে ফেলে দেওয়া হতো। জানা গিয়েছে যে বাহুবলীন্দ্র রাজপরিবারের নব বূঁধরা পালকিতে করে এসে আগে কালিদহের পবিত্র জলে পা ডুবিয়ে রাজপ্রসাদে প্রবেশ করতে পারতেন। আটচালার লোকেশ্বর শিব মন্দির রয়েছে। মন্দিরটিতে একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে যা সুড়ঙ্গের পৃষ্ঠতল থেকে ১৫ ফুট নিচে অবস্থিত। পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাস করেন যে কংসাবতী নদীর সঙ্গে সুড়ঙ্গটির সংযুক্তি রয়েছে। রাজপরিবারের কূল দেবতা শ্যামসুন্দর জিউ এর মন্দির এখানেই। মন্দিরটির পাঁচটি চূড়া রয়েছে। প্রাচীন রীতি মেনে প্রতিদিন পুজো অর্চনা হয়। মন্দিরের একটি নাট মন্দিরও রয়েছে। প্রতি বছরই রাস পূর্ণিমা সন্ধ্যার সময়ে শ্যামসুন্দর জিউ এই দ্বীপ থেকে যাত্রা করেন। এক মাস ধরে চলে রাস উৎসব। নাট মন্দিরের কাছে হলুদ রংয়ের প্রাচীন রাজপ্রসাদটিও বর্তমান। দূর আছে একটি মুসলিমদের মাজার। আছে একটি কবর স্থানও। এই ময়নাগড় হিন্দু, মুসলমান এবং বৌদ্ধদের মিলন স্থল ছিল। এখানে সব ধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা এসে বসবাস করতে পারতো এবং ধর্মাচরণে কোনও বাধা ছিল না। বালিসিতার বাহুবলীন্দ্রদের (১৪৩৪) স্মরণ করিয়ে দেয় যারা ১৫৬১-৬২ খ্রিষ্টাব্দে এখানে এসেছিলেন। আজও হিন্দুদের মন্দির (শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব), বৌদ্ধদের উপাসনালয় এবং মুসলিম সাধক মানিকপীরের মাজহার-শরীফ, মহম্মেন্দর সমাধি বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী হাজার ভক্তরা এক সঙ্গে স্তোত্র এবং প্রার্থনা করে থাকে। আইন-ই-আকবরী'তে এই দুর্গের উল্লেখ রয়েছে। ডাব্লু ডাব্লু হান্টারও (১৮৭৬) এই দুর্গের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ইতিহাসবিদ প্রভাত মুখোপাধ্যায় উড়িশার গজপতি রাজাদের ইতিহাসের কথা লিখতে গিয়ে ময়নাগড়ের রাজ পরিবারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। "ফেরিস্তার পাঠ 'তারিখ -ই-ফেরিস্তা', ভৈবলুন্দর (বাহুবলেন্দ্র) অফিস-অ-যোদ্ধা বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত উপাধি নামক প্রধানদের একটি পরিবারকে নির্দেশ করে।' রত্নলেখা রায় তাঁর 'বঙ্গীয় কৃষিজীবী সমাজের পরিবর্তন' গ্রন্থে জানান দিয়েছিলেন যে কালিন্দীরাম সামন্ত উড়িশার রাজার সমান্ত হিসাবে পরগানা সাবাং -এর বালিসিতা দুর্গ থেকে শাসন করতেন। তাঁর ৬ষ্ঠ বংশধর গোবর্ধনানন্দ ময়নার দুর্গ দখল করেন এবং বহুবলীন্দ্র উপাধিতে ভূষিত হন। গত ৬ জানুয়ারি বাহুবলীন্দ্র পরিবারের অন্যতম সদস্য সিদ্ধার্থ বাহুবলীন্দ্র তত্ত্বাবধানে ময়নাগড়ের এক হাজার বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে রাজা লাউসেন, বুদ্ধদেব এবং চৈতন্যদেবের মূর্তির উদ্বোধন হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি শিবকান্ত প্রসাদ, বিচারক সুজশা মুখার্জি, কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার সুজয় চন্দ, জেলা আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব সমরেশ বেরা, রাজারহাট রামকৃষ্ণ মঠের উপাধ্যক্ষ স্বামী আত্মব্রতানন্দ, মহাবোধী সোসাইটির সম্পাদক ভদন্ত পি সিওয়ালি থেরো, গোপীবল্লভপুর শ্রীপাটের কৃষ্ণকেশবানন্দ দেবগোস্বামী, বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনের সেবা সচিব ন্যাসী মহারাজ প্রমুখ।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মানব মন্দির তৈরি করার পক্ষে ছিলেন

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মানব মন্দির তৈরি করার পক্ষে ছিলেন। তিনি শিল্প কলকারখানা তৈরি করা পক্ষে। ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করলে নেহরু রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়লেন। সেখান থেকে ইস্পাত শিল্পকে ভারতে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বাধীন ভারত গড়তে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। সংবিধান তৈরি করাও একটি বিশেষ জরুরী কাজ হয়েছিল। তার ওপরে চিন ভারত যুদ্ধ ভারতের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হয়। ভারতকে আজীবন পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। এই লড়াই কবে অবসান হবে তা কেউই বলতে পারছে না। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান ভারতকে বেগ দিতে শুরু করেছে। টাটারা ইস্পাত শিল্প জনপ্রিয় হতে থাকে। আধুনিক ভারত গড়তে যে শিল্প এবং উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেটা অনুভব করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ব্রিটিশ রাজশক্তির থেকে যখন স্বাধীন ভারতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তখন পণ্ডিত নেহরু। তারপর থেকে তিনি ভারি শিল্প স্থাপন করার ওপরে জোর দিতে থাকেন। রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ইস্পাত কারখানা খোলার কথা চিন্তা করলেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই কারণে দেশে সব ধর্মের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতবর্ষ বহু ধর্মের দেশ। ফলে ধর্মকে পাশে রেখে তিনি শিল্পে আধুনিক ভারত গড়ে তোলা যায় কীভাবে তাকে বেশি করে প্রাধান্য দিলেন। প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় মন্দির নির্মাণ করার চেয়ে তিনি নদীতে বাঁধ দেওয়াকে বেশি করে গুরুত্ব দিতে থাকেন। দেশের কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি শিল্প ব্যবস্থার পরিবেশ যথেষ্ট উপযুক্ত যাতে হবে পারে তার চিন্তাভাবনা করতেন। পণ্ডিত নেহরু বলতেন, 'এই সব কাজকে (ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণ প্রসঙ্গে) আমি মন্দির এবং ধর্মস্থানের মতো পবিত্র বলে গণ্য করি এবং আমি যখন এই সব কাজ পরিদর্শন করি, তখন মনের মধ্যে বেশি করে ধর্মভাব অনুভব করি।" আসলে নতুন ভারত গড়তে গেলে শুধু মন্দির গড়লে চলবে না। ভারতে বহু প্রাচীন মন্দির রয়েছে। নতুন করে আর মন্দির গড়ে তোলার কোনও প্রয়োজন নেই। যেসব মন্দির রয়েছে সেই সব মন্দির থেকে ভারতের ধর্মকে পরিচালনা করার পক্ষে যথেষ্ট। এখন মহান ভারত গড়তে গেলে প্রয়োজন আধুনিক শিল্প কলকারখানা। দেশ থেকে দারিদ্রকে দূর করতে হবে। দারিদ্র অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। এটা না করতে পারলে আধুনিক ভারত গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। আধুনিক ভারত গড়তে গেলে ভারতের ইতিহাসকে জানতে হবে। পড়তে হবে। তবেই আধুনিক ভারত দ্রুত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ভারতের কোটি কোটি মানুষের ঠিক কোন খানে দুঃখের পাহাড় জমে রয়েছে সেই সব স্থানকে চিহ্নিত করে তার সমাধান করার পথ তৈরি করতে হবে। নদীতে বাঁধ দেওয়া হলে বহু গ্রাম বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। শুখা মরসুমে চাষিরা চাষের জল পাবে। নেহরুর কাছে নদীর বাঁধটা ছিল এক একটি মন্দির স্বরূপ। তাঁর কাছে কোনও ধর্মীয় মন্দিরের চেয়ে শিল্প মন্দির থেকে শুরু করে বাঁধ মন্দির খ্যাতি লাভ করে। তিনি বলেন, ধর্মীয় মন্দিরের প্রতি তাঁর কোনও অনীহা নেই। তবে তিনি চান উন্নত ভারত গড়ে তুলতে। সেই কারণে তাঁর কাছে ভারতের প্রতিটি প্রযুক্তি শিল্প কলকারখানা হচ্ছে মন্দিরের মতো। এটা দেশকে উন্নত করে তোলার ক্ষেত্রে শিল্প কারখানা হচ্ছে এক একটি মন্দির। যে মন্দির ভারতবাসীকে রক্ষা করতে সক্ষম। সেই মন্দির তিনি নির্মিত করে শান্তি লাভ করতেন। ঠিক একমই রকমভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও মন্দির বলতে বুঝেছেন তথ্য প্রযুক্তিকে। আজকে যে ডিজিটাল ভারতের কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় থেকে শুরু হয়েছিল। তার আগে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময় থেকে তথ্য প্রযুক্তির ওপরে জোর দেওয়া শুরু হয়। তথ্য প্রযুক্তি যদি ভারতের না আসে তাহলে আধুনিক মহান ভারত গড়ে তোলা একেবারে কঠিন হবে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, আমার মতে, আধুনিক অর্থনীতিতে আধুনিক ভারতের মন্দির হল আইটি পার্ক এবং সফটওয়ার সংস্থার ক্যাম্পাস।" আজকে যে যুগটা এসেছে তাতে বলা যেতে পারে সফটওয়ারের যুগ। ডিজিটাল যুগও বলা যেতে পারে। লেখাপড়া থেকে শুরু করে কৃষি ব্যবস্থা এমনকী প্রশাসনও এখন ডিজিটালের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এটাকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তিনি কোনও ধর্মীয় মন্দির দর্শন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। তিনি মনে করতেন মানব ধর্মের প্রধান মন্দির হচ্ছে আইটি পার্ক এবং সফটওয়্যার। ভারতে বহু ধর্মীয় মন্দির রয়েছে। এক পা ফেললেই বহু মন্দিরের দর্শন মেলে। কিন্তু তাদের কাজ তো শুধু পূজা অর্চনা করা। আর তাদের কোনও কাজ নেই। কিন্তু একটি তথ্য প্রযুক্তি দফতর, এবং এক একটি কলকারখানা মানব সেবায় ব্রতী। সেই কারণে বলা হচ্ছে বর্তমান যুগে মন্দির হচ্ছে আধুনিক শিল্পকলা যা দিয়ে মানব জাতির উন্নয়নের সোপান তৈরি হওয়া সম্ভব। এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আধুনিক যুগে চলবান বিশ্বের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারবে প্রতিটি ভারতবাসী। আর তা নির্মাণ করতে উৎসাহী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী। ১৯৫২ সালে সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংস্তপের 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' প্রসঙ্গে নেহরুর আপত্তি এবং অসহযোগিতার নিয়ে সরব রয়েছে সঙ্ঘ পরিবার। সব মিলিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে নেহরু মন্দির মতাদর্শ নিয়ে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গুজরাতের কানহাইয়া কুমার মুন্সি তাঁর 'প্রিলগ্রিমেজ টু ফ্রিডম' বইটিকে সামনে নিয়ে এসেছেন আরএসএসের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনমোহন বৈদ্য। তিনি বলেছেন, নেহরুর ভারতীয়ত্ব ছিল ইউরোপের চেখে দেখা ভারত। আর রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের মতো নেতারা ভগবত গীতার আদর্শকে থেকে স্বাধীন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই প্রত্যয় থেকে মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন তাঁরা। পণ্ডিত নেহরু ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। সেই আদর্শে ওপরে ভিত্তি করে নতুন ভারত গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার ফলে পণ্ডিত নেহরু কোনও সময়ে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির নির্মাণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতেন না। তিনি যেমন সোমনাম মন্দির ধ্বংসের প্রাচীন ইতিহাসকে সামনে নিয়ে একে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়কে উস্কানি দিতে চাননি, ঠিক তেমনি তিনি আবার শিল্প কলকারখানার ওপরে বেশি করে জোর দিয়ে এগুলোকে এক একটি মন্দিরের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে গিয়েছেন। মন্দির গড়ার চেয়ে বাঁধ নির্মাণকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মন্দির গড়ার চেয়ে শিল্প স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ঠিক সেই রকম অটল বিহারী বাজপেয়ী আইটি পার্ক এবং সফটওয়্যারকে মন্দির বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর মনের মধ্যে কোনও আলাদা করে ধর্মীয় আবেগ দেখা দেয়নি। কানাহাইয়া লাল মুন্সীর বইটিকে উল্লেখ করে আরআসএসের যুগ্ম সম্পাদক আরও বলেছেন, সোমনাথ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার সময়ে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে সেই স্থানে যেতে নিষেধ করেছিলেন নেহরু। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ নেহরুর কথাকে অগ্রাহ্য করে সোমনাথ মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এবং বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোনও রকমভাবে মন্দির নির্মাণ কাজে অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে তিনি চাননি। তবে অনেকেই বলেছেন যে নেহরুর ইচ্ছা ছিল সোমনাথ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষকে সংরক্ষিত করে রাখার। সেখানে কোনও নতুন করে শিল্যানাস করার বিরোধী ছিলেন। সোমনাথ মন্দিরের একটি ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাসকে কোনও রকমভাবে চাপা দেওয়া সম্ভব নয় সেটা নেহরু জানতেন। সেই কারণে সোমনাথ মন্দির নিয়ে কোনও রকমভাবে আবার ধর্মীয় উস্কানি যাতে শুরু না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতেন ধর্মনিরপেক্ষ এর প্রবক্তা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। সোমনাথ মন্দিরকে সামনে রেখে এখন আরএসএস নেহরুর সমালোচনা করছেন। নতুন ভারত গড়তে নেহরুর ওপরে অনেকগুলি দায়িত্ব এসে পড়েছিল। সেই সব দায়িত্বকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন না করলে তার জন্য তাঁকে আগামি দিনে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো। সেই কারণে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে কোনও রকমভাবে একটি ধর্মীয় সমাবেশকে নিয়ে প্রশাসন যাতে বেশি মাথা না ঘামায় তার দিকে বেশি করে নজর দিতেন নেহরু। মহান ভারতবর্ষ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে পা বাড়াতে শুরু করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীরা।

যুবকের রহস্যমৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ জানুয়ারি ঃ রবিবার সাতসকালে গাছে গলায় গামছা বাঁধা অবস্থায় এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল মুর্শিদাবাদের ডোমকলে। ২৯ বছর বয়সি ওই যুবককে খুন করার অভিযোগ উঠল তাঁর স্ত্রী এবং শাশুড়ির বিরুদ্ধে। মৃতের নাম কওসার আলি। তিনি ইসলামপুর থানার হেড়ামপুর এলাকার বাসিন্দা। গত দুমাস ধরে তিনি ডোমকলের শেখালীপাড়া মোল্লাপাড়া এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে ঘরজামাই হয়ে থাকছিলেন বলে জানা গেছে। তাঁর দুই সন্তান আছে। শ্বশুরবাড়ির কাছেই একটি ইটভাটায় তিনি শ্রমিকের কাজ করতেন। স্ত্রী এবং শাশুড়ির সঙ্গে তাঁর নিয়মিত ঝামেলা লেগে থাকত বলে জানিয়েছেন পাড়া-প্রতিবেশীরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার স্ত্রীর সঙ্গে তুলকালাম অশান্তি হয় কওসারের। তারপরে রাগ করে ইটভাটায় কাজে বেরিয়ে যান তিনি। সেই থেকে আর বাড়িও ফেরেননি ওই যুবক। রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা কওসারের শ্বশুরবাড়ি থেকে খানিকটা দূরে একটি গাছে গলায় গামছা বাঁধা অবস্থায় তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় তাঁর পরিবারের লোকজনকে। থানাতেও খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। পুলিশের তরফেই খবর দেওয়া হয় যুবকের বাড়ির লোককে। তাঁদের অভিযোগ, কওসারের স্ত্রী এবং শাশুড়ি মিলেই খুন করেছে তাঁকে। যদিও এই বিষয়ে অভিযুক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

খাঁচাবন্দি চিতা

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ৮ জানুয়ারি ঃ ছাগলের টোপ ফেলে চিতাবাঘ বন্দি করল বনদফতর। রবিবার ছুটির দিনে এই ঘটনায় সাত সকালে হুলস্থুল পড়ে যায় নাগরাকাটা ব্লকের গাঠিয়া চা বাগানে। স্থানীয় সূত্রে খবর, কয়েকদিন ধরে ওই চা বাগানের কেডি ২ নম্বর সেকশনে উৎপাত করছিল চিতাবাঘটি। শ্রমিকরা কাজ করতে গেলেই আচমকা তাঁদের দিকে তেড়ে আসত। আতঙ্কে বাগানের ওই সেকশনে কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল কর্তৃপক্ষ। চিতাবাঘটিকে কাবু করতে বনদফতরকে খবর দেওয়া হয়। এদিন সকালে খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা চিতাবাঘটিকে ধরতে ছাগলের টোপ ফেলে খাঁচা বসিয়েছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসে চিতাবাঘটি। সঙ্গে সঙ্গে খাঁচায় ধরা পড়ে সে। চিতাবাঘটি ধরা পড়তেই হইচই শুরু হয় এলাকায়। সেটিকে কাছ থেকে দেখতে বাগানে ভিড় জমে যায়। অনেকেই ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। চিতাবাঘটিকে আপাতত বনদফতর উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর আবার তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ জানুয়ারি ঃ বিজেপির দখলে থাকা অন্দরাম ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে তৃণমূলের দখলে। অন্দরাম ফুলবাড়ীর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধরনিকান্ত বর্মন সহ ৫ জন পঞ্চায়েত সদস্য আজ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করে। অন্দরান ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ৯ জন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ পাঁচজন পঞ্চায়েত সদস্য গত এক মাস আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিল। আজ ফের বিজেপি ছেড়ে এই পাঁচজন সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় পুণরায় তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে অন্দরান ফুলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত।

বেআইনি কয়লা কারবারের জের

কয়লা খাদানে ধস নেমে ভেতরে আটকে শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৮ জানুয়ারি ঃ বার বার সতর্ক করা হয় ইসিএল কর্তৃপক্ষের তরফে। কিন্তু সেই কথা শোনেন না কয়লা মাফিয়ারা। নিরন্তর বেআইনি ভাবে তাঁরা বন্ধ করে দেওয়া কয়লা খনিতে চালিয়ে যান অবৈধ খনন। আর তার জেরে খনির ভিতরে দুর্ঘটনা যেমন ঘটে, তেমনি বাইরেও ধস নামার ঘটনা ঘটে। এই সব খননের সঙ্গে স্থানীয় বা ভিন রাজ্যের শ্রমিকদের যোগ থাকে। কিন্তু দুর্ঘটনার পরে পরেই সমস্ত কিছু অতন্ত দ্রুত গতিতে ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে খনির ভেতরে দুর্ঘটনায় ঠিক কতজন মারা গিয়েছেন সেই তথ্যই মেলে না। কার্যত চিরকালের মতো নিখোঁজ হয়ে যান কিছু মানুষ যাদের একটা বড় অংশই যুবক বা নাবালক। রবিবার সকালে সেই রকমই ঘটনা ঘটে গেল পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার কুলটি থানার বোড়রা গ্রামে। সেখানে অবৈধ ভাবে একটি কয়লা খনিতে থেকে কয়লা কেটে বার করার সময়েই ভয়াবহ ধস নামে। আর তার জেরে ভেতরে আনুমানিক ২৫ জন কর্মী আটকে আছেন বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, বোড়রা গ্রামে বিসিসিএলের ১২ নম্বর হাজলা পিটে গত কয়েকদিন ধরেই কয়লা কেটে বার করার কাজ চলছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ভিন রাজ্যের শ্রমিক এনে অবৈধ ভাবে কয়লা খাদানে ঢুকে সেখান থেকে কয়লা সরানোর কাজ চলছিল। এদিন সকালে সেই হাজলা পিটের বিস্তীর্ণ অংশে ধস নামে। সেই সময়ে ওই খনির ভিতরে খুব কম করেও জন ২৫ মানুষ কাজ করছিলেন, যারা যুবক বা নাবালক। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ এবং সিআইএসএফ। ঘটনাস্থলে আসেন কোলিয়ারির কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিও। ঠিক কত জন খনির ভিতরে আটকে রয়েছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কিন্তু এখন গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বিসিসিএল খনি কর্তৃপক্ষ। এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে লালন মেহরা নামে স্থানীয় বিজেপি কাউন্সিলরের অভিযোগ, এই অবৈধ কয়লা কারবার নিয়ে প্রশাসন এবং কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষের বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তারা। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। কাউন্সিলরের কথায়, এখানে অবৈধ ভাবে কয়লা কারবার চলছে। কিন্তু কাউকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে মিলে সিন্ডিকেটের মতো এই অবৈধ কাজ হয়। এখানে বেকারত্বের সমস্যা চূড়ান্ত। প্রতি দিন খাটাখাটি করে হয়তো সাকুল্যে ১০০ টাকা পান এই সব কর্মীরা। সেই সুযোগ নিয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করেন কয়লা মাফিয়ারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে খনি কর্তৃপক্ষের লোকজন যেমন জড়িত তেমনি জড়িত কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ইসিএলেরও কিছু কর্মী ও আধিকারিক। কার্যত তাঁদের সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধেই এইভাবে বিপজ্জনক ভাবে কাজ চালিয়ে যায় কয়লা মাফিয়ারা।

শৌচাগারের পাইপ বেয়ে চম্পট

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৮ জানুয়ারি ঃ উত্তর দিনাজপুরে শৌচাগারে জানলা ভেঙে পাইপ বেয়ে চম্পট দিল বিচারাধীন বন্দি। রবিবার সকালে এই ঘটনা ঘটে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে। আপাতত তার খোঁজে হন্যে উত্তর দিনাজপুরের জেলা পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পলাতক বন্দির হদিশ পেতে চাইছে তারা। অসুস্থতার অজুহাতে জেল থেকে হাসপাতালে এসেছিল বন্দি। রবিবার সকালে শৌচাগারে যাওয়ার নাম করে বাথরুমের জানলা ভেঙে পাইপ বেয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেলের ছ'তলা থেকে চম্পট দিল বিচারাধীন বন্দি। ফেরার যুবকের নাম বিশ্বজিৎ দাস (২৪)। মাদকাসক্ত। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার ডাকাতির উদ্দেশে বিন্দল এলাকায় জড়ো হয়েছিল ১২ জন। তাদের মধ্যে ছিল বিশ্বজিৎও। পুলিশ খবর পেয়ে বিশ্বজিৎ-সহ মোট দু'জনকে গ্রেফতার করে। শনিবার তাদের আদালতে তোলা হয়েছিল। জেলা আদালতের বিচারক বিশ্বজিতকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠান। সন্ধের দিকে তাকে উত্তর দিনাজপুর জেলা সংশোধনাগারে আনার পরই অসুস্থ হয়ে পড়ে। জেল সুপার রাজেশকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, শনিবার আদালত ওকে জেলে পাঠায়। আসার পরই মাথা ঘুরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর ওকে আর সংশোধনাগারে রাখা হয়নি। রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের ৬ তলায় সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের বন্দিদের জন্য বিশেষ ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে শৌচাগারে যাওয়ার নাম করে পিঠটান দেয় বিশ্বজিৎ। পালানোর কায়দা সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বাথরুমে ঢুকে জানলার কাঁচ খুলে বাইরে বেরিয়ে যায় সে। এরপর শৌচাগারের পাইপ বেয়ে ছ'তলা থেকে নেমে এসে চম্পট দেয়। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে হাসপাতাল ও পুলিশের নজরদারি নিয়ে। একজন বিচারাধীন বন্দি পাইপ বেয়ে একতলায় নেমে এল অথচ হাসপাতালের নিরাপত্তা কর্মীদের চোখে পড়ল না? উঠছে প্রশ্ন। এ প্রসঙ্গে মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায় জানিয়েছেন, সবেমাত্র খবর পেলাম। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে পলাতক বন্দিকে চিহ্নিত করা যাবে। পুলিশকে খবর দিয়েছি। বন্দির হদিশ পেতে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

পাম্প হাউস নিয়ে শুরু বিড়ম্বনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ জলস্বপ্ন প্রকল্পের পাম্প হাউস তৈরি নিয়ে বিতর্ক। অভিযোগ, নকশালবাড়ির বুধিকরণ জোত এলাকায় যার জমিতে টেন্ডার হয়েছিল তার জমি থেকে পাম্প হাউস সরিয়ে নিজের জমিতে নিয়ে গিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা। রবিবার পাম্প হাউস তৈরির জন্য পিএইচই-র গাড়ি এলাকায় এলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিক্ষোভে তা ফিরে যায়। স্থানীয়রা জানান, পাম্প হাউস তৈরির টেন্ডার করা হয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দা পাঙখু ওরাওঁয়ের জমিতে। কিন্তু প্রভাব খাটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কিষাণ খেত মজদুর সেলের নেতা প্রকাশ রায় তা নিজের জমিতে করিয়ে নেন। গত ২ জানুয়ারি স্থানীয়রা প্রকাশ রায়ের জমি থেকে পাম্প হাউস সরিয়ে নেওয়ার জন্য নকশালবাড়ির বিডিওকে ডেপুটেশন দেন। এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য মহাবীর মুণ্ডা জানান, পিএইচই দপ্তরে পাম্প হাউস তৈরি জন্য পাঙখু ওরাওঁয়ের জমি নেওয়া হয়েছিল। পাঙখু ওরাওঁ বিশেষ ভাবে সক্ষম তাই গ্রামবাসীরা তাঁর নামের সুপারিশ করেছিল। কিন্তু প্রকাশ রায় প্রভাব খাটিয়ে তা নিজের নামে কিভাবে করল তার তদন্ত দাবি করেছেন তিনি।

সেলিমের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে জেলায় জেলায় বৈঠকে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। রবিবার শিলিগুড়ির অনিল বিশ্বাস ভবনে জেলা কমিটির সদস্য নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করেন সেলিম। এদিন সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয় সেলিম জানান, রাজ্যজুড়ে আবাস যোজনা দুর্নীতি, ১০০ দিনের কাজের টাকায় দুর্নীতি সহ একাধিক অভিযোগ নিয়ে বামপন্থীরা লাল ঝান্ডা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে। এবার নিচু তলার কর্মীরা জেগেছে। কার্যত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে নানা অভিযোগ হাতিয়ার করে লড়তে চলেছে বামপন্থীরা, তা সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের কথায় স্পষ্ট। এদিনের বৈঠকে মহম্মদ সেলিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাম নেতা অশোক ভট্টাচার্য সহ জেলার নেতৃত্বরা। এদিনের বৈঠকে পর আগামীকাল বৈঠক জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও পরের সপ্তাহে কোচবিহার জেলা কমিটির সাথে বৈঠক করবেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

পুড়ে ছাই কারখানা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই ফুলবাড়ীর একটি ডিটারজেন্ট তৈরির কারখানা। আগুনের তাপে ভেঙে পড়ে ঢালাই ছাদ। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় প্রায় ভোররাত পর্যন্ত চলে আগুন নেভানোর কাজ। অবশেষে প্রায় দশ ঘন্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দমকল কর্মীরা। তার আগেই পুড়ে ছাই কারখানার সমস্তকিছু। শনিবার সন্ধ্যায় যখন কারখানা বন্ধের সময় তখন কারখানার ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন শ্রমিকরা। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। প্রথমে কারখানার কর্মীরাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে একে একে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করে। ভোররাত পর্যন্ত চলে আগুন নেভানোর কাজ। কারখানার অধিকারিকদের থেকে জানা গেছে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮ থেকে ১০ কোটি। শর্ট সার্কিটের কারণেই আগুন লাগতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছেন আধিকারিকরা।

তৃণমূলের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি ঃ তৃণমূল যুব অঞ্চল কমিটি নিয়ে তৃণমূল যুব অন্দরের ক্ষোভ প্রকাশ্যে এল। আলিপুরদুয়ার এক নং ব্লকের পরোরপার অঞ্চল তৃণমূল যুব অঞ্চল সভাপতি ও অঞ্চল কমিটির নাম ঘোষণা হতেই পরোরপার অঞ্চলে তৃণমূল যুব শিবিরে ক্ষোভ প্রকাশ্যে এল। রবিবার পরোরপার এলাকায় তৃণমূল যুব কর্মীরা তৃণমূল কার্যালয়ে সামনে ক্ষোভ জাহির করেন। তাদের বক্তব্য যারা তৃণমূল যুবর সাথে যুক্ত নয় তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার এক নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি পীযুষ কান্তি রায় জানান, দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়।

দার্জিলিংয়ের কমলার আকাল বাজারে

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ জানুয়ারি ঃ দার্জিলিংয়ের মিষ্টি ও সুস্বাদু কমলালেবুর স্বাদ থেকে এবছর প্রায় অধরাই রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুরবাসী। প্রসঙ্গত, বংশীহারীতে এবছর দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর জোগান কম হওয়ায় সেই স্থান দখল নিয়েছে নাগপুর ও পাঞ্জাবের কমলালেবু। আমজনতা একপ্রকার বাধ্য হয়েই নাগপুর ও পাঞ্জাবের অম্লটক যুক্ত কমলালেবু কিনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন। যদিও বা কোনও কোনও ফলের দোকানে দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর দেখা মিলছে, কিন্তু অত্যাধিক দামের কারণে ক্রেতাকে পিছিয়ে আসতে হচ্ছে। বিক্রেতারা একটু ভালো আকারের দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর দাম হাঁকাচ্ছেন কেজি প্রতি ১৪০ থেকে ১৬০ টাকা। বাধ্য হয়ে অনেকেই ৭০ টাকা কেজি দরে নাগপুর ও পাঞ্জাবের কমলালেবু কিনছেন। জেলার বুনিয়াদপুরের ফল বিক্রেতা সুরঞ্জন বলেন, ভালো ফলন না হওয়ায় দাম আর কমবে না। তবে এবছর দার্জিলিংয়ের লেবুর দাম বরং বাড়বে। কমলালেবুর ফলন কম হওয়ার সামান্য পরিমাণ কমলালেবু বাজারে আসছে। যেটুকু আসছে তার দামও আকাশছোঁয়া। আমরা সেই কমলালেবু খুব কম লাভ রেখে ১৫০ থেকে ১৬০ টাকায় বিক্রি করছি। অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই একমাত্র দার্জিলিংয়ের কমলালেবু কিনছেন। অন্যদিকে নাগপুর-পাঞ্জাবের কমলালেবু প্রচুর পরিমাণে বাজারে আসছে। তবে বর্তমানে নাগপুরের চাইতে পাঞ্জাবের কমলালেবুর জোগান বেশি। দামও অনেক কম। মাত্র ৭০ টাকা প্রতি কেজি। বেশিরভাগ লোক অগত্যা নাগপুর ও পাঞ্জাবের কমলালেবু অপেক্ষাকৃত কম দামে কিনছেন। আমরা ভেবেছিলাম কয়েকদিন পরে পর্যাপ্ত পরিমাণে দার্জিলিংয়ের কমলালেবু বাজারে আসলে দাম কমবে। কিন্তু সে গুড়ে বালি। শুনেছি এবছর উৎপাদন খুবই কম রয়েছে। এ বিষয়ে বুনিয়াদপুর দৌলতপুরের ব্যবসায়ী অভিজিৎ সাহার কথায়, দার্জিলি কমলালেবুর উৎপাদন কম হয়েছে একথা একদম ঠিক না। অনেক ব্যবসায়ী অধিক লাভের আশায় ইচ্ছাকৃতভাবে নাগপুর ও পারাবের কমলালেবু কিনে বিক্রি করছেন। তবে দার্জিলিংয়ের কমলালেবুর চাইতে পাঞ্জাব ও নাগপুরের কমলালেবুর দাম অনেক কম হওয়ার কারণে আমজনতা সেটাই কিনছেন। এখন নাগপুরের চাইতে পাঞ্জাবের কমলালেবু বাজারে বেশি আসছে। অবস্থাসম্পন্নরাই দার্জিলিংয়ের কমলালেবু কিনছেন। আমাদের এলাকার বেশিরভাগ নিম্ন আয়ের মানুষজন পাঞ্জাব ও নাগপুরের কমলালেবু কিনছেন। দাম কম হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে পাঞ্জাব ও নাগপুরের কমলালেবু আমরা বিক্রি করছি।

তৃণমূলকে দোষ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ শবদেহ কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় জলপাইগুড়ি। এই ঘটনায় এবার সরাসরি রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। তাঁর অভিযোগ, মানবিকতা যখন তলানিতে ঠেকে, তখন এধরনের ঘটনা ঘটে। সরাসরি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে বিজেপি সাংসদ বলেন, শাসকদলের মদতেই এই ধরনের বেরসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা প্রশ্রয় পাচ্ছেন। এই দায় সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। যদিও সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা জলপাইগুড়ির বিধায়ক প্রদীপ কুমার বর্মা। তাঁর দাবি, সরকারকে বদনাম করতে এক শ্রেণির মানুষ তৎপর। সমস্তটাই তাদের চক্রান্ত। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তাদের রিপোর্ট এলেই সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, গত বুধবার অসুস্থ হয়ে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধীনে থাকা জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ক্রান্তির বাসিন্দা লক্ষ্মীরানি দেওয়ান। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শবদেহ বহনের জন্য এক অ্যাম্বুল্যান্স চালকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন ছেলে রামপ্রসাদ দেওয়ান। অভিযোগ, ওই অ্যাম্বুল্যান্স চালক দেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য তিন হাজার টাকা চান। টাকা না থাকায় বাধ্য হয়ে মায়ের শবদেহ কাঁধে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হন রামপ্রসাদ ও তাঁর বাবা। অমানবিক এই ঘটনার পরই নিন্দার ঝড় উঠেছে।

সেতু চেয়ে পথে

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ৮ জানুয়ারি ঃ সেতু নির্মাণ সহ মোট চার দফা দাবিতে সরব হল কংগ্রেস। রবিবার শহর থেকে ইসলামপুর ব্লকের ডাঙ্গাপাড়া পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিলোমিটার পদযাত্রা করেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। পদযাত্রা শেষে ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় দোলঞ্চ নদীর ওপর পাকা সেতু নির্মাণের দাবিতে আমরণ অনশনে বসেন তাঁরা। প্রশাসনিক আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন। স্বাধীনতার পর থেকে এই পর্যন্ত তৈরি হয়নি সেতু। গ্রাম থেকে শহরে যেতে দুই কিলোমিটার রাস্তার পরিবর্তে প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তা ঘুরপথে যেতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। প্রত্যেক ভোটের আগে এই সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। কিন্তু ভোটের পর সাধারণ মানুষের এই সমস্যার দিকে নজর দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। বর্ষার সময় গোটা সেতু জলের নীচে চলে যায়। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে একাধিকবার জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন গ্রামবাসীরা। রবিবার এই সেতু নির্মাণ সহ মোট চার দফা দাবিতে আন্দোলনে নামেন কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং একাংশ গ্রামবাসী।

পথের বলি যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জানুয়ারি ঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক, আহত এক। ঘটনাটি ঘটে শনিবার গভীর রাতে মালদা শহরের রবীন্দ্র এভিনিউ এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মৃত যুবকের নাম শুভ দাস, বয়স ২৬। আহত যুবকের নাম বিট্টু দাস, বয়স ২৫। তাদের বাড়ি ইংরেজবাজার থানার বিশ্বনাথ মোড় এলাকায়। জানা যায় মালদা টাউন স্টেশন থেকে দুই বন্ধু এক মোটর বাইকে করে বাড়ি ফেরার পথে রবীন্দ্র এভিনিউ এলাকায় অপর দিক থেকে আসা একটি মোটর বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শুভ দাসের। সে সময় স্থানীয় টহলরত পুলিশকর্মীরা জখম দু'জনকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা শুভ দাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় মর্গে। এবং আহত বিট্টু দাসের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তবে কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো তার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

গ্রামবাসীদের মজা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন গোমস্তা পাড়া এলাকায় প্রায় ৭০০ জনের অধিক গ্রামবাসীদের নিয়ে ১৩টি বাস এবং ছোট গাড়ি করে রবিবার পিকনিকে বেরিয়ে পড়েন। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন গোমস্তা পাড়া এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য রাজেশ মন্ডলের উদ্যোগে বাৎসরিক পিকনিক জলপাইগুড়ি থেকে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার দূরে ঝালং-এর রাস্তায় রঙ্গো ফরেস্ট কুমাই পাহাড়ি এলাকায় এই পিকনিকের আয়োজন করা হয়। আট থেকে আশি প্রত্যেকে খুশি এধরনের পিকনিকের আয়োজনে। এই পিকনিক আয়োজক রাজেশ মন্ডলকে সাধুবাদ জানান বহু মানুষ। বাসের ভেতরেই জল ও টিফিনের আয়োজন। চতুর্থ তম বর্ষে এই পিকনিকে দুপুরের খাবারের মেনুতে ভুরিভোজের ব্যবস্থা ছিল জানান পঞ্চায়েত সদস্য রাজেশ মন্ডল।

প্রতারণার শিকার পরচুল ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, ভগবানপুর, ৮ জানুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরের কিছু অসাধু পরচুল ব্যবসায়ী কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ। ভগবানপুরের বহু মানুষ এই পরচুল ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ভগবানপুরবাসীর কাছে এটা বড় শিল্প কিন্তু এটা বন্ধের মুখে। পরচুলা ব্যবসা ভগবানপুরকে একটা অন্যতম জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে, যেখানে কোটি কোটি টাকার পরচুল ফেন্সি করে পেটি করার পর বাইরের দেশে রপ্তানি করা হয়। এরপর চুলের ওপর ভিত্তি করে ভগবানপুরবাসী এক প্রকার জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। ভগবানপুরের বাড়িতে বাড়িতে চুল ব্যবসার রমরমা একপ্রকার গজিয়ে উঠেছে। তার ওপর ভিত্তি করেই হাজার হাজার টাকা রোজগার করেন সাধারণ গরিব মানুষ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষজন। এই পরচুল ব্যবসা ভগবানপুর এলাকার বহু মানুষকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। এরই মধ্যে ভগবানপুরে কিছু অসাধু পরচুল ব্যবসায়ী বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাটা পার্টিদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ। বিশেষতভাবে দু'জন ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে আনছেন প্রতারিত চুল ব্যবসায়ীরা। বেঁউদিয়ার বাসিন্দা মেহেতাব খান ও লালপুরের বাসিন্দা শেখ মোজেহার, এই দুই ব্যক্তি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে প্রতারনা করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগ। যার পরিমান প্রায় ১৬ কোটি টাকা। এ বিষয়ে ভগবানপুর থানা থেকে শুরু করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপারের কাছ পর্যন্ত অভিযোগ করা হয়। তা সত্ত্বেও কোন সুরাহা পাননি প্রতারিত চুল ব্যবসায়ীরা। যার ফলে এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরের গোপীনাথপুর বাজারে সমস্ত প্রতারিত চুল ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে সমাবেশ করেন। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ভগবানপুর থানার ওসিকে এ বিষয়ে জানানো হলে পুলিশ কোনো প্রকার সহযোগিতা করেনি তাঁদের, অভিযোগ উল্টে প্রতারকদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে তাঁদের আড়াল করছে পুলিশ। প্রতারিতরা এক প্রকার হুঁশিয়ারি দেন, যদি তারা টাকা ফেরত না পান তবে তাঁরা পথ অবরোধ করে বৃহত্তর আন্দোলন করবেন।

হাতি দেখতে ভিড়

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ৮ জানুয়ারি ঃ রবিবার সাতসকালে চালসায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে গজরাজ। হাতিকেকে দেখতে পথচলতি মানুষদের ভিড় উপচে পড়ল। যদিও কিছুক্ষণ পর সেটি চাপরামারি জঙ্গলে ঢুকে যায়। এদিন সকালে একটি হাতি চালসা নাগরাকাটা মুখী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের মূর্তি সেতু পাশে ও মূর্তি রেল সেতুর লাগোয়া এলাকায় একটি ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল হাতিটি। সড়কের মূর্তি সেতু থেকে পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল হাতিটিকে। এদিন হাতিটিকে দেখতে পেয়ে অনেকেই ক্যামেরা বন্দি করে। যে এলাকায় হাতিটি দাঁড়িয়ে ছিল তার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বেই রয়েছে চাপরামারি ও পানঝোরা জঙ্গল। ওই জঙ্গল থেকেই হাতিটি ওই এলাকায় আসতে পারে বলে অনেকের ধারনা। দুপুরের দিকে হাতিটি মূর্তি সেতু পেরিয়ে চাপরামারি জঙ্গলে ঢুকিয়ে দেয়। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট ব্লকের বিস্তর এলাকায় বুনো হাতির হানা অব্যাহত। শনিবার গভীর রাতে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকে চারটি বুনো মাদারিহাট এলাকায় প্রবেশ করে। বুনো হাতি মাদারিহাটের প্রধান নগর, মধ্য খয়েরবাড়ি, পূর্ব খয়েরবাড়ি এলাকায় তাণ্ডব চালায়। হাতির এলাকার দু'জন বাসিন্দার ঘর ভেঙে দেয়, এছাড়া একজনের জমির ফসল নষ্ট করে দেয়। প্রতিনিয়ত বুনো হাতির তাণ্ডবে রীতিমতো দিশেহারা এলাকার বাসিন্দারা। বুনো হাতির গতকাল গভীর রাতে প্রবেশ করে রবিবার ভোর সকাল পর্যন্ত এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায়। শীত পড়ার সাথে সাথে যেভাবে এলাকায় হাতির হানা বেড়েছে তাতে আশঙ্কিত সাধারণ মানুষ।

পুলিশের জালে ৫ মাদক কারবারী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জানুয়ারি ঃ মালদা থানা পুলিশের বড়সড় সাফল্য। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে পুরাতন মালদার সাহাপুর এলাকা থেকে পাঁচজন মাদকা কারবারীকে গ্রেফতার করল মালদা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই পুরাতন মালদার বিভিন্ন এলাকায় চুরির সমস্যা বেড়েছিল। যার ফলে এই চুরির পেছনের কারণ বিপথগামী যুবসমাজ, কেননা এই যুব সমাজ বেশ কিছুদিন ধরেই মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছিল বলে এমনটাই দাবি পুলিশের। সেই মোতাবেক শনিবার রাত্রে সাহাপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে পাঁচজন যুবককে গ্রেফতার করে মালদা থানার পুলিশ। রবিবার পাঁচ মাদকাসক্ত যুবকদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : EEI(C)/I/004/34/2022-2023

Name of the work: Restoration of I.P.S. footpath at 31/D, 31/1, 28 etc. Beerpara Lane in Ward No.-004. Estimated cost (including GST & CESS): ₹ 2,83,254.00. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 21 days.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-I/001/31/2022-2023 (2nd Call)

Name of the work: Restoration of damaged IPS passages and footpath at 8, 30, 7/1A etc. Ratan Babu Road and other places in Ward No.-001. Estimated cost (including GST & CESS): ₹ 4,70,706.00. Earnest money: ₹ 9,600.00. Period of completion: 21 days. Last date and time of submission of bid: 20.01.2023 - 11.00 AM (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: 24.01.2023 - 11.00 AM (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 10.01.2023 (5.00 PM) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/014/B20/22-23 (1st Call)

Name of the work: Renovation of Bustee passage at 40/H/12 M.P. Road, 41/D/H/78 M. P. Road and its surrounding areas in Ward No.-14. Estimated cost (including GST & CESS): ₹ 2,99,618.21. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 60 days.

(2) NIT No. : KMC/EE-III/014/25/22-23 (1st Call)

Name of the work: Restoration of passage at 42/15, 42/25A, M.P. Road and its surrounding areas in Ward No.-14 disturbed by W.S. Dept. Estimated cost (including GST & CESS): ₹ 3,30,682.19. Earnest money: ₹ 6,700.00. Period of completion: 38 days. Last date and time of submission of bid: 18.01.2023 - 12.00 Noon (For Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of bid: 20.01.2023 - 12.00 Noon (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 10.01.2023 (5.00 PM) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/XIV/130/062/22-23/R (2nd Call)

Name of the work: Maintenance of bituminous road in the Bye Lane of D. M. Road near Pr. No. 10/1 & 8/6 etc. & Bye Lane of B. C. Road near Pr. No. 34/4C etc. in Ward No.-130. Estimated cost (including GST & CESS): ₹ 3,88,746.79. Earnest money: ₹ 7,800.00. Period of completion: 21 days. Last date of submission of bid: 18.01.2023 (Upto 11.00 AM). Tender will be opened on: 20.01.2023 (11.00 AM). The bid forms and other details are available on and from 11.01.2023 (from 5.00 PM) from the website https://etender.wb.nic.in.

The Executive Engineer (Civil), BR-XVI, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/123/105/22-23

Name of the work: Construction of U/G sewer at Bhuban Mohan Roy Road near Pre. No.-199/2 in Ward No.-123. Estimated cost (including GST & CESS): ₹ 4,88,782.33. Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 30 days.

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/123/106/22-23

Name of the work: Restoration of C.C road at Motilal Gupta Road Bye Lane near Pr. No.-128 in Ward No.-123. Estimated cost (including GST & CESS): ₹ 4,88,932.61. Earnest money: ₹ 10,000.00. Period of completion: 30 days. Last date and time of submission of bid: 21.01.2023 - 12.00 Noon (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: 24.01.2023 - 12.00 Noon (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 13.01.2023 (5.00 PM) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).

(953/22-23)

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

পিসিএমএম/চিত্তরঞ্জন/রেলওয়ে

Like us on: www.facebook.com/clwrailways

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড

CIN : L17114WB1999PLC089148

রেজিস্টার অফিস ঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা ৭০০০২৪

সিটি অফিস ঃ ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১

ফোন ঃ ০৩৩ ২৪৬৯-৭৮২৫/৬৭৮৮/২৪৮৯ ৩৪৭২ ৯৪৫৪, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৪৬৯ ৬৭৮৮

ইমেল ঃ office@kesoramtextiles.com / ktmltext@gmail.com ওয়েবসাইট ঃ www.kesoramtextiles.in

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক ও নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং.	বিবরণী	চলতি তিন মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	পূর্বেকার তিন মাস সমাপ্তে ৩০.০৯.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	চলতি তিন মাস সমাপ্তে পূর্ব বছরে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	চলতি নয় মাস শেষে ৩১.১২.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	চলতি নয় মাস শেষে পূর্ব বছরে ৩১.১২.২০২১ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব বছর সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২২ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে	-	-	-	-	-	-
২	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমে পূর্বে)	৫০.০৪	(৮৯৫.০৩)	(১৩.৭৮)	(৮৬৯.০৯)	(২৭.১৩)	(৩৬.৬৬)
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী আইটেম পর)	৫০.০৪	(৮৯৫.০৩)	(১৩.৭৮)	(৮৬৯.০৯)	(২৭.১৩)	(৩৬.৬৬)
৪	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী আইটেম পর)	৫০.০৪	(৮৯৫.০৩)	(১৩.৭৮)	(৮৬৯.০৯)	(২৭.১৩)	(৩৬.৬৬)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৫৭.৩১	(৮৮৭.৭৫)	(৬.০৬)	(৮৪৭.২৭)	(৩.৯৭)	(৭.৫৭)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪
৭	শেয়ার প্রতি আয় (২ টাকা প্রতি)						
	১. মূল (₹)	০.০৫	(১.৭১)	(০.০৩)	(১.৬৬)	(০.০৫)	(০.০৭)
	২. মিশ্র (₹)	০.০৫	(১.৭১)	(০.০৩)	(১.৬৬)	(০.০৫)	(০.০৭)

দ্রষ্টব্য ঃ

ক) উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ফলাফল যার বিস্তারিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ও নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ও নয় মাস শেষে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পাওয়া যাবে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জে (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.kesoramtextiles.in।

খ) উপরোক্ত ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টর ও তাদের প্রতিনিধিদের সভায় যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৭ জানুয়ারি, ২০২৩।

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে

(জয়ন্ত সোগানি)

চেয়ারম্যান

স্থান ঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ৭ জানুয়ারি, ২০২৩

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

সংক্রমণ ঠেকাতে যা করবেন

দুরন্ত বার্তা ঃ বাতাস, জল বা খাবারের মাধ্যমে তো বটেই, অন্যের লালা, থুতু, কফ, সর্দি বা রক্তের মাধ্যমেও আমাদের দেহে জীবাণু প্রবেশ করে। এই 'অন্য কেউ' হতে পারেন কোনো পথচারী, কোনো বহুতল ভবনের বাসিন্দা, সহকর্মী, এমনকি খাবার প্রস্তুতকারী কিংবা পরিবেশনকারী ব্যক্তি। জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধে তাই সামাজিক পরিসরেও সচেতনতা প্রয়োজন।

পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্যাভ্যাস ঃ নিয়মমাফিক হাত ধুতে হবে খাদ্য প্রস্তুত করার আগে (খাবার কাটাকুটির আগেও) এবং খাবারদাবার নিজের আগে (খাওয়ার আগে তো অবশ্যই)। কৃমির সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে আধা সেদ্ধ মাংস ও কাবাবজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। অপরিস্কার হাত চোখে দেবেন না। হাত দিয়ে নাকের ময়লা পরিস্কার করলে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। নখ বড় রাখবেন না। চিরুনি, নেইল কাটার, ব্লেড ও রেজারের মতো ব্যক্তিগত ব্যবহারসামগ্রী একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করবেন না। প্রতিবার খাওয়ার পর কুলকুচি করুন। দুই বেলা ব্রাশ করুন। খালি পায়ে মাটিতে হাঁটবেন না। পায়ে কাদা-জল ছিটে গেলে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলুন যত দ্রুত সম্ভব। ধুতে দেরি হলে প্রথমে মুছে ফেলুন। হাত-পা শুকনা রাখবেন না।

মশা-মাছি এবং ইঁদুরও বয়ে আনে জীবাণু ঃ খাবার ঢেকে রাখুন। মশারি ব্যবহার করুন দিনে ও রাতে। কালাজ্বরপ্রবণ এলাকায় অবশ্যই স্যান্ডফ্লাইয়ের কামড় থেকে বাঁচতে চেষ্টা করুন। ঘরে ইঁদুর থাকলে তাড়ানোর ব্যবস্থা করুন। ফাঁদ বা ইঁদুরকলে ইঁদুরধরা কিংবা ইঁদুর মারার বিষ ব্যবহার করা যুক্তিসংগত নয়। ইঁদুর তাড়ানোর দারুণ উপায় হলো কয়েকটি বিড়াল পোষ্য করে নেওয়া।

টিকা নিন ঃ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির আওতায় টিকা দিন শিশুদের। ৬৫ পেরোনো ব্যক্তিদেরও নির্ধারিত টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। করোনাভাইরাস এবং হেপাটাইটিস বি ভাইরাস প্রতিরোধী টিকা সবার জন্যই জরুরি। পশুর কামড় বা আঁচড় লাগলে অধিক ক্ষয়ক্ষতি সাবান দিয়ে ভালোভাবে জায়গাটুকু ধোয়ার পর জলাতঙ্কের টিকা নিয়ে নিন। নিজের পোষা প্রাণীকে নিয়মমাফিক টিকা দিন।

সামাজিক পরিসরে ঃ ব্যবহৃত টিস্যু, রুমাল বা মাস্ক যেখানে-সেখানে রাখবেন না। কফ-থুতু ফেলা যাবে না যত্রতত্র। টাকা বা বইয়ের পৃষ্ঠা ধরার আগে আঙুলে থুতু দেবেন না। করোনাভাইরাস এবং অন্যান্য জীবাণু প্রতিরোধে মাস্ক পরুন। কখনো কখনো বিক্রেতারা ফুঁ দিয়ে পলিব্যাগের মুখ খোলেন কিংবা ফুঁ দিয়ে কোনো কৌটার ওপর থেকে ধুলা সরান। এসব অভ্যাস পরিত্যাজ্য। শিশুর খেলনা জীবাণুমুক্ত রাখুন, তা ছাড়া খেলনা মুখে দিলে তা জীবাণুমুক্ত না করে অন্যকে দেওয়াও উচিত নয়। নবজাতক কিংবা অস্ত্রোপচার হয়েছে এমন রোগীর কাছে কম যাওয়াই ভালো। নবজাতককে স্পর্শ করার আগে হাত ধুয়ে নিন। নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে ভিড় করবেন না। কোনো সংক্রামক রোগের লক্ষণ দেখা দিলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিজেকে একটি ঘরে আলাদা রাখুন। রক্ত পরিসঞ্চালনের ক্ষেত্রে জাতীয় নীতিমালা মেনে চলে, এমন প্রতিষ্ঠান থেকে নিন। পথপ্রাণীকে (কুকুর-বিড়াল) জলাতঙ্কের টিকা দেওয়া নিশ্চিত করা উচিত। জীবনসঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। অবৈধ সম্পর্ক এইডস এবং যৌনরোগের কারণ।

হাঁপানি নিয়েও সুস্থভাবে বাঁচুন

দুরন্ত বার্তা ঃ যেসব জিনিস থেকে হাঁপানির আক্রমণ শুরু হয় সেগুলো বাড়ি থেকে দূরে রাখুন। এজন্য হাঁপানি রোগীদের অ্যালার্জি পরীক্ষা করে জানা দরকার তার কোন দ্রব্যাদি থেকে অ্যালার্জি শুরু হয়। হাঁপানি রোগে আক্রান্ত অনেকেরই পশুপাখির লোমে অ্যালার্জি থাকে তাই এসব প্রাণী বাড়ির বাইরেই রাখুন। বিছানা করুন প্লেন লিনের দিয়ে। প্রতিদিন দু'বেলা ঘরের মেঝে পরিষ্কার করা দরকার। রোগীর বিছানার চাদর প্রতিদিন ধুয়ে ব্যবহার করতে হবে অথবা প্রতিদিন রোদে শুকাতে হবে। যেসব জিনিস থেকে ধুলো উড়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করবেন না। এসব ঝাড়ার সময় রোগীকে ঘরের বাইরে থাকতে হবে। কোনোও ঝাঁঝালো গন্ধ যেমন-মসলার গন্ধ, মশা মারার স্প্রে, পারফিউম যেন নাকে প্রবেশ না করে। ধুলো, ধোঁয়া ঠাণ্ডা বা কুয়াশা শরীরে লাগানো চলবে না। রাস্তার ধুলো, ঘরের পুরনো ধুলো, গাড়ির ধোঁয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফিল্টার মাস্ক ব্যবহার করুন। যারা বাইক অথবা নন এসি গাড়ি চালান তারা অবশ্যই মাস্ক পরে নেবেন।

ধূমপান বারণ ঃ সিগারেটের ধোঁয়া হাঁপানির কষ্ট মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দেয়। শুধু হাঁপানিই নয় ফুসফুস ও শ্বাসনালিসংক্রান্ত অনেক অসুখের অন্যতম কারণ ধূমপান। সিগারেটের ধোঁয়া থেকে প্রথমে ব্রঙ্কাইটিস, পরে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস সৃষ্টি হয়। হাঁপানি রোগী নিজে তো ধূমপান করবেই না উপরন্তু যে ঘরে হাঁপানি রোগী থাকে সেখানেও কোনো স্মোকারের প্রবেশ নিষেধ। পরোক্ষ ধূমপানও হাঁপানির কষ্ট বাড়িয়ে দেয়।

শোয়ার ঘর রদবদল করুন ঃ ঘর থেকে কার্পেট বের করে দিন। এগুলোতে প্রচুর ধুলা জমে। নরম স্যোফাকুশন ও বাড়তি বালিশও বের করে দিন। এগুলোতেও ধুলা জমে। তোষক ও বালিশে চেনটানা বিশেষ ধুলো রোধক ঢাকা ব্যবহার করুন, তা না থাকলে অন্তত পাতলা রেক্সিনের কভার দিন।

মুক্ত ঘর ঃ পরিষ্কার ও খোলা হাওয়ার জন্য জানালা খোলা রাখুন। ভ্যাপসা ও দমবন্ধ লাগলে জানালাগুলো খুলে দিন, এমনকি রান্না করার সময় ধোঁয়া উঠলে উগ্র গন্ধ ছড়ালেও তা করতে পারেন। কাঠ বা কেরোসিনে রান্না করলে ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার জন্য একটা জানালা অল্প খুলে রাখুন। যখন বাইরে গাড়ির ধোঁয়া, ফ্যাক্টরির দূষণ, ধুলো বা ফুল ও গাছের রেণু বেশি থাকে, তখন জানালা বন্ধ রাখুন।

ব্যায়াম করুন ঃ প্রতিদিন নিয়ম করে হালকা ব্যায়াম করা খুব জরুরি। তবে একটা কথা ভুললে চলবে না বেশি ব্যায়ামের জন্য যেন হাঁপানির টান না ওঠে। হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালান এগুলো কিন্তু হাঁপানি রোগীদের পক্ষে ভালো ব্যায়াম। হাঁটার সময়ে সামনে ঝুঁকে হাঁটবেন না। শিরদাঁড়া সোজা রেখে প্রতিদিন ২৩ কিলোমিটার উন্মুক্ত বাতাসে সমতলে হাঁটুন। এর সঙ্গে করা দরকার প্রাণায়ামজাতীয় গভীর শ্বাস নেওয়ার আসন। যেমন-ধীরে ধীরে শ্বাস টানতে হবে, যতক্ষণ নেওয়া যায়, তারপর যতক্ষণ সম্ভব শ্বাস আটকে রাখতে হবে এবং তারপর ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে হবে। বাচ্চাদের ব্যায়াম ও খেলাধুলার সময়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখে দেখা উচিত যে ওদের কোনো অসুবিধা বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা। মাঠে খেলার আগে ওষুধ দিয়ে দিতে হবে।

টেনশন মুক্ত থাকতে হবে ঃ কোনো কারণে ভয় পেলে, মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা বা শোক থেকেও হাঁপানির টান হতে পারে। তাই মনটাকে রাখতে হবে টেনশন ফ্রি, শরীর মন শিথিল করে দেওয়া রপ্ত করতে হবে।

হাঁপানি রোগীর অনুপস্থিতিতে কয়েকটি কাজ সেরে রাখুন। ঘরদোর মুছে, ভ্যাকুয়াম করে বা ঝাঁট দিয়ে রাখুন, পোকা মাকড়ের জন্য স্প্রে করুন, কড়া গন্ধযুক্ত রান্নাবান্না সেরে রাখুন, ঘরে ফেরার আগে হাওয়া প্রবেশ করে দিন।

জল ঃ হাঁপানির চিকিৎসা চলাকালীন রোগীকে প্রচুর পরিমাণ জল খেতে হবে। কারণ শরীরে জলের ঘাটতি থাকলে হাঁপানির ওষুধ কাজ করে না। এছাড়া জলের অভাবে কফ জমে যায় ও সহজে বেরোতে পারে না, ফলে শ্বাসকষ্ট আরও বেড়ে যায়।

খাওয়া-দাওয়া ঃ বেশি রাতে ভরপেট খেলে হাঁপানির টান উঠতে পারে। তাই রাতে পেট ভরে ভুলেও খাবেন না। হাঁপানি রুখতে নিয়ম করে হাতে কিছুটা সময় নিয়ে খেতে হবে, অকারণে তাড়াহুড়া করা চলবে না, ঝাল মসলার খাবারের বদলে হালকা রান্না করা বাড়ির খাবার খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। ফ্রিজ থেকে বের করে সঙ্গে সঙ্গে জিনিস খাওয়া উচিত নয়। রুম টেম্পারেচারে এলে তবেই খাবেন, ঠাণ্ডা কোল্ড ড্রিঙ্কস বা ফ্রিজের জল প্রচণ্ড গরমেও খাওয়া উচিত নয়।

ঘরের তাপমাত্রা ঃ শীতকালে ঘর গরম রাখতে পারলে ভালো হয়। ঘরে বাতানুকূল যন্ত্র থাকলে অনেক সময় ধুলা ময়লার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলে বাতানুকূল ঘরের বাইরে বারবার যাতায়াত করা উচিত নয়। যন্ত্রের হাওয়াটা যেন সোজাসুজি গায়ে এসে না লাগে এটাও দেখা প্রয়োজন।

হাঁপানির আক্রমণ শুরু হওয়ার লক্ষণ

-কাশি

-শোঁ শোঁ শব্দ

-বুকে চাপ সৃষ্টি

-রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়া

যে জিনিস থেকে শুরু হয়েছে সেটি থেকে দূরে সরে যান। সালবুটামলজাতীয় ওষুধের ইনহেলার ব্যবহার করুন প্রয়োজনে ৫ মিনিট পর পর। শান্ত থাকুন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন। যদি এতেও ভালো না হন তাহলে ডাক্তারের কাছে জরুরি সহায়তার জন্য যান। যদি হাঁপানির এই সংকেতগুলোর কোনো একটি দেখেন তাহলে সাহায্য নিন।

-আপনার চটপট আরামের ওষুধ যদি খুব বেশিক্ষণ কাজ না করে বা তাতে একেবারেই উপকার না হয়।

-শ্বাস-প্রশ্বাস যদি দ্রুত ও জোরে জোরে হয়।

-যদি কথা বলতে কষ্ট হয়।

-ঠোঁটে বা আঙুলের নখ নীল বা ছাইরঙের হয়ে যায়

-পাঁজরের চারপাশে ও বুকের নিচের চামড়া শ্বাস নেওয়ার সময় ভেতর দিকে টেনে ধরে।

-হঠাৎ স্পন্দন বা নাড়ির গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়, হাঁটা চলা করতে কষ্ট হয়।

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করবেন। অনেক সময় ডাক্তার ইনহেলার প্রেসক্রিপশন করেন, কিন্তু রোগী বা রোগীর অভিভাবকরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে থাকেন, এটা ব্যবহার করবেন কি করবেন না। মনে করেন এটা একবার ব্যবহার করলে সারা জীবন নিতে হবে। বিশেষ করে যখন ১ বছরের নিচের বাচ্চাদের দেওয়া হয়। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে সর্বত্রই ইনহেলার ব্যবহার হচ্ছে। এতে ওষুধের পরিমাণ কম লাগে এবং কাজও হয় তাড়াতাড়ি। একবার ইনহেলার ব্যবহার করলে সারাজীবন সেটা নিতে হবে এই ধারণাটাও ঠিক না। তাছাড়া রোগীদের চিকিৎসায় অ্যালার্জির ধরন অনুযায়ী ডাক্তার ভ্যাকসিন দিলে আর তা ঠিকমতো দিতে হবে। অনেকে ভ্যাকসিন নিয়েও দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে থাকেন। এটাও আধুনিক চিকিৎসার একটা অংশ। দীর্ঘদিন সুস্থ থাকতে এর কোনো বিকল্প নেই।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ গত ছয় বছর ধরে লক্ষ্য করছি, আমার নাকের হাড় বাঁকা। রাতে ঘুমাতে গেলে নাক ডাকি, ঘুমে ব্যাঘাত হচ্ছে। সারা দিন ঘুম ঘুম ভাব হচ্ছে। দুই মাস ধরে মুখের এক পাশ ভার ভার লাগাতে ডাক্তার দেখিয়েছি। তিনি নাকের অপারেশন করতে বলেছেন। সার্জারি ছাড়া সমস্যার সমাধান কি সম্ভব?

উত্তর ঃ নাকের হাড় বাঁকা থেকে অনেকের সাইনাসের সমস্যা হতে পারে। এজন্যই আপনার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। নাক ডাকার জন্য শরীরে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে। সে জন্য সারা দিন ঘুম ঘুম ভাব হচ্ছে। এক্ষেত্রে শুধু নাকের অপারেশনই নয়, সাইনাসের অপারেশন করাও জরুরি। অবহেলা করলে অনেকের ব্রেনের ক্ষতি হতে পারে। এমনকি মুখের নার্ভেরও ক্ষতি হতে পারে। আপনি একজন নাক, কান ও গলা রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন ঃ গত দুই সপ্তাহ ধরে আমার গলা ব্যথা হচ্ছে। বুকেও মনে হয় কফ জমে গেছে। বর্তমানে জ্বর আছে। নাকও বন্ধ হয়ে গেছে। বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তারপর থেকে এই সমস্যা হচ্ছে। এর থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কি?

উত্তর ঃ আগে আপনার ভাইরাল ইনফেকশন হয়েছিল। বর্তমানে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়েছে। অ্যালার্জির কোনো সমস্যা আছে কিনা তা নির্ণয় করা দরকার। আপনার নাকেও কোনো সমস্যা থাকতে পারে। চিকিৎসকের পরামর্শে এক কোর্স অ্যান্টিবায়োটিক খেতে পারেন। ঠাণ্ডা ও ঠাণ্ডা জাতীয় খাবার পরিহার করবেন।

প্রশ্ন ঃ আমার মেয়ের বয়স ৪ বছর। ওর একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়, নাক দিয়ে জল পড়ে। একটু ধোঁয়াতে বা বাইরে হাঁটলেই এই সমস্যা বেড়ে যায়। সঙ্গে কাশিও থাকে। জ্বর তেমন থাকে না। আমার কী করণীয়?

উত্তর ঃ আপনার বাচ্চার অ্যাডেনয়েডে সমস্যা থাকতে পারে। এর জন্য পরীক্ষা করানো দরকার। শুধু ঠাণ্ডা, ধোঁয়া, ধুলা পরিহার করলেই চলবে না। বাচ্চার এই সমস্যা চলতে থাকলে তার গ্রোথে সমস্যা হতে পারে। ওষুধে ভালো না হলে, নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে অ্যাডেনয়েডের অপারেশন করিয়ে নেওয়া ভালো।

প্রশ্ন ঃ রাতে ঘুমাতে গেলে আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা হয়। ডাক্তার বলেছে, আমার স্লিপ অ্যাপনিয়া রোগ হয়েছে। এর জন্য স্লিপ টেস্ট করতে বলেছেন। এই টেস্ট না করে কি অ্যাপনিয়ার চিকিৎসা সম্ভব?

উত্তর ঃ আপনি অ্যালার্জিতে ভুগছেন। নাকে স্টেরয়েড স্প্রে ও মন্টিলুকাস জাতীয় ওষুধ দীর্ঘদিন খেতে হবে। ঘরের ধুলা, ধোঁয়া থেকে দূরে থাকবেন। এই পরীক্ষা করানোর মাধ্যমে বোঝা সম্ভব আপনার রোগের তীব্রতা কতখানি। পরীক্ষা করাতে কোনো পূর্ব প্রস্তুতি লাগে না এবং কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। উন্নত দেশে হাসপাতালে এই টেস্ট হচ্ছে। স্লিপ অ্যাপনিয়ার জটিলতা হিসাবে হার্ট ও ব্রেনে রক্ত সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে রোগীর শারীরিক সমস্যা হতে পারে। মানসিক সমস্যাতেও ভুগতে পারেন। অকারণে মেজাজ হারিয়ে ফেলতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৩০ বছর। সকাল হলেই হাঁচি-কাশি শুরু হয়। সব সময় গলায় কফ থাকে, আর কাশি হয়। মাঝেমধ্যে রাতে শ্বাসকষ্টও হয়। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে কী করতে পারি?

উত্তর ঃ আপনার কোল্ড অ্যালার্জি আছে। সাইনোসাইটিস বা অ্যাজমাও থাকতে পারে। এই রোগগুলো একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। দীর্ঘমেয়াদি বা প্রায় সারা জীবনই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হতে পারে। আপনি একজন নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘদিন আমার পায়ের আঙুলের ফাঁকে ঘা। অনেক মলম লাগিয়েছি। ঘা সারেনি। এর থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি?

উত্তর ঃ আপনার রোগটির নাম 'ইন্টারট্রিগো'। রোগটি সঠিকভাবে শনাক্ত করে উপদেশ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। অবশ্যই আপনার রোগটি ভালো হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ আমার মুখে, বুকে, পিঠে ব্রণ। অনেক চিকিৎসা করেও পরিত্রাণ পাচ্ছি না।

উত্তর ঃ আপনি হরমোনজনিত সমস্যায় ভুগছেন। সফল চিকিৎসা তত্ত্বাধুনিক রেডিও সার্জারি। সাথে হরমোন থেরাপী নিতে হবে। আপনি দ্রুত সেরে উঠবেন। এতে নেই কোন পার্শ্বক্রিয়া।

সংক্রমণ রোধে

দুরন্ত বার্তা ঃ শীতকালে ঘরে ঘরে জ্বর, সর্দি, কাশি লেগেই থাকে। বিশেষ করে, ছোট শিশুদের কাশি, সর্দি, জ্বর বা অন্যান্য সংক্রমণের আশঙ্কা থেকেই যায়। আর ঠাণ্ডা লাগলেই বা জ্বর হলে শিশুদের খাওয়া-দাওয়াতে অনীহা ও কান্নাকাটি শুরু হয়। তাই এই সময় প্রত্যেক বাবা-মায়ের শিশুদের ব্যাপারে সাবধান থাকা প্রয়োজন। শীতে শিশুদের সর্দি-কাশির সমস্যা থেকে বাঁচাতে যা করবেন-

হাত না ধুয়ে শিশুকে স্পর্শ করবেন না ঃ শিশুদের স্পর্শ করার আগে অবশ্যই ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করবেন। নোংরা হাতে শিশুকে স্পর্শ করলে আপনার হাতে থাকা জীবাণু তার শরীরে প্রবেশ করবে। তাই সবসময় সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া জরুরি। এতে আপনার হাত জীবাণুমুক্ত থাকবে।

বাড়িতে আসা সকলকে হাত ধোয়ার জন্য বলুন ঃ বাড়িতে ছোট শিশু থাকলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, অফিসের সহকর্মীরা বেড়াতে এসে শিশুকে আদর করতে, কোলে নিতে চান। সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে আসা সকলকে আগে সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার কথা বলুন। তারপরই শিশুকে তাদের হাতে দিন। এতে আপনার সন্তান বিভিন্ন সংক্রামক ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

অসুস্থ ব্যক্তিদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন ঃ শিশুদের সংক্রমণ এড়ানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলির মধ্যে একটি হল অসুস্থ ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকা। জ্বর, সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা এবং ফ্লু ইনফেকশন অত্যন্ত সংক্রামক। ফ্লু বা সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাশি, হাঁচি বা কথা বলার সময় নির্গত ক্ষুদ্র ড্রপলেটস থেকে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। এই ড্রপলেটগুলি আশেপাশের লোকদের মুখ বা নাক দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। তাই এই ধরনের ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

স্তন্যপান করানো ঃ একেবারে ছোট শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর একটি দুর্দান্ত উপায় হল স্তন্যপান করানো। বুকের দুধ শিশুদের জন্য অ্যান্টিবডির একটি সমৃদ্ধ উৎস। এটি বিভিন্ন গুরুতর রোগ থেকে শিশুদের রক্ষা করে।

বাইরে বের হবেন না ঃ শীতকালে ঠাণ্ডা লাগা এবং ফ্লু সংক্রমণের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই এই সময় বাবা-মাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। শিশুকে নিয়ে এ সময় বাইরে না যাওয়াই ভাল। কারণ ছোটো বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ততটাও শক্তিশালী হয় না, ফলে খুব সহজেই তারা আক্রান্ত হতে পারে।

সুস্থ থাকতে সচেতনতা জরুরি

দুরন্ত বার্তা ঃ উচ্চরক্তচাপ বা হাইপ্রেশার এমন একটি রোগ এর সঠিক কারণ পুরোপুরিভাবে জানা যায়নি। তবে কেউ উচ্চরক্তচাপ স্বাভাবিক (আন্তর্জাতিক পরিমাপ) রাখলে রক্তচাপের প্রভাবে যেসব হার্ট ও অন্যান্য জটিলতা যেমন-কিডনি সমস্যা, ব্রেন সমস্যা ইত্যাদি আক্রমণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যাবে। হোক না সেটা সামান্য, এটাকেই বলা হয় জৈবিক সমস্যা। আমরা বর্তমান সময়ে কেউ অর্থনৈতিক, কেউবা সামাজিক কারণেই অলস হয়ে পড়ছি। বর্তমান সময়ে রোগকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যা খুব দ্রুত ছড়ায় কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হয় না যেমন-(সাময়িক রোগ) করোনা, অন্যটাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা হয়, লাইফ স্টাইলজনিত রোগ বা দীর্ঘমেয়াদি রোগ যেমন হাইপ্রেশার, ডায়াবেটিস এবং হার্টের রোগ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, যুদ্ধংদেহি মনোভাব, বিষণ্ণতায় ভোগা, বিমর্ষতা সামাজিকতা ও খাদ্যাভ্যাস, সর্বোপরি কর্মবিমুখতা, তার থেকে অলসতা সব মিলে রোগ। যা মানসিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে আরও বেশি বেগবান করে। একবার কেউ এই চক্রে পতিত হলে তার উদ্ধার পাওয়াটা বেশ কঠিন হয়ে উঠে। তবে আশার কথা হলো, এখান থেকে বেরিয়ে আসাও সম্ভব। তবে সেজন্য জীবনে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসা দরকার। কিছু নিয়ম মেনে চলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। মানুষ বিজ্ঞানভিত্তিক খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলে মুক্তি পেতে পারে, যেমন-প্রয়োজনমাফিক খাব, নিজের প্রয়োজন নিজে বোঝার জন্য যতটুকু জ্ঞান থাকা দরকার তা অর্জন করা, তা না হলে প্রয়োজন বুঝতে পারবেন না। আরও একটা বিষয় হলো-কখনই প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করা যাবে না। ওজন বংশগত প্রথা নয় হিসেবে বয়সভিত্তিক নির্ণয় করে তা বজায় রাখতে হবে। মানুষ যদি পুষ্টিকর খাবার না খায় এবং প্রয়োজনীয় কায়িক শ্রম যেমন হাঁটা, উপরে উঠা, সিঁড়ি নামা, ওজন বহন করা এবং মাঝেমধ্যে অপরের সঙ্গে দৌড়ে আক্রমণ করা অভ্যাস না থাকলে অথবা পলায়ন করা-এই ধরনের কায়িক শ্রম প্রত্যেক মানুষকে অবশ্যই করতে হবে। এসবকে একত্রে খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারা (স্বাস্থ্যকর) বলা হয়। মানুষ অত্যধিক যান্ত্রিক হওয়ার ফলে জীবনধারা বা লাইফ স্টাইলজনিত রোগগুলোর প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি পরিলক্ষিত হতো না। উচ্চরক্তচাপ যে জন্যই হোক না কেন প্রাথমিক এবং ক্ষেত্র বিশেষে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সময়ে কোনোরূপ উপসর্গ পরিলক্ষিত না হওয়ার জন্য মানুষ বুঝতে পারত না। কিন্তু বর্তমান সময়ে রক্তচাপ পরিমাপের যন্ত্রের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া অনেক সময়ই প্রাথমিক অবস্থা থেকেই উচ্চরক্তচাপ নির্ণয় হচ্ছে। তারে প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ ওষুধ গ্রহণে আগ্রহী হয় না, নিজে নিজেই নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করে আবার ভুলে যায়। এভাবে জটিলতা বৃদ্ধি পেলেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। হাইপ্রেশার থাকলে মানুষের হার্টকে অধিক পরিশ্রম করে সারা শরীরে রক্ত সরবরাহ করতে হয়। যদি হার্টকে অনেক সময় ধরে অধিক পরিশ্রম করে তার কাজ করতে হয়, তবে ধীরে ধীরে তার কর্মক্ষমতা কমতে থাকবে, হার্ট তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে কমতি দেখা দেওয়াকে হার্টের দুর্বলতা বা হার্ট ফেলিওর (মানে পাস নম্বর পায়নি) সৃষ্টি হয়ে থাকে। কেউ কেউ তারও আগে থেকে পরিশ্রমে বুক ব্যথা, পরিশ্রমে হাপিয়ে যাওয়া বা হাঁপিয়ে ওঠা, কেউ কেউ এটাকে দম আটকে আসা, কেউ বলে হাঁসফাঁস লাগে, কারও কারও বুক ধড়ফড় করে থাকে। এককথায় বা অন্য উপসর্গের সঙ্গে, কেউ কেউ চলতে চলতে থেমে যান আবার চলতে পারেন, কেউ শক্তির কাজ করতে পারেন না। হাইপ্রেশার থেকে হার্ট আক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখুন, সেটা লাইফ স্টাইলের মাধ্যমে হলে ভালো। যদি তা না হয় তবে লাইফস্টাইলের সঙ্গে ওষুধ গ্রহণ করুন। আশা করছি সুফল পাবেন। তাই সচেতন হওয়া জরুরি।

শীতকালে স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেক বেশি

দুরন্ত বার্তা ঃ গবেষণায় দেখা গেছে, শীতকালটা স্ট্রোকের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। শীতের সময় সকালে ঠাণ্ডা জল দিয়ে স্নান করা, বাথরুমে হঠাৎ ঝরনা ছেড়ে দেওয়া-এসবই বিপদের লক্ষণ। বাথরুমে গিয়ে স্ট্রোক হয়েছে এমন খবরও আসে। বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে এমন হয়। তাই শীতকালটা সাবধান থাকা ভালো। সাধারণত রক্তনালি দুর্ঘটনার কারণে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে বা হারিয়ে গেলে তাকে বলে স্ট্রোক। তবে এটা যে কারও ক্ষেত্রে যে কোনো সময় হতে পারে।

স্ট্রোকের লক্ষণ ঃ শরীরের কোনো একদিকে দুর্বল বোধ করা বা শরীরের কোনো একদিক নাড়াতে না পারা, হাতে-পায়ে ভর করতে না পারা, মুখ একদিকে বেঁকে যাওয়া, প্রচণ্ড মাথাব্যথা হওয়া, কথা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া, বমি হওয়া, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, মুখের অসাড়তা, কথা জড়িয়ে যাওয়া, বেসামাল হাঁটাচলা, হঠাৎ খিঁচুনি বা ধপ করে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হলে বুঝতে হবে স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমন হলে রোগীকে কাত করে শুইয়ে দিতে হবে। এই অবস্থায় কোনো খাবার বা ওষুধ মুখে দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে শ্বাসনালিতে ঢুকে ক্ষতি করতে পারে। কারণ মুখে জমে থাকা লালা ও বমি পরিষ্কার করে দিতে হবে। টাইট জামাকাপড় ঢিলে করে দিতে হবে। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হাসপাতালে যাওয়ার সময় রোগীর আগের চিকিৎসার ফাইল সঙ্গে নিতে হবে।

স্ট্রোকের পর করণীয় ঃ অতিদ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আধাঘণ্টার মধ্যেই। সাধারণত স্ট্রোকের ক্ষেত্রে ইমারজেন্সি ব্রেনের রেডিওলোজিক টেস্ট, সিটিস্ক্যান, এমআরআই করা উচিত। ঘাড়ের রক্তনালির ডপলার, হার্টের সমস্যার জন্য ইকো পরীক্ষা করাতে হবে। রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা পরীক্ষা করে নিতে হবে। প্রয়োজনে এনজিওগ্রাম ও ইকোকার্ডিওগ্রাফি পরীক্ষাও করতে হবে।

চিকিৎসা করাতে হবে দ্রুত ঃ স্ট্রোক হলে আক্রান্ত এলাকার মস্তিষ্ক কোষের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনসহ প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। রক্ত সরবরাহ দুই থেকে পাঁচ মিনিটের বেশি বন্ধ থাকলে স্নায়ুকোষ স্থায়ীভাবে ধ্বংস হয়।

স্ট্রোকের চিকিৎসা ঃ স্ট্রোক ব্রেনের রক্ত চলাচল কমে যাওয়ার জন্য এবং ব্রেন কম রক্তপ্রবাহ নিয়ে বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। তাই স্ট্রোকের চিকিৎসা তাৎক্ষণিক শুরু করতে হয়। ওষুধ প্রয়োগ করে রক্তের চাপ, রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে হবে। রক্তের জমাট অবস্থা কাটিয়ে উঠতে তাৎক্ষণিক চিকিৎসা শুরু করতে হবে। প্রাথমিক ধাপ কাটিয়ে ওঠার পর বহুদিন পর্যন্ত ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন হতে পারে। স্ট্রোক হয়েছে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা, ধূমপান ও মদ্যপান ত্যাগ করা, ডাক্তারের পরামর্শে নিয়মিত ওষুধ সেবন, নিয়ম করে হাঁটা, খাদ্যাভ্যাসে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, মানসিক চাপ পরিহার করা, ওজন নিয়ন্ত্রণ করা, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যাবে। তবে সচেতন ও সাবধানতা জরুরি।

আপনার নাক বন্ধ থাকা সাইনোসাইটিসের লক্ষণ হতে পারে

দুরন্ত বার্তা ঃ ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কারণে অনেকের নাক বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে মাথাব্যথা ও সর্দি যোগ হয়। ঋতু পরিবর্তনের সময় এই উপসর্গগুলো অনেকেরই দেখা দেয়। এগুলো অনেক ক্ষেত্রে সাইনোসাইটিসের কারণেও হয়। তবে ভয় পাবেন না পেয়ে, আগেভাগেই কড়া অ্যান্টিবায়োটিক না খেয়ে জেনে নিন কী করতে হবে। দরকার হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

নাককে শরীরের এয়ার কন্ডিশনারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। আমাদের শরীরে বাতাস ঢোকার অন্যতম পথ হলো নাক। নাকের চারপাশের অস্থিগুলোর পাশে বাতাসপূর্ণ কুঠুরি থাকে। এগুলোকে বলে 'সাইনাস'। সাইনাসের কাজ হলো মাথাকে হালকা রাখা, আঘাত থেকে মাথাকে রক্ষা করা, কণ্ঠস্বরকে সুরেলা রাখা, দাঁত ও চোয়াল গঠনে সহায়তা করা। প্রত্যেকটি সাইনাসই অস্থিয়ালের সাহায্যে নাসিকা গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত। সাইনাসের ভেতরের মিউকাস (তরল) স্বাভাবিক নিয়মেই প্রত্যেক দিন নাসিকা গহ্বর দিয়ে বেরিয়ে যায়। নাকের মধ্য দিয়ে সাইনাসে বাতাস চলাচল করে এবং এই প্রক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটলে বাতাসের পরিবর্তে সেখানে জল বা তরল পদার্থ জমা হয়ে সমস্যা হয়ে থাকে যাকে মেডিকেলের ভাষায় বলা হয় সাইনোসাইটিস।

সাইনোসাইটিস কেন হয় ঃ নাকে এলার্জি সমস্যা থাকলে, ভাইরাসের সংক্রমণ হলে, মরশুম পরিবর্তনজনিত সাধারণ ঠাণ্ডা-সর্দি থেকে, নাকের মাঝখানের হাড় বাঁকা হলে, নাকের ভেতরে মাংস (টারবিনেট) বৃদ্ধি হলে, নাকের পলিপ, টিউমার ইত্যাদির কারণে সাইনাসের মধ্যে বাতাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে জল বা তরল পদার্থ জমা হয়ে সমস্যা হয়ে থাকে। অ্যালার্জি, ঠাণ্ডা এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সমস্যাগুলো থেকেই শীতে এই সময়ে এই রোগের প্রকোপ তুলনামূলক বেশি দেখা দেয়। এই সময় সমস্যা দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

লক্ষণ এবং উপসর্গ

-নাক থেকে ঘন, হলুদ বা সবুজাভ শ্লেষ্মা (সর্দি) বের হয়। সঙ্গে জ্বর হতে পারে।

-নাক বন্ধ এবং নাক দিয়ে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়।

-নাকে ব্যথা, চোখের নিচে অথবা কপালে ভোঁতাভাব থাকতে পারে এবং চোখ, গাল, নাক বা কপালের চারপাশে ব্যথা থাকতে পারে।

-কানের ভেতরে চাপ অথবা বন্ধ বন্ধ ভাব অনুভব হতে পারে।

-মাথা ব্যথা থাকতে পারে, দাঁতে ব্যথা হতে পারে, ঘ্রাণশক্তি গন্ধের অনুভূতি কমে যেতে পারে।

শীতের শুরুতে সতর্ক থাকতে করণীয় ঃ আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় যেন সচেতন হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। গভীর রাতে বাড়ি ফিরতে হলে বা ভোরে বের হলে কান-মাথা-গলা ঢেকে বের হওয়া উচিত। শীত শীত লাগলে পায়ে মোজা রাখুন মোজা। শীতে ধুলা থেকে অ্যালার্জি বাড়ে তাই রাস্তায় বেরোলে রুমাল সঙ্গে রাখুন। নাক চাপা দিন ধুলো-ধোঁয়ায় প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করুন। কারও যদি অ্যালার্জি থাকে, সে ক্ষেত্রে জেনে নিতে হবে অ্যালার্জির নির্দিষ্ট কারণ। যাতে সতর্ক হয়ে তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। পাশাপাশি ধূমায়িত এবং দূষিত পরিবেশ পরিত্যাগ করে চলা, ঘুমানোর সময় মাথা উঁচু রাখা (যাতে সাইনাস নিজে থেকেই পরিষ্কার হতে পারে), দীর্ঘক্ষণ জল ঘাটবেন না। আক্রান্ত হলে অ্যারোসোল, মশার কয়েলের ধোঁয়াসহ যে কোনো ধরনের ধোঁয়া ও স্প্রে থেকে দূরে থাকুন।

কীভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় ঃ যে কোনো স্বাস্থ্য সমস্যায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত। সাইনোসাইটিস রোগটি নির্ণয় করা খুব সহজ। নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞরা রোগীকে ক্লিনিক্যালি দেখার পাশাপাশি একটি এক্সরে করেই নিশ্চিত হয়ে থাকেন।

করণীয় ঃ এ একম সমস্যা দেখা দিলে ভাপ নেওয়ার সাহায্যে নাক পরিষ্কার করতে পারেন। দিনে দুবার গরম জলের ভেপার নিতে হবে। গরম জল মেনথলের দানা মিশিয়ে চোখ বন্ধ করে কুসুম গরম জলের ভেপার নাক দিয়ে নেওয়া যায়। এতে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস নাক থেকে সহজেই দূর হবে।

এই অসুখে সাধারণত অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খুব কার্যকর। এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বলা যায়। বাজারে চলতি নাকের ড্রপে সাময়িক আরাম মিললেও দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা নয়, সে ক্ষেত্রে নাকের ঘ্রাণশক্তি কমে যেতে পারে। সমস্যা বেশি দেখা দিলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। চিকিৎসক প্রয়োজনবোধে সঠিক মাত্রায় সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক এবং ব্যথানাশক দিয়ে থাকেন।

ভাতা চেয়ে পথে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ জানুয়ারি ঃ মুসলিমদের সরকারিভাবে ইমাম ভাতা চালু হয়েছে অনেকদিন। তাহলে অব্রাহ্মণদের পুরোহিত ভাতা নয় কেন? এই দাবিতে রবিবার ছুটির দুপুরে রাজপথে হাঁটলেন হাজার দুয়েক মহিলা-পুরুষ। তাঁদের দাবি, সংবিধানের ২৫ এবং ২৬ ধারাতে অব্রাহ্মণদেরও পৌরহিত্য করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। শীর্ষ আদালতও এই বিষয়ে অব্রাহ্মণদের স্বপক্ষে মত দিয়েছে। তাহলে কেন সরকারিভাবে গড়িমসি? এদিন নদীয়ার হাঁসখালি থানার বগুলাতে গৌরহরি মিশন মডার্ন টোলের পক্ষ থেকে বগুলা শহরজুড়ে মিছিল বের করা হয়। মিশনকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি সহ ইমাম ভাতার মত পুরোহিত ভাড়া চালু করার দাবি নিয়ে মহিলা এবং পুরুষ মিলিয়ে প্রায় দু হাজার মানুষ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিশনের সাধারণ সম্পাদক অভিরাম বিশ্বাস বলেন, মুসলিমদের বিভিন্ন রকম মসজিদ তৈরি করে ইমাম ভাতা দেওয়া হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সংবিধানের ২৫ এবং ২৬ ধারা অনুযায়ী অব্রাহ্মণদেরও পৌরহিত্য করার অধিকার রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে আমরা ইতিমধ্যে প্রায় এক হাজারেরও বেশি পুরুষ এবং মহিলাকে উপনয়ন দিয়ে পৌরহিত্যের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। আমরা চাই ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণদের পুরোহিত ভাতা চালু করা হোক। এবং আমাদের মিশনকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হোক। বস্তুত, পঞ্চায়েত ভোটের মুখে পুরোহিত ভাতার দাবিতে আন্দোলনকারীদের এমন কর্মসূচিকে ঘিরে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাননি শাসকদলের স্থানীয় নেতারা। একান্ত আলাপচারিতায় আন্দোলনের নেপথ্যে বিজেপির হাত দেখছেন তাঁরা। তাঁদের কথায়, স্পর্শকাতর এই বিষয়ে মন্তব্য করা মানে বিতর্কে জড়িয়ে পড়া। তাই এই বিষয়ে দলের তরফেই দূরত্ব রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারীরা অবশ্য বলছেন, কারও মদত নয়, স্রেফ নিজেদের অধিকারের দাবিতেই তাঁদের এই কর্মসূচি।

আগুনে পুড়ে ছাই

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জানুয়ারি ঃ শীতের মরশুমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। পুড়ে ছাই হয়ে গেল মুদিখানার দোকান ও গোয়াল ঘর। দমকলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ। মাত্র এক কিলোমিটার দূরে দমকল কেন্দ্র থাকলেও অগ্নিকাণ্ডের ১ ঘন্টার মধ্যেও পৌঁছলো না দমকল। অবশেষে এলাকাবাসীর তৎপরতায় নিয়ন্ত্রণে আগুন। দমকলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিল অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লোকেরা। রবিবার মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত তুলসীহাটা এলাকার নয়াটলা বুথে স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় মুদি ব্যবসায়ী হাকিম উদ্দিনের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার মুদিখানার দোকান এবং গোয়ালঘর। অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবারের লোকেরা। অভিযোগ আগুন লাগার সাথে সাথেই দমকলকে খবর দেওয়া হয়। কিন্তু মাত্র এক কিলোমিটার দূরে দমকল কেন্দ্র হলেও এসে পৌঁছায় নি দমকল কর্মীরা। অবশেষে বাধ্য হয়ে আগুন নেভাতে হাত লাগান এলাকাবাসী। তাদের তৎপরতাতেই নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। তবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আক্ষেপ, সময়মতো দমকল পৌঁছে গেলে হয়তো ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কম হতো। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। যদিও এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোন প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি দমকল আধিকারিকরা।

তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা বদল করার অভিযোগ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ জানুয়ারি ঃ নোটবন্দির সময়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা নোট বদল করেছেন। ভাইপোও করেছে। ভাইপো তার পিএ-কে দিয়ে এবং কিছু নির্দিষ্ট ক্যাডারকে দিয়ে নোট বদলিয়েছে। বর্ধমানে বারের মালিক এক যুবনেতার মাধ্যমেও টাকার বদল ঘটানো হয়েছে। এছাড়াও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের স্ত্রীর নামে ৪ কোটি টাকা পরিবর্তন করা হয়েছে বিধাননগরের ব্যাংকে। আর প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতি নোটবন্দির সময়ে মুখবেড়িয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে ১৫ কোটি টাকা বদল করেছেন। এই সংক্রান্ত সমস্ত ডকুমেন্টস আমার কাছে আছে বলে, রবিবার বর্ধমানে দাবি করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে তিনি বলেন, জলশক্তি দফতরের টাকার কাজের টেন্ডার ভাইপোর সচিব উলগানাথন ১৫ জানুয়ারির মধ্যে করে দিতে বলেছে। এটা একদমই বেআইনি। যদি বেআইনি ভাবে ফিফটিন ফিনান্সের টাকা এদিক ওদিক করা হয়, তাহলে এক্ষেত্রেও আমরা আবাস যোজনা ও মনরেগার মতই ব্যবস্থা নেব। বর্ধমানের গাংপুরে সংলগ্ন প্যামরায় রবিবার অনুষ্ঠিত হয় বিজেপির সভা। সেই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে শুভেন্দু জানান, চারবার চেষ্টার পর বর্ধমানের উপকণ্ঠে বিজেপির সভা হল। সভা করার জন্য আগে চারবার প্রশাসনের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতির অভিযোগে আয়োজিত ওই সভায় শুভেন্দু অধিকারীর আক্রমণের নিশানায় ছিল তৃণমূল সরকার। আবাস যোজনা থেকে শুরু করে বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী বিজেপি নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা এবং সন্ত্রাসের অভিযোগও তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে। শুভেন্দু দাবি করেন, শুধুমাত্র মেদিনীপুর ও মালদায় নয়। অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্যের আরও ১৪টি জেলায় আবাস যোজনা ইস্যুতে তদন্তে আসবে কেন্দ্রীয় দল। মোমিনপুরের ঘটনা প্রসঙ্গেও রবিবার মুখ খোলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, কলকাতা পুলিশ গোটাটাই গটআপ অ্যারেস্ট করেছিল। সবটাই করা হয়েছিল ওই এলাকায় তৃণমূলের দায়িত্বে থাকা নেতার সঙ্গে কথা বলে। একমাস-দু'মাস জেলে থাকতে পারে এমন লোককে তুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমতায় তৃণমূল কর্মী খুন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। যে কোনও মৃত্যুই দুঃখের। তবে বিস্তারিত না জেনে এই বিষয়ে আর কিছু বলতে তিনি অস্বীকার করেন। পাশাপাশি শুভেন্দু দাবি করেন, গোটা তৃণমূল দলটাই চোর। কর্পোরেটের মত ওই দল চলছে। ২০২২ সালে ৫২৮ কোটি টাকা কারা তৃণমূলকে ইলেকটরাল বণ্ড দিল, তার তালিকা প্রকাশেরও দাবি করেন বিরোধী দলনেতা। এত টাকা কি মদের কোম্পানিগুলো দিল? এই প্রশ্নও তিনি তুলেছেন। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে মানুষের জোট হবে বলেও বিরোধী দলনেতা মন্তব্য করেছেন। রবিবারের সভায় শুভেন্দু ছাড়াও সাংসদ সৌমিত্র খান, জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা-সহ রাজ্য এবং জেলার বিজেপি নেতারা উপস্থিত ছিলেন। বিরোধী দলনেতার এদিনের বক্তব্য প্রসঙ্গে রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দেবু টুডু বলেন, উনি কি হেডমাস্টার নাকি? ওঁর বিরুদ্ধেই তো বিস্তর অভিযোগ। তার পরেও উনি লম্বা-চওড়া কথা কোন মুখে বলছেন? কে চোর, কে হাত পেতে টাকা নিয়েছে, তা আর নতুন করে আমাদের বলতে হবে না। বাংলার মানুষ সব জানে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে মৃত সাইকেল আরোহী

ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় জখম ৪০

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ৮ জানুয়ারি ঃ কাটোয়ায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস। বাস দুর্ঘটনায় মৃত ১, আহত বেশ কয়েকজন শিশু-সহ ৪০ জন যাত্রী। রবিবার দুপুরে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি আহতরা। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে কেতুগ্রামের দধিয়া থেকে কাটোয়া শহরের দিকে যাচ্ছিল একটি যাত্রী ভরতি বাস। কাটোয়া থানার নগর এলাকায় ঘটে যায় দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে খবর, বেলা সাড়ে তিনটে নাগাদ আচমকা বিকট শব্দ শোনা যায়। ভেঙে পড়ে বাসের একটা অংশ। এরপরই নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসটি। উল্টে যায় রাস্তার পাশে। ওই সময় উল্টো দিক থেকে সাইকেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন এক গুড় বিক্রেতা। তিনি বাসের তলায় চাপা পড়ে যান। বাস উল্টে যাওয়ায় আহত হন যাত্রীরা। বহু যাত্রী বাসের ভিতরই আটকে পড়েন। শব্দ পেয়ে তড়িঘড়ি উদ্ধার কাজ শুরু করেন স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় থানায়। তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে ওই সাইকেল আরোহীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। যদিও এখনও তাঁর নাম পরিচয় জানা যায়নি। আহত প্রায় ৪০ জন। তাঁদের প্রত্যেকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রীদের অভিযোগ বাসে প্রচুর যাত্রী তোলা হয়েছিল এবং দ্রুত গতিতে বাস চলছিল। সামনে একটি মোটর বাইক চলে আসার কারণেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা। হাসপাতাল থেকে পুলিশকে মাইকে ঘোষণা করতে শোনা গেল আহত যাত্রীদের বর্ধমান মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে গেলে কোন অ্যাম্বুলেন্স যেন যাত্রীদের কাছ থেকে বেশি ভাড়া না নেয়। পুলিশ সূত্রে খবর এই বাস দুর্ঘটনার মূল কারণ হচ্ছে মেকানিক্যাল ফল্ট। বাসের ফিটনেস ছিল না। সেই কারণে স্প্রিং পাতি ভেঙে দুর্ঘটনা। বাসের মালিক ও চালকের বিরুদ্ধে হতে পারে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা। এইসব আনফিট গাড়িকে কিভাবে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া হয় তাও তদন্ত করা হবে পুলিশের পক্ষ থেকে। এদিকে প্রশ্ন উঠছে কীসের ভিত্তিতে বাসটিকে ফিট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছিল? অভিযোগ উঠেছে বাসটির যন্ত্রাংশ যদি ঠিকঠাক করে পরীক্ষা করা হত তবে এতবড় দুর্ঘটনা হত না। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বাসটি সোজা রাস্তা ধরেই আসছিল। কিন্তু আচমকাই রাস্তার পাশে বেঁকে গেল। পাশাপাশি যাবতীয় নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাসের মাথাতেও অনেকে চেপে বসেছিলেন। কেন পুলিশ এনিয়ে আগাম সতর্ক হল না? কেন পুলিশ ওই বাসের বিরুদ্ধে আগাম ব্যবস্থা নিল না। এই প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। পুলিশ-প্রশাসন পরিবহণ দফতরের ভূমিকা নিয়েও বড় প্রশ্ন উঠেছে।

তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ব্লক নেতা

তনুজ জৈন, মালদা, ৮ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে ভারত জোড়ো যাত্রার অঙ্গ হিসেবে কংগ্রেসের হাইভোল্টেজ রাজনৈতিক সম্মেলন। উপস্থিত রাজ্য এবং জেলা নেতৃত্ব। সভামঞ্চে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ তৃণমূলের ব্লক কমিটির দায়িত্বে থাকা নেতার। যোগ দিয়েই দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে উগরে দিলেন ক্ষোভ। মঞ্চ থেকে তৃণমূল এবং বিজেপিকে একযোগে তীব্র আক্রমণ কংগ্রেস নেতৃত্বের। মুখ্যমন্ত্রীকে দোগলা বলে কটাক্ষ। সরগরম জেলা রাজনীতি। রবিবার মালদা জেলার চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত কলিগ্রাম গার্লস হাই স্কুল সংলগ্ন ফুটবল ময়দানে কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলন ছিল। কলিগ্রাম অঞ্চল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হয় এই সম্মেলন। ভারত জোড়ো যাত্রার অঙ্গ হিসাবেই এই কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক আলম, জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ইশা খান চৌধুরী, চাঁচল ১ নম্বর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আনজারুল হক সহ অন্যান্য জেলা এবং ব্লক নেতৃত্ব। পঞ্চায়েত ভোটের আগে কর্মীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সভা সফল করা অন্যতম লক্ষ্য ছিল কংগ্রেস নেতৃত্বের। সভামঞ্চে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন চাঁচল ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক খাবিরুল ইসলাম। যিনি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার অভিযোগ, সমস্ত দল দুর্নীতিতে ভরে গেছে। এক সময় যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এখন তারাই দলে। তাই তিনি দলত্যাগ করলেন। এদিকে সভামঞ্চ থেকে কংগ্রেস এবং বিজেপিকে কার্যত এক হাত নিলেন ইশা খান চৌধুরী এবং মোস্তাক আলম। ইশা খান চৌধুরী বলেন, কেন্দ্র সরকার দেশজুড়ে বেকারত্ব বাড়িয়েছে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করছে। মোস্তাক আলম মুখ্যমন্ত্রীকে দোগলা বলে কটাক্ষ করেন। তিনি বলেন, এক সময় কংগ্রেসের সঙ্গে যে উঠেছে সে এখন কংগ্রেসের সঙ্গে বেইমানি করছে। মমতার জন্যই বিজেপির এত বাড়বাড়ন্ত। কনকনে শীতের মাঝেও পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে কংগ্রেসের এই রাজনৈতিক সম্মেলন উত্তাপ বাড়িয়েছে জেলা রাজনীতির। চাঁচল ১ নম্বর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আনজারুল হক বলেন, যিনি চার দিন আগেও তৃণমূলের মঞ্চে ছিলেন তিনি আজ কংগ্রেসে যোগ দিলেন। পঞ্চায়েত ভোটে আমরা রিগিং আটকাবো। এখানকার ৮টা অঞ্চলেই কংগ্রেস জয়লাভ করবে। তৃণমূলের পতন নিশ্চিত। তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগদানকারী ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক খাবিরুল ইসলাম বলেন, তৃণমূলে থেকে আদর্শ দিয়ে রাজনীতি করা যাচ্ছে না। দুর্নীতিতে ভরে গেছে। আমি জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূলে ছিলাম। আজ কংগ্রেসে যোগ দিলাম। কারণ আমরা আদর্শে বিশ্বাসী। হরিশ্চন্দ্রপুরের কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মুস্তাক আলম বলেন, দিদির সুরক্ষা কবচ শক্ত করতে দিদির দূতরা গ্রামে গ্রামে মানুষের দুয়ারে পৌঁছাবে। দিদির দূতদের ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করবে সাধারণ মানুষ, বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। একসময় মালদা জেলা তথা সমগ্র চাঁচল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি ছিল। কিন্তু গত পঞ্চায়েত ভোট থেকেই সেই জমি ছিনিয়ে নেয় তৃণমূল। সাথে জেলাতে শক্তি বাড়ায় বিজেপি। পঞ্চায়েত ভোটে তাই নিজেদের জমি ফিরে পেতে কংগ্রেসকে সমান ভাবে লড়তে হবে তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে।

কাঁথি থানার আইসি অমলেন্দু বিশ্বাসকে তলব করল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৮ জানুয়ারি ঃ কাঁথি পুরসভার টেন্ডার দুর্নীতির তদন্তে কাঁথি থানার আইসি অমলেন্দু বিশ্বাসকে তলব করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় কলকাতায় সিবিআইয়ের সদর দফতর নিজাম প্যালেসে তাঁকে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, আদালতের নির্দেশে সিবিআই একটি মামলার তদন্ত শুরু করেছে। সেই মামলার তদন্তের জন্যে সিবিআই সোমবার আইসিকে হাজির হতে বলেছে। জানা গিয়েছে, অধিকারী ঘনিষ্ঠ কাঁথি পুরসভার ঠিকাদার রামচন্দ্র পন্ডার বিরুদ্ধে ঠিকাদারের ভুয়ো শংসাপত্র দিয়ে কাজ নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের হয়। সেই মর্মে কাঁথি থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। কিন্তু ইতিমধ্যে রামচন্দ্র পন্ডা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। আদালতে অভিযোগকারী কাকলি পন্ডা জানান, তাঁকে জোর করে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে অভিযোগপত্রে। ওই অভিযোগ পত্রে যা অভিযোগ রয়েছে, তাঁর অভিযোগ সেটি ছিল না। তারপরেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় আদালত। সেইমর্মে কাঁথি থানার আইসি অমলেন্দু বিশ্বাসকে সিবিআই তলব করেছে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, কাঁথি পুরসভার শ্মশানের সংস্কারের টেন্ডার নিয়ে দেড় কোটির টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে কাঁথি পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ভাই সৌমেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে। সেসময় ২০১৯-২০২০ সালে কাঁথি পুরসভার ওই টেন্ডার পান রামচন্দ্র পান্ডা। রামচন্দ্র, শুভেন্দু এবং অধিকারী পরিবারের ঘনিষ্ঠ বলে জানা যায়। ভুয়ো শংসাপত্রের মালিক রামচন্দ্রকে বরাত দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকী, শ্মশানে স্টল তৈরিতেও ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে আগেই দু'টি এফআইআর দায়ের হয়। এর পর, গত ২৮ ডিসেম্বর আরও একটি এফআইআর দায়ের হয়। তাতে দেখা যায়, কাঁথি পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার শান্তনু পান্ডার স্ত্রী কাকলি পান্ডা অভিযোগ করেছেন এবং তার ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয়েছে রামচন্দ্রকে। তৃতীয় এফআইআরটি কাকলির অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছে বলে আদালতে জানায় রাজ্য। পুরো বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হওয়ায় তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে আদালত। সেই তদন্তের স্বার্থেই সোমবার কাঁথি থানার আইসিকে তলব করেছেন তদন্তকারীরা।

চোরাই বাইক সহ যুবক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, চাঁচল, ৮ জানুয়ারি ঃ মালদায় চোরাই বাইক সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার রাতে নাকা তল্লাশি চালানর সময় জেলার মালতীপুর বাইপাসের ধার থেকে চোরাই বাইক সহ ওই যুবককে গ্রেফতার করে চাঁচল থানার পুলিশ। ধৃতকে রবিবার চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করে পাঁচদিনের হেপাজতের আবেদন চেয়েছে পুলিশ । পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম সাহেব আলি(২৬)। বাড়ি চাঁচল থানার বাকিপুর গ্রামে। সে চোরাই বাইক চক্রের মূল পাণ্ডা বলে পুলিশ জানিয়েছে। শনিবার রাতে মালতীপুর নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছিল। সে সময় সামসী থেকে চাঁচলের অভিমুখে যাচ্ছিল ওই বাইপাসে বাইক চালক। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে বাইকের উপযুক্ত নথি দেখাতে পারেননি ওই যুবক। সন্দেহ হতেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে চুরি চক্রের রহস্যের কিনারা করে। পুলিশের প্রাথমিক ভাবে অনুমান, ধৃতের সঙ্গে আরও কেউ বাইক চুরি চক্রে জড়িত থাকতে পারে। চাঁচল মহকুমা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে বাইক চুরির ঘটনা ঘটেই চলেছে। এর জন্য যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছে চাঁচল থানার পুলিশ। প্রতিনিয়ত নাকা পয়েন্ট গুলিতে চলছে তল্লাশি অভিযান। সীমান্তবর্তী জেলা মালদায় চোরা কারবারিদের যথেষ্ট দাপট রয়েছে। যার ফলে পুলিশের কড়া নজরদারি সারা বছর থাকে। তা সত্ত্বেও নানা ধরণের চুরির ঘটনা সামনে আসে।

বিডিওকে ঘেরাও

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৮ জানুয়ারি ঃ আবাস যোজনার তদন্তে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় দল ঘুরে গিয়েছে জেলায়। এ জেলায় ১০০ শতাংশ অভিযোগেরই পক্ষে প্রমাণ মিলেছে, দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। এবার অভিযোগ উঠল, শুভেন্দুর বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামেই আবাস নিয়ে বিক্ষোভের মুখে বিডিও। রাজ্যজুড়ে আবাস যোজনা নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। যোগ্যরা ঘর পাননি বলে দিকে দিকে বিক্ষোভের আগুন জ্বলেছে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলও এসেছে। এবার সেই বিরোধী দলনেতার বিধানসভা এলাকায় বিক্ষোভের শিকার হলেন ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক। আবাস যোজনাকে কেন্দ্র করে নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের দাউদপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার নয়নানের ছয়ঘরিতে বিডিওকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন একদল মানুষ। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকায় এমন কয়েকজন নাম এসেছে আবাসের তালিকায় যাঁদের পাকা বাড়ি আছে। বাদ গিয়েছে এমন নাম, যাঁদের মাথা গোঁজার ঠাঁই মাটির ঘরে। এরইমধ্যে রবিবার এলাকায় সার্ভে করতে গিয়েছিলেন বিডিও। অভিযোগ, সেখানে আবাস যোজনার সার্ভেতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে নন্দীগ্রাম-১ ব্লকের বিডিও সুনীতা সেনগুপ্তর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরে ঘটনাস্থলে নন্দীগ্রাম থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। তবে এ নিয়ে বিডিওকে ফোন করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। দাউদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সামসুল ইসলাম বলেন, যাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের নামই ওই তালিকায় আছে। তিনি জানান, বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর তাঁরা চলেও যান। তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌমেন মহাপাত্র বলেন, আবাসের টাকা কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্যও দেয়। বিজেপি নেতারা রাজ্যে ৪০ শতাংশের কথা ভুলে গিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে।

খেলার মাঠে উদ্ধার প্রচুর বিস্ফোরক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ জানুয়ারি ঃ রামপুরহাট থেকে প্রচুর বিস্ফোরক উদ্ধার। অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক উদ্ধার করল পুলিশ। উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরকগুলির মধ্যে রয়েছে ৩ হাজার পিস ডিটোনেটর, ৮০০ পিস জিলেটিন স্টিক ও ১০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। রবিবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া বীরভূমের রামপুরহাটে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানকার রদিপুর গ্রামের খেলার মাঠ থেকে এই বিস্ফোরকগুলি উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। তবে কে বা কারা কী উদ্দেশে এই বিস্ফোরকগুলি মজুত করে রেখেছে, তা তদন্ত করছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। জেলায় এত পরিমাণ বিস্ফোরক একসঙ্গে উদ্ধারের ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যেই নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সবদিক নজরে রেখেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কারণ, বিস্ফোরক ব্যবহার করে পাথর খাদানগুলিতেও পাথর ভাঙার কাজ চলে। যদিও পাথর খাদানের ক্ষেত্রে এত পরিমাণ বিস্ফোরক কাজে লাগে কি না তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। রবিবার খেলার মাঠে উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক কোনও পাথর খাদানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, নাকি এই বিস্ফোরক মজুত করার উদ্দেশ্য অন্য কিছু, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। নাশকতার কোনও ছক ছিল কি না তাও তদন্ত করে দেখছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি তাদের মতো করে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় মিটিং, মিছিল করছে দলগুলি। চলছে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিও। আর এসবের মাঝেই বিভিন্ন জেলায় বোমা, বারুদের খোঁজ মিলছে বলে অভিযোগ উঠছে বারবার। এবার রামপুরহাটে এত বিস্ফোরক ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য সংবাদমাধ্যমকে জানান, আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বলছি পশ্চিমবঙ্গ কার্যত বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, এত ডিটোনেটর, এত জিলেটিন স্টিক এক জায়গায়। কোথা থেকে আসছে, কে নিয়ে আসছে, তা জানা দরকার। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বারুদ নয়, এটা বিস্ফোরক। বাইরে থেকে আমদানি করা হয়। মাইনিংয়ের কাজে লাগে এগুলি। জিলেটিন স্টিক মাইনিংয়ে লাগে। বিজেপির এদের পড়াশোনা এত কম। মাইনিংয়ের জিনিস যদি খেলার মাঠে পাওয়া যায় তার জবাব দিতে হবে মাইনিং অথরিটিকে।

অষ্টম বর্ষ সকার কাপ শেষ হল

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৮ জানুয়ারি ঃ নবদ্বীপ পুরসভা ও মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস একাডেমির পরিচালনায় অষ্টম বর্ষ মিউনিসিপ্যাল সকার কাপ জিতে নিল নবদ্বীপ শহরের নিউ শিবশঙ্কর ক্লাব। রবিবার টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে একতরফা প্রাধান্য নিয়ে খেলে ৭-০ গোলে তাঁরা পরাজিত করল টুর্নামেন্টে এবারই প্রথমবার অংশ নেওয়া চরব্রহ্মনগর সেবক সমিতিকে। ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন তাঁদের বিদেশি খেলোয়াড় ইয়াহু। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই বিপক্ষের রক্ষণে আক্রমণের ঝড় তোলে সাত বিদেশি নিয়ে দল গড়া শিবশঙ্কর ক্লাব। যার ফলশ্রুতি হিসেবে প্রথমার্ধের ৭, ১৮, ১৯ ও ৩৫ মিনিটে পরপর চারটি গোল তুলে নেয় তারা। গোল করেন জিদন, ইয়াহু ও সুপ্রিয় পণ্ডিত দুটি। দ্বিতীয়ার্ধেও সেবককে একেবারে শুইয়ে দিয়ে আরও তিনটি গোল আদায় করে নেয়। প্রথম ম্যাচ থেকেই ক্রীড়াপ্রেমীদের কাছে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন শিবশঙ্কর। এর মধ্যে পঞ্চম গোলটি করেন পিরেজ দ্বিতীয়ার্ধের ২ মিনিটে। ৩১ ও ৩৩ মিনিটে আরও দুটি গোল করে হ্যাটট্রিক করেন বিদেশি খেলোয়াড় ইয়াহু। ইয়াহুকে এদিনের ম্যাচের ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ ঘোষণা করেন টুর্নামেন্ট কমিটি। ম্যাচে মাঝেমধ্যে আক্রমণে গিয়ে কয়েকটি সুযোগ পায় দলে তিন বিদেশি খেলোয়াড় থাকা সেবকও। কিন্তু তাঁদের স্ট্রাইকাররা চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে হতাশ করেন প্রত্যাশায় থাকা সমর্থকদের। রবিবার ফাইনাল খেলাটি দেখতে বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন প্রায় হাজার কুড়ি দর্শক। ফাইনাল ম্যাচ তাদের এক প্রকার হতাশ করে। নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল স্পোর্টস একাডেমির পরিচালনায় গত ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছিল অষ্টম বর্ষ সকার কাপের। খেলা শেষে বিজয়ী ও বিজিত দুটি দলের অধিনায়কের হাতে ট্রফি তুলে দেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা এবং পুরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা।

দুই পরিবারকে বয়কটের ফতোয়া

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ৮ জানুয়ারি ঃ গ্রামের দুই পরিবারকে শীতলা পুজোর অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং প্রসাদ দেওয়া থেকে নিষিদ্ধ করে পোস্টার দেওয়ার অভিযোগ উঠল গ্রাম কমিটির বিরুদ্ধে। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল থানার রঙ্গীবসান গ্রামে এই পোস্টারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুই পারিবারই এই পোস্টার দেওয়ার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে জানিয়েছে। পোস্টারকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও। পোস্টারে দাবি করা হয়েছে, রঙ্গীবসান উত্তর পল্লি কমিটির নির্দেশে গ্রামের দুই বাসিন্দা গুরুপদ বাড়ুই ও স্বরূপ ঘোড়ুইয়ের পরিবারকে একঘরে করা হয়েছে। এই দুই পরিবারের কারও গ্রামের মন্দিরে পুজো দেওয়া ও প্রসাদ পাওয়া নিষেধ। তবুও গ্রামের পুজোর ভোগ বিতরণের সময় ওই পরিবারের কাউকে প্রসাদ দেওয়া হলে বা কেউ নেমন্তন্ন করে খাওয়ালে তাঁকে জরিমানা বা বয়কট করা হবে। রবিরার সকালে এই পোস্টার নজরে আসে গ্রামবাসীদের। পোস্টারের উল্লেখিত স্বরূপ ঘড়াইয়ের স্ত্রী লক্ষ্মীরানি বলেন, আমাদের সঙ্গে গ্রামের মোড়লদের জমি নিয়ে বিবাদ চলছে। আমরা বিজেপি করি। সে কারণে গত ৮ বছর ধরে আমাদের বয়কট করা রাখা হয়েছে। পোস্টার সেঁটে আমাদের চরম অসম্মান করা হল আজ। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা এ নিয়ে পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের করেননি, তবে পুলিশে যাবেন বলে জানিয়েছেন স্বরূপ ঘড়াই। বিজেপির তমলুক সাংগঠিক জেলার সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মধ্যযুগীয় নিদান দিয়ে আজকের দিনেও বিজেপি করার অপরাধে দুটি পরিবারকে একঘরে করে রাখা হয়েছে। মহিষাদলে আগেও এই ভাবে একটি পরিবারকে একঘরে করে রাখা করা হয়েছিল। মানুষ এর বিচার চায়। তৃণমূলের দাবি পঞ্চায়েত ভোটের আগে এটা রাজনৈতিক গিমিক। তৃণমূল বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী বলেন, ভোট যত এগিয়ে আসবে এই ধরনের পোস্টার তত নজরে আসবে। কোনও পরিবারকে ৮ বছর ধরে বয়কট করা হল অথচ এবারই তাঁদের নামে পোস্টার পড়ল। এটা গ্রাম কমিটির কাজ নয়, বিজেপির ষড়যন্ত্র। পুলিশ জানিয়েছে অভিযোগ পেলে তার ব্যবস্থা নেবে।

দিতে হবে তালিকা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৮ জানুয়ারি ঃ জেলার উনিশটি ব্লকের মধ্যে সিংহ ভাগ ব্লকের নাম জমা পড়ে গেছে। মেরে কেটে বাকি আছে চার পাঁচটি ব্লক। বাকি সেই ব্লকের প্রার্থী প্রার্থীর তালিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল কোর কমিটি। দিল্লিতে আছেন জেলার দুই সাংসদ অসিত মাল ও শতাব্দী রায়। রবিবার বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে কোর কমিটির বৈঠকে জেলার এই দুই সাংসদ ছাড়া হাজির ছিলেন সমস্ত বিধায়ক, সমস্ত ব্লক সভাপতি, কোর কমিটির সদস্যরা। কোর কমিটির আহ্বায়ক মলয় মুখোপাধ্যায় জানান, তালিকা প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও অসুস্থতার কারণে কেউ কেউ আসতে পারে নি। দুই এক দিনের মধ্যে তাঁরা তালিকা জমা দিয়ে দেবেন। সেই সংখ্যাটা চার পাঁচের মতো। রামপুরহাট এক, দুই ও মুরারই এক ব্লকের তালিকা প্রস্তুত আছে। দুই একদিনের মধ্যে জমা দিতে বলা হয়েছে। রামপুরহাট এক ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি রামপুরহাট কার্যালয়ে তালিকা ইতিমধ্যে জমা দিয়েছেন, বলে সূত্রের খবর। রামপুরহাট দুই ব্লকের সভাপতি সুকুমার মুখোপাধ্যায়কে ফোন করলে তার কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি। বৈঠকে ১১ জানুয়ারি থেকে দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে কর্মসূচি নিয়ে এক প্রস্থ আলোচনা হয়। বিকাশ রায় চৌধুরী বলেন, পঞ্চায়েত স্তরে অঞ্চল ভিত্তিক সভা রবিবার থেকেই শুরু হয়েছে। রবিবার ষাটপলসা অঞ্চলে আমি ও চন্দ্রনাথ সিনহা গিয়েছিলাম। সেখানে প্রতি বুথ থেকে ষাটজন করে সদস্যদের নিয়ে খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছে। সবাই খুশি।

দুর্নীতিতে নাম জড়াল

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ জানুয়ারি ঃ এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় চলছে গোটা রাজ্যে। টাকা লেনদেনে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের নামও জড়িয়েছে। স্কুল শিক্ষকের চাকরি করিয়ে দেওয়ার জন্য টাকা নেওয়ায় নাম জড়াল তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার। সম্প্রতি একটি অডিও কল রেকর্ড ভাইরাল হয়েছে (যা দুরন্ত বার্তা যাঁচাই করেনি)। সেখানে শোনা যাচ্ছে, ২০১৭ সালের এক পরীক্ষার্থীর স্বামী শাসকদলের এক প্রভাবশালী নেতার সঙ্গে কথা বলছেন। গার্গী ঘোষ নামে ওই এসএসসি পরীক্ষার্থীর স্বামী-স্ত্রীর চাকরির জন্য ওই নেতার কাছে ভাগ্নে সুমিত ঘোষের মাধ্যমে গিয়েছিলেন। তাঁকে প্রায় চার লাখের ওপর টাকা দেন। পরিবর্তে স্ত্রীর চাকরি না হওয়ায় তিনি টাকা ফেরত চান। তাতে ওই প্রভাবশালী নেতা জানান, কিস্তিতে তাঁর টাকা মিটিয়ে দেবেন। এই কল রেকর্ড ভাইরাল হতেই বিরোধীদের দাবি, ওই প্রভাবশালীর কণ্ঠস্বর জীবনকৃষ্ণের। বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে মুর্শিদাবাদে। কোলাঘাটের বাসিন্দা ওই পরীক্ষার্থীর স্বামী দীপক কুমার মণ্ডলের দাবি, ওই কণ্ঠস্বর তাঁর। তিনি স্ত্রীর চাকরি করিয়ে দেওয়ার জন্য বিধায়ক জীবনকৃষ্ণকে দুটি কিস্তিতে মোট ৪ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা ফেরত চাইতেই তিনি ফোন করেছিলেন।

সর্বশক্তি দিয়ে সিএএ রোখার বার্তা মমতার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় সরকার যদি জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তবে তা আমরা সর্বশক্তি দিয়ে রুখব। রবিবার মালদার গাজোল হাইস্কুল মাঠে উত্তরবঙ্গ মতুয়া মহাসম্মেলনে যোগ দিয়ে সিএএ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করলেন মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতা বালা ঠাকুর। তিনি বলেন, ওপার বাংলা থেকে এসে এই দেশে যাঁরা বসবাস করছেন, ভোট দান করছেন, তাঁরা সকলেই এদেশের নাগরিক। সিএএ কার্যকর হলে সবথেকে বেশি অসুবিধায় পড়বেন উদ্বাস্তুরা। শান্তনু ঠাকুর নিজের বক্তব্যের মধ্যে এ কথা প্রকাশ করেছেন। অসমে কী ঘটনা ঘটছে, তা আমরা সকলেই জানি। কেন্দ্রীয় সরকার যদি জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে সর্বশক্তি দিয়ে তা আমরা রুখব। কেন্দ্র সরকারকে যে পিছু হঠতে বাধ্য করা যায় সম্প্রতি কৃষক আন্দোলন তা দেখিয়ে দিয়েছে। এদিন সম্মেলনে মতুয়া নেতা রঞ্জিত সরকার সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করেন মমতা বালা ঠাকুর। তিনি বলেন, রঞ্জিত সরকার মতুয়া ধর্মের কেউ নন। ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ নেই। মতুয়ারা তাঁর কথা কেউ শুনবেন না। তিনি নমঃশূদ্র এবং উদ্বাস্তুদের নিয়ে কাজ করতেই পারেন। তবে মতুয়াদের নিয়ে তিনি যেন কিছু না করেন। যদিও মমতা বালা ঠাকুরের এই বক্তব্য নিয়ে মতুয়াদের মধ্যেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা। মমতা বালা ঠাকুর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রঞ্জিত সরকারকে নমঃশূদ্র এবং উদ্বাস্তুদের নিয়ে কাজ করতে বলেছেন। সেই কাজ তিনি করতেই পারেন। তবে মতুয়াদের নিয়ে রঞ্জিতবাবু যেন কিছু না করেন। কারণ তিনি মতুয়া সম্প্রদায়ের লোক নন। তবে নমঃশূদ্র এবং উদ্বাস্তুদের নিয়ে কাজ করলে আমরা কেউ কিছু বলব না।

Name Change

I,Irfan Mondal (old name) S/O Kutubuddin Mondal resident of VIP road Kaikhali Mondal Ganthi Rajarhat Gopalpur (M), Bidhannagar-700052 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Irfanuddin Mondal vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/01/2023.Irfan Mondal and Irfanuddin Mondal both are same and one identical person.

ফুটবল বিশ্বকাপের রোডম্যাপ ভারতের

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি ঃ বিশ্বকাপ ফুটবলে নামার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এবার কোমর বেঁধে দেশের ফুটবলের তৃণমূল স্তরের পরিকাঠামো খোলনলচে বদলে ফেলতে চলেছে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা। আর এই পরিকল্পনায় হাত থাকছে স্বয়ং ফিফার ফুটবলের বিশ্বজনীন উন্নয়নের প্রধান আর্সেন ওয়েঙ্গারের। ভারতের প্রাথমিক টার্গেট আপাতত এশিয়ায় পুরুষদের ফুটবলে সেরা দশ এবং মহিলাদের সেরা আটে নিয়ে আসা। ইতিমধ্যে দিল্লিতে ফেডারেশন নিজস্ব রোডম্যাপ প্রকাশ করে দিয়েছে। যেখানে বলা হচ্ছে, ভারতীয় ফুটবল থেকে ফেডারেশনের প্রাপ্ত আয় ২০২৬-এর মধ্যে ৫০০ শতাংশ বাড়ানো হবে। পুরো পরিকল্পনায় তিনটে স্তরে ভাগ করা হয়েছে- স্বল্পমেয়াদি প্ল্যান ২০২৬-এর, মধ্যম মেয়াদি ২০৩৬-এর এবং দীর্ঘমেয়াদি ২০৪৭-এর কথা মাথায় রেখে। ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানিয়েছেন, ফিফার ডেভেলপমেন্টাল টিমের সঙ্গে বেশ কয়েকবার তাঁর কথাবার্তা হয়েছে। জাতীয় গ্রাসরুট স্তরের উন্নয়নের খসড়া তৈরি করতে ওয়েঙ্গারের টিমের কোচেরা পরের মাসেই ভারতে পা রাখছেন। সচিব শাজি প্রভাকরণ জানিয়েছেন, ভারতের এই ফুটবল উন্নয়ন যজ্ঞে রীতিমত বড়সড় ভূমিকা থাকছে ফিফার। ওয়েঙ্গার ইতিমধ্যেই নিজস্ব টিমের কোচেদের ওপর মিশন-ভারতের দায়িত্ব ছকে দিয়েছেন। কল্যাণ চৌবে-শাজি প্রভাকরণ জমানায় ভারতীয় ফুটবল যে বিশ্ব ফুটবলে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে চলেছে, তা বোঝা গিয়েছিল ২০২৭-এ এএফসি এশিয়ান কাপের বিডিং প্রসেস থেকে নিজেদের নাম তুলে নেওয়ায়। ফেডারেশনের নিজস্ব ভাবনা আপাতত হাইপ্রোফাইল ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করার বদলে যুব পর্যায়ের বিশ্বজনীন ইভেন্টে নিজস্ব দক্ষতায় কোয়ালিফাই করা। এর আগে ২০১৭-য় যুব ফুটবল বিশ্বকাপ হোক বা ২০২২-এ যুব মহিলা ফুটবলের আয়োজন-জোড়া হাইপ্রোফাইল ফিফা ইভেন্ট আয়োজন করার পরেও ভারতীয় ফুটবল যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। তাই এবার ফেডারেশন নিজেদের অগ্রাধিকার বদলে ফেলছে। বদল আনা হচ্ছে পরিকল্পনার স্ট্যান্স-এ। জানা যাচ্ছে, একদম তৃণমূল স্তর থেকে সিনিয়র ফুটবল দল পর্যন্ত একই স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে। জেলা ফুটবলের স্তরেও যে দর্শন মেনে খেলা হবে, সেই দর্শনই বহাল থাকবে জাতীয় ফুটবল দলের ক্ষেত্রেও। একইভাবে মহিলা ফুটবল ফেডারেশনের অন্যতম অগ্রাধিকারের মধ্যে পড়ছে। শুধুমাত্র গ্রাসরুট লেভেলেই উন্নয়ন নয়, মহিলা ফুটবলার বেতনও বাড়ানো হবে পুরুষ ফুটবলারদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। বলা হচ্ছে, মহিলা ফুটবলে জাতীয় স্তরে চারটে লিগ করা হবে। ২০২৬-এর মধ্যেই প্রথম ডিভিশন হবে ১০ দলকে নিয়ে। দ্বিতীয় ডিভিশনে থাকবে ৮ দল। দশকের পর দশক ধরে রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলি অবহেলিত রয়ে গিয়েছে। নতুন প্ল্যানিংয়ে রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলিকে উন্নয়নযজ্ঞে সামিল করার কথাও বলা হয়েছে। ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান মার্কেটিং পার্টনার এফএসডিএল(এর গ্রুপ)। যারা আইএসএল আয়োজন করছে। ফেডারেশনের বক্তব্য অনুযায়ী, বার্ষিক মোট লভ্যাংশের ৬১ শতাংশই আসে মার্কেটিং থেকে। মার্কেটিং থেকে বোর্ডের আয়ের পরিমাণ ৮০ কোটি টাকা। ২০২৬-এর মধ্যে বোর্ডের আয় ৫০০ শতাংশ বাড়ানোর প্রাথমিক টার্গেট রাখা হয়েছে। বলা হচ্ছে, বিভিন্ন দেশে যেমন ফুটবল হাব রয়েছে নির্দিষ্ট এলাকাকে কেন্দ্র করে, সেরকম ভারতেও বানানো হবে। ইংল্যান্ডে সেন্ট জর্জেস পার্কের মত কলকাতায় উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। ২০২৬-এর মধ্যে ভারতে ফিফা মানের ৩০টি স্টেডিয়াম এবং ২০৪৭-এর মধ্যে ১২টি স্মার্ট স্টেডিয়াম গড়ার লক্ষ্যমাত্রাও নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এশিয়ার সেরা দশ দল হল জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চিন, অস্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তান, সৌদি আরব, ইরান, কাতার, ইরাক, আরব আমিরশাহি। ভারত এশিয়াতেই ১৯ নম্বরে রয়েছে। শীর্ষ পর্যায়ের এই দলগুলির সঙ্গে মানের ফারাক ঘোচানোর জন্য ভারত আপাতত যুব বিশ্বকাপে কোয়ালিফিকেশনে জোর দিতে চলেছে। এশিয়ান দেশগুলির মধ্যে পুরুষদের ফুটবলে সেরা দশ এবং মহিলাদের ফুটবলে প্রথম আটে ঢোকার টার্গেট নেওয়া হচ্ছে।

এক শতরানে একাধিক নজির সূর্যর

রাজকোট, ৮ জানুয়ারি ঃ হার্দিক পাণ্ডিয়া অধিনায়ক হিসেবে ভারতকে চতুর্থ টি-২০ সিরিজ জিতিয়ে বলেছেন, রাজকোটের ম্যাচটি যেন শ্রীলঙ্কা বনাম সূর্যকুমারের হলো। সঠিকই বলেছেন। টি-২০ আন্তর্জাতিকে রানের নিরিখে ভারতের চতুর্থ বড় জয়টির কাণ্ডারীই সহ অধিনায়ক সূর্য। ৫১ বলে ১১২ রানে অপরাজিত থাকেন, এটি তাঁর টি-২০ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে তৃতীয় শতরান। এই সেঞ্চুরি করার ফাঁকে একাধিক নজিরও গড়লেন বিশ্বের ১ নম্বর টি-২০ ব্যাটার। সূর্য রাজকোটে যে ইনিংস খেলেন তাতে রয়েছে সাতটি চার ও ৯টি ছক্কা। ব্যাট করতে নেমেছিলেন চার নম্বরে। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিতে গিয়ে সূর্য বলেন, কোনও ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় নিজেকে চাপের মধ্যে রাখতে পছন্দ করি। যত বেশি চাপে নিজেকে রাখা যাবে, তত ভালো খেলা সম্ভব। সেই সঙ্গে থাকে কঠোর পরিশ্রম, ভালো কিছু প্র্যাকটিস সেশন। সূর্য স্কুপ, স্যুইপ-সহ বেশ কিছু অভিনব শট খেলেছেন। নিজে শট মারতে গিয়ে ক্রিজে পড়ে গিয়েছেন, অথচ তা ওভার বাউন্ডারি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সূর্য মাঠের ছোট বাউন্ডারিগুলির ফায়দা নিতে অভিনব শটগুলি খেলে থাকেন। যা ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু খেলেন অবলীলায়। এই প্রসঙ্গে সূর্যকুমার বলেন, পিছনের দিকে বাউন্ডারি ছিল ৫৯-৬০ মিটারের। তা পার করাই আমার লক্ষ্য ছিল। কিছু শট পূর্বনির্ধারিত ছিল। কিন্তু সব সময়ই বল অনুযায়ী যথাযথ স্ট্রোক খেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। বেশিরভাগ সময় আমি গ্যাপ খুঁজি এবং ফিল্ডারদের পজিশন অনুযায়ী শট খেলে থাকি। হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় যে তাঁকে খোলা মনে স্বাভাবিক খেলা খেলার জন্য উৎসাহিত করেন সে কথাও জানিয়েছেন সূর্য। বলের নিরিখে সূর্যকুমার যাদব টি-২০ আন্তর্জাতিকে দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে দেড় হাজার রানের মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেললেন। ৪৫টি টি-২০ আন্তর্জাতিকে ৪৩ ইনিংসে তাঁর রান ১৫৭৮, গড় ৪৬.৪১, স্ট্রাইক রেট ১৮০.৩৪। তিনটি শতরান ও ১৩টি অর্ধশতরান রয়েছে। টি-২০ আন্তর্জাতিকে আর একটি শতরান করলেই তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন রোহিত শর্মার চারটি শতরানের বিশ্বরেকর্ড। টি-২০ আন্তর্জাতিকে সূর্য ছাড়াও তিনটি করে শতরান রয়েছে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, কলিন মুনরো ও সাবাউন দাভিজির। সূর্যকুমার যাদব শনিবার শতরান করেন ৪৫ বলে। ভারতীয়দের মধ্যে যা দ্বিতীয় দ্রুততম। ২০১৭ সালে ইন্দোরে রোহিত শর্মা শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধেই ৩৭ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। সূর্যর তিনটি শতরানই এসেছে ৫০-এর কম বলে। গত বছর নটিংহ্যামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনি শতরান করেছিলেন ৪৮ বলে এবং মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করতে নিয়েছিলেন ৪৯ বল। ডেভিড মিলার ৫০ বল ফেস করার আগে টি-২০ আন্তর্জাতিক শতরান পেয়েছেন ২ বার। তিন বা তাঁর নীচে ব্যাট করতে নেমে তিনটি টি-২০ আন্তর্জাতিকে শতরান সূর্য ছাড়া আর কারও নেই। তিনি দুটি শতরান করেছেন চারে ব্যাট করতে নেমে, একটি ওয়ান-ডাউনে। চার বা তার পরে নেমে টি-২০ আন্তর্জাতিক শতরান পেয়েছেন সূর্য-সহ চারজন ব্যাটার। সূর্য গতকালের ম্যাচে ৯টি ছক্কা মেরেছেন, যা কোনও টি-২০ আন্তর্জাতিকে ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে রোহিত শতরান করার ফাঁকে ১০টি ছক্কা মারেন। তিন বা তার বেশি ম্যাচের সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচে সূর্যকুমার যাদবের অপরাজিত ১১২ রানের ইনিংসটিই ব্যক্তিগত সর্বাধিক। টি-২০ সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচে সূর্যর আগে শতরান করেছেন রোহিত শর্মা (২০১৮ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১০০) এবং মহম্মদ ওয়াসিম (২০২১ সালে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১০৭)। টি-২০ আন্তর্জাতিকে সূর্য ১৬ বার ৫০-এর বেশি রান করলেন ২০০-র বেশি স্ট্রাইক রেট রেখে। এই নজির আর কারও নেই।

দীপা কর্মকার ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন

আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট হলেন দীপা কর্মকার। অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট দীপা এ বার ক্রীড়া প্রশাসনে। ভারতীয় জিমন্যাস্টিক্সে প্রধান মুখ দীপা কর্মকার। ২০১৬ সালে রিও অলিম্পিকে অল্পের জন্য পদক জিততে পারেননি দীপা। আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকের ফাইনালে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিলেন। তবে জিমন্যাস্টিক্সে তাঁর ঝুলিতে পদক সংখ্যা কম নয়। ২০১৮ আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক্স বিশ্বকাপে সোনা জেতেন দীপা। বিশ্বকাপে আরও একটি ব্রোঞ্জ এবং কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক রয়েছে। দীপার পাশাপাশি ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থার বড় দায়িত্বে তাঁর কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী। সদ্য ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন কিংবদন্তি পিটি উষা। ক্রীড়া প্রশাসনে ক্রীড়াবিদরা আসাকে ইতিবাচক দিক হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ভারতের কিংবদন্তি ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাথলিট পিটি উষাকে নিয়ে প্রত্যাশা অনেক। অলিম্পিক ক্রীড়ায় ব্যাপক পরিবর্তন আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তেমনই ভারতীয় জিমন্যাস্টিক্সের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসতে পারে দীপা কর্মকার প্রশাসনে আসায়। তিনি ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিলেও, আগামীতে সর্বভারতীয় সংস্থাতেও দেখা যেতে পারে তাঁকে। এ দিন ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থার যে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে, তাতে প্রেসিডেন্ট দীপা কর্মকার। তিন জন ভাইস প্রেসিডেন্টের মধ্যে রয়েছে বিশ্বেশ্বর নন্দী। দীপা কর্মকার নানা সম্মানও জিতেছেন। ২০১৫ সালে অর্জুন পুরস্কার, ২০১৬ সালে মেজর ধ্যান চাঁদ খেল রত্ন, ২০১৭ সালে পদ্মশ্রী। ২০১৭ সালে, ৩০-এর কম বয়সে সেরা সাফল্য পাওয়াদের তালিকায় এশিয়া থেকে ছিলেন দীপা। তাঁর কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী দ্রোণাচার্য সম্মান জেতেন।

টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপে ভারতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি ঃ আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কারা উঠবে তা এখনও চূড়ান্ত নয়। নজর লাস্ট ল্যাপের দিকে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জেতায় ফাইনালে কার্যত পৌঁছেই গিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। কার্যত শব্দ মুছে কনফার্ম শব্দটির জন্য অজিদের ভাগ্য ঝুলে ভারতের উপরেই। অস্ট্রেলিয়া কার্যত ফাইনালে অস্ট্রেলিয়া দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে। এর ফলে তাদের সাফল্যের হার দাঁড়িয়েছে ৭৫.৫৬ শতাংশ। একমাত্র ভারত সফরে যদি অস্ট্রেলিয়া সব টেস্টে হারে এবং শ্রীলঙ্কা যদি নিউজিল্যান্ডে গিয়ে দুটি টেস্টেই জয়লাভ করে, একমাত্র তাহলেই অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল খেলতে পারবে না। ভারতে এসে অস্ট্রেলিয়া যদি সব টেস্টে হেরে যায় তাহলে তাদের সাফল্যের শতকরা হার নেমে আসবে ৫৯.৬৫ শতাংশে। শ্রীলঙ্কা যদি নিউজিল্যান্ডে সিরিজ জেতে তাহলে তাদের শতকরা হার পৌঁছে যাবে ৬১.১১ শতাংশে। শ্রীলঙ্কা যদি ১-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতে তাহলে অস্ট্রেলিয়া চার টেস্টে হেরে গেলেও দৌড় থেকে ছিটকে যাবে শ্রীলঙ্কা (সেক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের হার হবে ৫৫.৫৬ শতাংশ)। অস্ট্রেলিয়া ভারতে এসে একটি টেস্ট ড্র করলেই আর কারও উপর নির্ভর করতে হবে না। তবে পেনাল্টি পয়েন্টের ফাঁদে পড়লে হবে না। অস্ট্রেলিয়া যদি তিনটি টেস্টে হারে এবং একটি ড্র করে তাহলে পেনাল্টি পয়েন্টের জন্য পয়েন্ট না খোয়ালে সাফল্যের হার থাকবে ৬১.৪০ শতাংশে। যদিও একটি পেনাল্টি পয়েন্ট সেটা নামিয়ে আনবে ৬০.৯৬ শতাংশে। ভারত যদি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জেতে তাহলে অন্য সিরিজের দিকে না তাকিয়ে টিম ইন্ডিয়া ফাইনালে চলে যাবে। ভারতের সাফল্যের শতকরা হার এখন ৫৮.৯৩ শতাংশ। অজিদের হোয়াইটওয়াশ করলে তা পৌঁছে যাবে ৬৮.০৬ শতাংশে। ৩-১ ব্যবধানে জিতলে তা হবে ৬২.৫ শতাংশ। সিরিজ ২-২ হলে ভারতের সাফল্যের হার থাকবে ৫৬.৯৪ শতাংশে। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ ২-২ হলে এবং শ্রীলঙ্কা যদি ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতে তাহলে ভারত দৌড় থেকে ছিটকে যাবে। দক্ষিণ আফ্রিকা যদি দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ২-০ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজে হারায় এবং ভারত ২১ পয়েন্ট সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে প্রোটিয়াদের চেয়ে পিছিয়ে পড়বে রোহিত শর্মার দল। ভারত যদি ১-০ ব্যবধানে সিরিজ জেতে বা ২-২ (২৪ পয়েন্ট) ব্যবধানে সিরিজ ড্র রাখে তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকার চেয়ে এগিয়ে থাকবে। সিরিজের ফল ১-১ (২০ পয়েন্ট) অবশ্য যথেষ্ট হবে না। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ হারায় দক্ষিণ আফ্রিকার ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন ধাক্কা খেয়েছে। কিন্তু বৃষ্টিবিঘ্নিত সিডনি টেস্ট ড্র হওয়ায় তাদের আশা অঙ্কের নিয়মে বেঁচে আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এই মুহূর্তে রয়েছে চারে। তাদের সাফল্যের হার ৪৮.৭২ শতাংশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিতলে সেটা গিয়ে দাঁড়াবে ৫৫.৫৬ শতাংশে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে শুধু সব টেস্টে জিতলেই হবে না, ফাইনালে উঠতে তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য সিরিজের ফলের দিকে। শ্রীলঙ্কাকে নিউজিল্যান্ডে অন্তত একটি টেস্ট হারতে হবে এবং ভারত যদি ২১ পয়েন্টের কম সংগ্রহ করতে পারে তবে ফাইনালে যেতে পারবে প্রোটিয়ারা। পয়েন্ট তালিকার তিনে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। নিউজিল্যান্ডকে তাদের দেশে গিয়ে হোয়াইটওয়াশ করলে শ্রীলঙ্কার সাফল্যের হার হবে ৬১.১১ শতাংশ। সেক্ষেত্রে ভারতের ৪-০ ব্যবধানে সিরিজ জয় প্রত্যাশা করতে হবে অথবা ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ যাতে ড্র হয় সেই আশা করতে হবে। অস্ট্রেলিয়া যদি ভারতকে সিরিজে হারিয়ে দেয় তাহলেও চান্স থাকবে শ্রীলঙ্কার। শ্রীলঙ্কা নিউজিল্যান্ডে গিয়ে সিরিজ ১-১ ড্র রাখলে তাদের সাফল্যের শতকরা হার হবে ৫২.৭৮ শতাংশ। সেক্ষেত্রে ভারত যাতে অজিদের বিরুদ্ধে ১২ পয়েন্টের বেশি না পায় সেই প্রার্থনা করতে হবে। অর্থাৎ ১-৩ বা ০-১ ব্যবধানে সিরিজ হারতে হবে ভারতকে। সেই সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকাও যাতে ১৬ পয়েন্টের বেশি না পায় বা ১-০ ব্যবধানেই সিরিজ জেতে সেই আশাই করতে হবে শ্রীলঙ্কাকে।

পন্তের মাঠে ফেরার পথ বেশ কঠিন

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি ঃ মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই আম্বানি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ঋষভ পন্ত। ইতিমধ্যে তাঁরে বড় অস্ত্রোপচার হয়ে গিয়েছে। গাড়ি দুর্ঘটনায় ডান পায়ের হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল পন্তের। সেখানেই অস্ত্রোপচার করেছেন চিকিৎসকেরা। শুক্রবার অস্ত্রোপচার হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটারের। অস্ত্রোপচার করেছেন ডাক্তার দীনশ পারদিওয়ালা এবং তাঁর টিম। প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচার হয়েছে পন্তের। তবে এখনও সুস্থ হতে দীর্ঘ দিন সময় লাগবে বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতালের তরফে পন্তকে নিয়ে কোনও বুলেটিন দেয়নি। যেহেতু ভারতীয় ক্রিকেটারের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিসিসিআইয়ের, তাই তারাই এই বিষয়ে জানাবে। সর্বভারতীয় এক সংবাদ মাধ্যমের দাবি, ২৫ বছরের তারকার অ্যান্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট এবং মিডিয়াল কোলেটরাল লিগামেন্ট, এই দু'টি টিয়ার রয়েছে। দেরাদুন থেকে যখন পন্তকে মুম্বইতে এয়ারলিফ্টকরে নিয়ে আসা হচ্ছিল, বিসিসিআই তখন উল্লেখ করেছিল যে, পন্তের লিগামেন্টে টিয়ার রয়েছে। কিন্তু আঘাতের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে কিছু বলেনি তারা। বিসিসিআই-এর সূত্র জানিয়েছে, পন্তের এই চোট সারিয়ে উঠতে এখন চার মাসেরও বেশি সময় লাগতে পারে। বিসিসিআই-এর সেই সূত্রের দাবি, ওর ডান হাঁটুতে আগে থেকেই একটি চোট ছিল। সেই কারণে বেঙ্গালুরুর এনসিতে থাকার কথা ছিল পন্তের। কিন্তু এসিএল এবং এমসিএল ছিঁড়ে যাওয়ায় পন্তের রাস্তা কঠিন হবে। কারণ তাঁর সেরে উঠতে সময় লাগবে। সেই সূত্র থেকে আরও জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র যদি এসিএল ছিঁড়ত, তবে তুলনামূলক ভাবে দ্রুত সুস্থ হওয়ার কথা ভাবা যেত। কিন্তু এমসিএল টিয়ারও হয়েছে, তাই সময় বেশি লাগবে। পন্ত যেহেতু একজন উইকেটরক্ষক, যে কারণে এমসিএলের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওকে ম্যাচে ফিল্ডিংয়ের সময়ে সারাক্ষণ ঝুঁকে থাকতে হয়। এবং পাশে সরতে হয়, লাফাতে হয়। সূত্রটি যোগ করেছে, এখনও পর্যন্ত পন্তের প্রাথমিক ফোকাস হচ্ছে, অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য সময়মতো ফিট হওয়া। ওকে রিহ্যাবের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। কিছু ম্যাচ খেলতে হবে। এবং নিজেকে পরীক্ষা করার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। লিগামেন্ট তিন-চার মাসের মধ্যে সেরে যেতে পারে। তবে পুরো ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পেতে ওর আরও সময় লাগবে। দুর্ঘটনার পরে প্রথমে দেরাদুনের ম্যাক্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল পন্তকে। কিন্তু সেখানে তাঁকে রাখতে চায়নি বিসিসিআই। কারণ পন্তের হাঁটুর ফোলা ভাব কমছিল না। এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে মুম্বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। পন্তকে মুম্বইয়ে নিয়ে যাওয়ার আরও একটি কারণ রয়েছে। বোর্ড চাইছিল তাদের ডাক্তাররাই সরাসরি পন্তকে দেখুন। প্রসঙ্গত, দীনশ পারদিওয়ালা বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত।

অভিষেক অপেক্ষা

রিয়াদ, ৮ জানুয়ারি ঃ আগামী ২২ জানুয়ারি সৌদি আরবে অভিষেক হতে যাচ্ছে পর্তুগীজ সুপারস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। নতুন ক্লাব আল নাসেরের সাথে তার ট্রান্সফার চুক্তির সব বিষয় সম্পন্ন হওয়ার পর ক্লাব সূত্রে এই আভাস দেওয়া হয়েছে। আল নাসেরের সমর্থকদের সামনে ইতিমধ্যে রোনাল্ডোকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোনাল্ডোকে দলে নিতে আল নাসের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের স্ট্রাইকার ভিনসেন্ট আবুবকরের সাথে চুক্তি বাতিল করেছে। সৌদি লিগের আইনানুযায়ী এক ক্লাবে সর্বোচ্চ আটজন বিদেশী খেলোয়াড় রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি আছে। আগামী ২২ জানুয়ারি ঘরের মাঠে এত্তিফাকের বিপক্ষে রোনাল্ডোর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। নভেম্বরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এক সমর্থকের মোবাইল ফোন ছুঁড়ে ফেলে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ থাকার পর প্রথমবারের মত মাঠে নামতে যাচ্ছেন সিআর সেভেন। ক্লাব সূত্র জানিয়েছে ভিনসেন্ট আবুবকরের সাথে পারষ্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। একইসাথে তাকে সব ধরনের আর্থিক ক্ষতিপূরণও দিয়ে দেওয়া হযেছে। আল তায়েরের বিপক্ষে শুক্রবার আল নাসেরের ম্যাচের আগেই রোনাল্ডোর রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। সে কারনে আগামী ১৪ জানুয়ারি আল শাহাবের সাথে ম্যাচের মাধ্যমে দুই ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা শেষ করে রোনাল্ডো মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে খেলার সময়ে রোনাল্ডো দুই ম্যাচ নির্বাসিত হয়েছিলেন। ফিফার নিয়ম মেনে নির্বাসনের শাস্তি ভোগ না করেই যদি কোনও ফুটবলার অন্য কোনও ক্লাবে চলে যান, তাঁকে সেই ক্লাবে গিয়ে বকেয়া শাস্তি ভোগ করতে হবে। বিশ্বের যে কোনও দেশের যে কোনও লিগে খেললেই ফুটবলারের জন্য নিয়ম বদলাবে না। যদিও এতে রোনাল্ডোর কোনও হেলদোল নেই। তিনি আছেন বিন্দাস মুডে। আল নাসের গত ম্যাচ জেতার পর সেটা বেশ বোঝা গিয়েছে। সতীর্থের গোলে দারুণ সেলিব্রেট করেছিলেন পর্তুগাল মহাতারকা। সিআরসেভেনের সেই ভিডিয়ো ক্লাবের তরফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করা হয়েছে। সেই ভিডিয়ো এই মুহূর্তে ভাইরালও হয়ে গিয়েছে। একেবারে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে রোনাল্ডোকে নিয়ে এসেছে সৌদির বিখ্যাত ক্লাব। তিন বছরে ৬০০ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তি।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে সরলেন ওসাকা

মেলবোর্ন, ৮ জানুয়ারি ঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন জাপানের টেনিস তারকা নাওমি ওসাকা। ওসাকা এই মুহূর্তে মহিলাদের সিঙ্গলসে বিশ্বের ৪২ নম্বর প্লেয়ার। তবে গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে অংশ নেননি। এবার সরে দাঁড়ালেন মরশুমের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে। সেপ্টেম্বর মাসে টোকিওয় একটি টুর্নামেন্ট থেকে পেটের যন্ত্রণার কারণে সরে দাঁড়িয়েছিলেন ওসাকা। আজ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের আয়োজকদের তরফে তাঁর নাম প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়েছে। ওসাকা অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে না নামার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ২২ বছরের ডায়ানা ইয়াসত্রেমস্কা মূলপর্বে খেলার সুযোগ পেয়ে গেলেন। সম্প্রতি অ্যাডিলেড ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিফায়ারসে খেলেছেন ইউক্রেনের এই টেনিস খেলোয়াড়। বিশ্বের ২১ নম্বর স্থান দখল করেছিলেন ইয়াসত্রেমস্কা, তিনটি ডব্লুটিএ ট্যুর খেতাবও জিতেছেন। গত সেপ্টেম্বরে প্যান প্যাসিফিক ওপেন চলাকালীন কেরিয়ারের উত্থান-পতনের কথা তুলে ধরেছিলেন ওসাকা। তিনি বলেছিলেন, এই বছরটা আমার কেরিয়ারে ভালো না গেলেও অনেক কিছু শিখেছি। জীবনে চড়াই-উতরাই থাকবেই। এই বছর (২০২২) ওঠার চেয়ে নামার সাক্ষীই বেশি থেকেছি। কিন্তু তারপরও সামগ্রিকভাবে নিজেকে নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। ওসাকা চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব জিতেছেন। ২০১৯ ও ২০২১ সালে জিতেছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। গত বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তিনি তৃতীয় রাউন্ডে হেরে গিয়েছিলেন আমান্ডা আনিসিমোভার কাছে। ওসাকার কেরিয়ারে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে কোর্ট থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে আগেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভেনাস উইলিয়ামস। গত সপ্তাহে অকল্যান্ডে এএসবি ক্ল্যাসিক চলাকালীন চোট পান ভেনাস, সে কারণেই তিনি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে পারবেন না। বিশ্বের ১ নম্বর টেনিস তারকা কার্লোস আলকারাজ পায়ের চোটের কারণে নেই অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। এবার ওসাকাও সরে দাঁড়ানোয় জৌলুস কিছুটা হলেও কমল।

নতুন বছরে লক্ষ্যপূরণে স্থির নীরজ চোপড়া

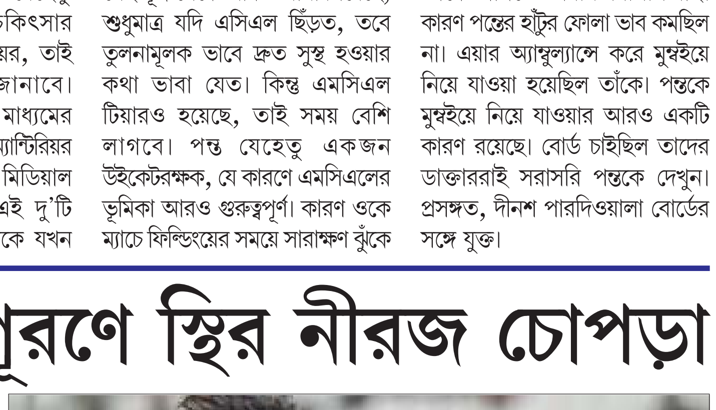

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি ঃ টোকিও অলিম্পিক্সে জ্যাভলিন নিক্ষেপে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া নতুন বছরে নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। আসলে, জ্যাভলিন নিক্ষেপের সোনার তারকা জ্যাভলিন দিয়ে ৯০ মিটার চিহ্ন অতিক্রম করার নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। টোকিওতে ঐতিহাসিক জয়ের পর, ২৪ বছর বয়সী অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন জ্যাভলিন নিক্ষেপকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে সোনা এবং একটি রৌপ্য জিতে আবারও ভক্তদের মন জিতেছেন। যাইহোক, তাঁর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সত্ত্বেও, তিনি এখনও ৯০ মিটার চিহ্ন অতিক্রম করতে পারেননি। নীরজ চোপড়া ইংল্যান্ডে অফ-সিজন প্রশিক্ষণের সময় সাংবাদিকদের বলেন, এই নতুন বছরে, আমি সেই প্রশ্নের অবসান ঘটাতে পারব বলে আশা করছি। তিনি মর্যাদাপূর্ণ ডায়মন্ড লিগের স্টকহোম লিগে তার ৮৯.৯৪ মিটার থ্রো করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। খেলার পরে, চোপড়া বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি স্টকহোমেও তাঁর লক্ষ্য অর্জন করতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে নীরজ চোপড়া বলেন, আমি এটা করতে পারতাম যদি আমি আমার পা কয়েক সেন্টিমিটার এগিয়ে দিতাম। হ্যাঁ, এটা মাত্র ছয় সেন্টিমিটারের ব্যাপার। কিন্তু একজন অ্যাথলিটের জন্য একটা ম্যাজিক চিহ্ন থাকে। আপনি যখনই কথা বলবেন। একজন শীর্ষ ক্রীড়াবিদ, এটি সম্পর্কে কথা বলতে গেলে, আমরা সকলেই বলি সে ৯০ মিটার করেছে। তবে আমি প্রত্যাশার চাপ নিয়ে মাথা ঘামাই না। যখন এটি ঘটার হবে তখন এটি ঘটবে। এটি গত বছর বা তার আগেও হতে পারে, তবে হয়তো ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছেন। এটার জন্য একটি সঠিক সময় ও স্থান রাখা রয়েছে। নীরজ চোপড়া বলেন, আমি প্রত্যাশা নিয়ে খুব একটা ভাবি না। হ্যাঁ, তোমাকে তোমার নিজের এবং অন্যের প্রত্যাশা দুটোই পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু যখন আমি প্রতিযোগিতা করি, তখন আমার মন ফাঁকা হয়ে যায়। এটা আমার সব দেওয়ার বিষয়ে। তিনি আরও বলেন, তোমার ১০০ শতাংশ এই ভেবে যে আপনি ঠিক এই দিনটির জন্য প্রস্তুত করেছেন। এবং কোথাও না কোথাও আমাকে যারা ভালোবাসেন তাদের কাছ থেকে এই প্রত্যাশাগুলি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ভারতের তারকা জ্যাভলিন নিক্ষেপকারী এবং অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী নীরজ চোপড়ার পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। নিজের খেলার জোরে আলাদা নাম করেছেন তিনি। অ্যাথলেটিক জগতে চোপড়ার আলাদা সম্মান রয়েছে। এই সবের মধ্যেই নীরজ চোপড়ার আরও একটি স্বপ্ন রয়েছে। তিনি খুব শীঘ্রই তার জ্যাভলিনকে ৯০ মিটারে নিয়ে যাওয়ার আশা করছেন। অ্যাথলিট বিশ্বাস করেন যে তিনি এই বছর ম্যাজিক নম্বর অর্জন করতে পারেন। অলিম্পিক্সের চ্যাম্পিয়ন চোপড়া জানান, এ বছর তিনটি বড় ইভেন্ট রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, এশিয়ান গেমস এবং ডায়মন্ড লিগের ফাইনাল। তিনি বলেন, আমি আমার মরশুম শুরু করার বিষয়ে কিছুই ভাবিনি। আমি আমার কোচের সঙ্গে মিলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। এই সব ঘটনা মাথায় রেখে নীরজ তার প্রশিক্ষণের কথাও বলেছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615